দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২১০ ॥ ১৭ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৪ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মূল্য ৫ টাকা

ভবিষ্যতে কেউ টাকা পাচার করলেই ধরা পড়বে : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশ থেকে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ভবিষ্যতে কেউ টাকা পাচার করলে ধরা পড়বে। প্রাইভেট কিংবা পাবলিক সেক্টর যেই হোক ধরা পড়বে। কেউ লুটপাট করলে শাস্তি পেতেই হবে। শনিবার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মহাখালীতে 'পলিসি ডায়ালগ অন ফিন্যানসিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক রিফর্মস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা জানান। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, অর্থনৈতিক খাতে যেভাবে লুটপাট হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে কাজ হচ্ছে।

জুলাই বিপ্লবের মতো সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাইয়ের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করেছে মন্তব্য করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির কল্যাণে আগামী দিনেও সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার (১৬ নভেম্বর) রাজধানী সোনারগাঁও হোটেলে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজে (সিজিএস) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান। সম্মেলনে দেশবিদেশের কয়েকশ' প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের যেকোনো ক্রান্তিলগ্নে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে যেকোনো অন্যায়, অবিচার মোকাবিলা করা যায়। শুধু তাই নয়, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করা যায়। যেটা আমরা একশ' দিন জুলাই-আগস্ট মাসে দেখিয়েছি। তাই আগামী দিনেও সবাইকে দেশ-জাতির কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাই। তিনি আরও বলেন, কোনো অন্যায়, দোষ না করেও এ দেশের মানুষ কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হয়েছে। অনেক বড় শক্তির মুখোমুখি হওয়াতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে, যখন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, যখন আমরা এক হয়ে কাজ করি, তখন আমাদের ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে, যেমনটি আমরা ১০০ দিন আগে বাংলাদেশে করেছি। ড. ইউনূস বলেন, মাত্র ১০০ দিন আগে একটি অনন্য রাজনৈতিক উত্থানের সম্মুখীন হয়েছিল বাংলাদেশ। গত ১৬ বছর ধরে চলা একটি ফ্যাসিবাদী শাসনের পতন ঘটিয়েছে ছাত্ররা। আমি এ সম্মেলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অতিথিদের কাছে একটি সদ্য উদীয়মান দেশে স্বাগত জানাই। নতুন বাংলাদেশ বলে অভিহিত করছি। জুলাই বিপ্লবে প্রায় ১ হাজার ৫০০ ছাত্র-জনতা নিহত হয়েছেন এবং প্রায় ২০ হাজার আহত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এ সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, যারা সারা জীবনের ২-এর পাতায় দেখুন

দুই সন্তানকে গলাকেটে হত্যার পর নিজের গলায় ছুরি চালালেন বাবা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পল্লবীতে দুই শিশু সন্তানকে গলাকেটে হত্যার পর নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন মো. আহাদ (৪০) নামের এক ব্যক্তি। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে নিহত দুই শিশুর নাম জানা যায়নি। তারা দুজনই ছেলে শিশু। তাদের একজনের বয়স ৭ বছর ও আরেকজনের বয়স ৩ বছর। শনিবার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে এসব তথ্য জানান পল্লবী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাজেদুল। তিনি বলেন, আজ শনিবার সকালে আমাদের কাছে সংবাদ আসে পল্লবীর বাইগারটেকে এক বাসায় দুই ছেলেকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে এবং ছেলের বাবা নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। পরে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এসআই মাজেদুল আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি ঘাতক বাবা আহাদ তার সাত বছর ও তিন বছরের দুই ছেলে সন্তানকে ধারালো ছুরি দিয়ে গলাকেটে হত্যা করেন। তাদের হত্যা করার পর তিনি নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

শহীদের নামে ২২০টি উপজেলায় স্টেডিয়াম হবে: আসিফ মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদের নামে সারা দেশে ২২০টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মিত হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। শনিবার (১৬ নভেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য 'শহীদ ফারহান ফাইয়াজ খেলার মাঠ' উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের ত্যাগ এবং রক্তের মূল্য কখনও পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু আমাদের সাধ্যের মধ্যে যতটা সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ আছে, সেইটা আমরা চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, সারা দেশে ২২০টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মিত হবে। আমরা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই ২২০টি স্টেডিয়ামের নাম সেই উপজেলার শহীদের নামে নামকরণ করা হবে। আসিফ মাহমুদ বলেন, ২০২৫ সালের যে পাঠ্যপুস্তক আসবে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে আমাদের শহীদদের বীরত্বগাথা লেখা থাকবে। আমাদের পরিকল্পনা আছে পাঠ্যপুস্তকে যেন জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে ২-এর পাতায় দেখুন

যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন ততই কল্যাণ : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : সংস্কারের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার যত দ্রুত নির্বাচনে যাবে, ততই দেশের মানুষের জন্য কল্যাণ হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (১৬ নভেম্বর) জাতীয়তাবাদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের তৃতীয় জাতীয় কাউন্সিলে এ মন্তব্য করেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচন কেন্দ্রিক যেসব সংস্কারগুলো আছে তা দ্রুত সংস্কার করতে হবে। আইন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সংস্কারের মাধ্যমে যত দ্রুত নির্বাচনে যাবে বর্তমান সরকার, ততই দেশের মানুষের জন্য কল্যাণ হবে। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়েছে। বর্তমান সরকার স্পষ্ট করে বলেছে তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। এ জন্য আমরা তাদের পাশে থেকে সমর্থন ২-এর পাতায় দেখুন

সরকার পরিচালনায় অদক্ষতা জনগণ সহজভাবে নেবে না : তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনোভাবে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। কারণ, এই সরকার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষের আন্দোলনের ফসল। বর্তমান সরকার ব্যর্থ হলে আমরা সবাই ব্যর্থ হব। শনিবার (১৬ নভেম্বর) 'জাতীয়তাবাদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ'-এর তৃতীয় জাতীয় কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ করতে পতিত স্বৈরাচার ও তাদের দোসররা বসে নেই। তাই এই সরকার ব্যর্থ হলে আমরা সবাই ব্যর্থ হব। তাদের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত জনআকাঙ্ক্ষার বিপরীতে যাচ্ছে, জনগণ ভাবছে সরকার নিজেদের ভালো সিদ্ধান্তগুলো চাপিয়ে দিতে চাইছে। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন কমিশন সংস্কার করছে। জনগণ মনে করছে তারা সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারবেন। মানুষ ভোটের অধিকার ফিরে পাচ্ছে, জনগণ এটা বুঝতে পারলে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর আস্থা বাড়বে। এ সময় দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার বিপরীতে মাফিয়াচক্র দেশকে আমদানি ও ঋণনির্ভর করেছে বলে অভিযোগ করেন তারেক রহমান। তিনি জানান, বিএনপির সময় ১০ হাজারের বেশি পোশাক তৈরি কারখানা থাকলেও বর্তমানে তা ৩ হাজারের কাছাকাছি। কারণ, মাফিয়া চক্র ও পতিত স্বৈরাচার সরকার দেশকে আমদানি ও ঋণ নির্ভর করেছে। এ অবস্থা থেকে বের করে দেশকে স্বনির্ভর করতে হবে। এই লক্ষ্য পূরণে জনগণের সমর্থন পেলে বিএনপি নানামুখী উদ্যোগ নেবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, প্রবাসী বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এসএমই বিনিয়োগ জটিলতামুক্ত করতে বিএনপি কাজ করছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, দেশ প্রকৃত অবস্থায় ফিরে এসেছে, কারণ পতিত স্বৈরাচার পালিয়েছে। ফ্যাসিবাদ সরকারের ১৬ বছরের জঞ্জাল তিনমাসে দূর করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাদের কাজে সন্তুষ্ট না হলে জনগণের প্রশ্ন তোলাও অস্বাভাবিক নয়। কোনো ভুল পদক্ষেপে সমালোচনা হবেই, সরকারের অদক্ষতা হিসেবে তা বিবেচিত হবে। ২-এর পাতায় দেখুন

২১ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে যান চলাচল সীমিত থাকবে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস। এ উপলক্ষে ওই দিন ঢাকা সেনানিবাসে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে। এ কারণে সেনানিবাস এলাকা দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল সীমিত থাকবে। শনিবার (১৬ নভেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আগামী ২১ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) ঢাকা সেনানিবাসে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে। এদিন ঢাকা সেনানিবাসের রাস্তাসমূহ (শহীদ জাহাংগীর গেট থেকে স্টাফ রোড পর্যন্ত প্রধান সড়ক) যানজটমুক্ত রাখার লক্ষ্যে সেনানিবাসে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গ এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের বহনকারী যানবাহন ব্যতীত সব ধরনের যানবাহন সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এবং দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সেনানিবাস এলাকা দিয়ে চলাচল পরিহার করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের নিবন্ধ

পাকিস্তান-বাংলাদেশ জাহাজ চলাচল উপমহাদেশের ইতিহাসে টার্নিং পয়েন্ট?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী করাচি থেকে গত সপ্তাহে একটি পণ্যবাহী জাহাজ সরাসরি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করেছে। ১৯৭১ সালের পর এটিই প্রথম কোনও পাকিস্তানি পণ্যবাহী জাহাজের বাংলাদেশে নোঙর করার ঘটনা। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম সরাসরি সামুদ্রিক যোগাযোগকে ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তান হাইকমিশন "দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বড় পদক্ষেপ" হিসাবে বর্ণনা করেছে। আর এই ঘটনাটি দুই দেশের মধ্যে "ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল সম্পর্কের" ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। তবে চলতি ২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক প্রধান বিচারপতি ফজলুল করিম মারা গেছেন

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম (৮১) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শনিবার (১৬ নভেম্বর) ভোর ৪টা ৪৩ মিনিটে একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান তিনি। ফজলুল করিমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। এছাড়া, সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত নিয়মিত সাংবাদিকদের সংগঠন সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টার্স ফোরামের শোক জানিয়েছে। শনিবার বাদ জোহর সুপ্রিম কোর্ট ইনার গার্ডেনে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। ফজলুল করিম ১৯৪৩ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর বিচারপতি ফজলুল করিম চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সুচক্রদণ্ডি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আহমেদ কবীর। তিনি আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের বংশধর। তিনি ১৯৫৮ সালে পটিয়ার কাজেম আলী হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন ২-এর পাতায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম (বীরপ্রতীক)। ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের সাহসী কাহিনি, তথ্যচিত্র, আলোকচিত্র এবং ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারকের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই জাদুঘর। উপদেষ্টা শনিবার (১৬ নভেম্বর) এই জাদুঘর পরিদর্শনে যান। এরপর তিনি জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারি ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনের শুরুতেই উপদেষ্টা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'প্রজ্বলিত শিখা চির অম্লান' এর পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং কিছু সময় দাঁড়িয়ে তিনি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিদর্শন শেষে উপদেষ্টা জাদুঘরের মন্তব্য ২-এর পাতায় দেখুন

জলবদ্ধতা দূরীকরণ ও ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব নির্মূলে গাঙপাড়া খাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী: রাজশাহী মহানগরীর জলবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল খনন ও ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব নির্মূলের অংশ হিসেবে গাঙপাড়া খাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড.এবিএম শরীফ উদ্দিন। শনিবার সকালে বায়া ঈদগাহ সংলগ্ন খালের কচুরিপানা অপসারণসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। পরিচ্ছন্নতার এ অভিযানে ৫টি ইউনিটে বিডি ক্লিনের ৩৫২ জন স্বেচ্ছাসেবী ও রাসিকের ১শত জন পরিচ্ছন্ন কর্মী ও রেড ক্রিসেন্টের সদস্য, ফায়ার সার্ভিসবৃন্দ নিয়োজিত রয়েছে। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে গত ১ নভেম্বর রাজশাহী বায়া ব্রিজ চত্বর এলাকায় বায়া খাল পরিষ্কার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। রাজশাহী মহানগরীকে ডেঙ্গু ও দূষণমুক্ত রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বায়া ব্রিজ এলাকার গাঙপাড়া খালের সাড়ে ১১ কি.মি. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, রাজশাহী নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন ও ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব নির্মূলের অংশ হিসেবে গাঙপাড়া খালে পরিষ্কার অভিযান শুরু করেছে- বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে গাঙপাড়া খালের মুখে ময়লা-আবর্জনা ২-এর পাতায় দেখুন

'গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়তে অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন করে যুক্তরাজ্য'

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের ইন্দো-প্যাসিফিক আন্ডার সেক্রেটারি ক্যাথরিন ওয়েস্ট বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণের জন্য আরও সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাজকে সমর্থন করে যুক্তরাজ্য। শনিবার (১৬ নভেম্বর) ঢাকায় এসে এ কথা বলেন তিনি। যুক্তরাজ্য দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ক্যাথরিন ওয়েস্ট বলেন, আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে দায়বদ্ধতার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ এবং বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের পথ তৈরির জন্য যুক্তরাজ্য তার সমর্থন দিয়ে আসছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এবং বাংলাদেশি সম্প্রদায়গুলোকে সমর্থন করার জন্য যুক্তরাজ্যের নতুন তহবিল ঘোষণা করতে পেরে ২-এর পাতায় দেখুন

ঘন কুয়াশায় ঢাকা দিনাজপুর তাপমাত্রা নামল ১৬ ডিগ্রিতে

দিনাজপুর প্রতিনিধি : হিমালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় তুলনামূলক শীতের প্রকোপ বেশি দেখা যায় উত্তরের জেলা দিনাজপুরে। কার্তিক মাসের শুরু থেকে শীতের আমেজ বইতে শুরু করেছে উত্তরের এ জেলায়। মধ্যে রাত থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে চারিদিক। শনিবার (১৬ নভেম্বর) দিনাজপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মহাসড়কে ঘন কুয়াশায় হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে বিভিন্ন যানবাহনকে। কাজের তাগিদে ঘর থেকে বের হওয়া অনেকেই গায়ে জড়িয়েছেন হালকা শীতের পোশাক। সন্ধ্যার পর থেকেই মৃদু হিমেল বাতাস আর হিম কণা আভাস জানিয়ে দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা। তবে কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়লেও শীতের তীব্রতা সেভাবে নেই। দিনাজপুর শহরের রামনগর এলাকার ইজিবাইকচালক সাগর ইসলাম বলেন, কয়েকদিন থেকেই হালকা হালকা শীত অনুভব হচ্ছে। গত কয়েকদিন থেকে আজ সকালে কুয়াশায় চারপাশ ঢেকে গেছে। বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না। যদিও বা ঠান্ডা নেই সেভাবে। শীত এলে ঠান্ডা আর কুয়াশায় আমাদের গাড়ি চালানো একটু কষ্টকর হয়ে যায়। পিকআপের চালক রবিউল ইসলাম বলেন, পার্বতীপুর থেকে দিনাজপুর যাচ্ছি। পিকআপের মাল নিয়ে সকাল ৮টায় বের হয়েছি প্রায় এক ঘণ্টায় দিনাজপুর শহরে পৌঁছানোর কথা থাকলেও ঘন কুয়াশার কারণে প্রায় দেড় ঘণ্টা হয়ে গেলেও এখনো পৌঁছাতে পারিনি। রাস্তা দেখা যাচ্ছে না তাই ধীর গতিতে গাড়ি চলাচল করতে হচ্ছে। কৃষক শফিকুল ইসলাম বলেন, শীত আর ঘুন কুয়াশা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। আগাম জাতের আলু লাগিয়েছি। বেশি কুয়াশা হলে আলুর গাছের ক্ষতি হতে পারে। দিনাজপুর আবহাওয়া অফিস কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন বলেন, শনিবার সকাল ৯ টায় দিনাজপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
Manabik Bangladesh
মানবিক বাংলাদেশ
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ ১৭ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

পুঁজিবাজারে মূলধন বেড়েছে ৬ হাজার ৮৭ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : পুঁজিবাজারে বিদায়ী সপ্তাহে (১০ থেকে ১৪ নভেম্বর) প্রধান সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) টাকার পরিমাণে লেনদেন বেড়ছে। একইসঙ্গে বিদায়ী সপ্তাহে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে মোট বাজার মূলধন বেড়েছে ৬ হাজার ৮৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা। শনিবার (১৬ নভেম্বর) ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৩৯ পয়েন্ট বা ০.৭৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৩১৬ পয়েন্টে। অন্য সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক ২০.৮৭ পয়েন্ট বা ১.০৬ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৯৮৬ পয়েন্টে, ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১.৬১ পয়েন্ট বা ০.১৪ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ১৮৯ পয়েন্টে এবং ডিএসএমইএক্স সূচক (এসএমই ইনডেক্স) ১৫.৩৮ পয়েন্ট বা ১.৪৪ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৯ পয়েন্টে।

বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৭৪ হাজার ৬৭৮ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৬ লাখ ৭১ হাজার ৮০৯ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন বেড়েছে ২ হাজার ৮৬৮ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ২ হাজার ৭৭০ কোটি ১০ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ৩ হাজার ২৯ কোটি ৬ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে লেনদেন কমেছে ২৫৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে মোট ৩৮৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ১৪৮টির, দর কমেছে ২০৫টির ও দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৩১টির। আর লেনদেন হয়নি ২৯টির। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ২৮.৬১ পয়েন্ট বা ০.১৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৮৮০ পয়েন্টে। সিএসইর অন্য সূচকগুলোর মধ্যে সিএসই-৩০ সূচক ১.৩৫ শতাংশ বেড়ে ১২ হাজার ৪০৭ পয়েন্টে, সিএসসিএক্স ০.৩২ শতাংশ বেড়ে ৯ হাজার ৫২ পয়েন্টে, সিএসআই সূচক ০.২২ শতাংশ বেড়ে ৯৫৬ পয়েন্টে এবং এসইএসএমইএক্স (এসএমই ইনডেক্স) ১.২৪ শতাংশ কমে ২ হাজার ৮০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৯ হাজার ৫৮৫ লাখ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৭ লাখ ৬ হাজার ৩৬৭ কোটি ৫ লাখ টাকা। টাকায়। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন বেড়েছে ৩ হাজার ২১৮ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ৬৯ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে

৭-এর পাতায় দেখুন

ড. ইউনূসের ‘থ্রি জিরো’ ক্লাব নিয়ে পোপ ফ্রান্সিসের উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা পোপ ফ্রান্সিস এবং বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ইতালির রোমে যৌথভাবে ‘পোপ ফ্রান্সিস ৩ জিরোস ক্লাব’ নামে ক্লাব করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগ মানবজাতির জন্য একটি রূপান্তরিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অংশ। ‘পোপ ফ্রান্সিস ৩ জিরোস ক্লাব’ রোমের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যুব সমাজের জন্য একটি আশার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এটি উদ্ভাবনীর ধারণা, বিকাশ এবং বাস্তব ও টেকসই সমাধানের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করছে। গতকাল শনিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এসব তথ্য জানিয়েছে। রোমের ভিকার জেনারেল কার্ডিনাল বালদো রেইনাকে লেখা একটি চিঠিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস বলেছেন, তিনি এই উদ্যোগের জন্য সম্মানিত। একই সঙ্গে তিনি রেইনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ইউনূস লিখেছেন, এই উদ্যোগ শুধু দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং নেট কার্বন নিঃসরণ শূন্য করার লক্ষ্যে নয়, এটি এমন একটি নতুন সভ্যতার আবির্ভাবের প্রচেষ্টা যা সহানুভূতি, সাম্য এবং স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে হবে। একটি সভ্যতা যেখানে কেবলমাত্র কেউ পিছিয়ে থাকবে না বরং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ভাগ্যের নায়ক হতে পারবে এবং একইসঙ্গে একটি মানব পরিবারের সদস্য হিসেবে গর্বিত হতে পারবে। ইউনূস বলেন, চলুন স্বপ্ন দেখি, একটি একক মানব পরিবার হিসেবে, যেখানে আমরা সবাই একই মাটির সন্তান। প্রত্যেকে তার নিজস্ব বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমৃদ্ধি নিয়ে আসে এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

বন্ধ হওয়া চিনিকলগুলো পর্যায়ক্রমে চালুর চেষ্টা চলছে: শিল্প উপদেষ্টা

দিনাজপুর প্রতিনিধি : দেশের বন্ধ থাকা চিনিকলগুলো পর্যায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। শনিবার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ চিনিকল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা জানান। এ সময় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান ড. লিপিকা ভদ্র, দিনাজপুর সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জিন্নাহ আল মামুনসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। শিল্প উপদেষ্টা বলেন, বন্ধ থাকা চিনিকলগুলো পুনরায় চালু করতে ফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেখানে আখচাষিরাও সম্পৃক্ত আছেন। এগুলো চালু করতে আগে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

এখন আবারও ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সেতাবগঞ্জ চিনিকল সম্ভাবনাময় একটি চিনিকল। এটি পুনরায় চালু করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আগে ২০২০ সালে বন্ধ হয় সেতাবগঞ্জ চিনিকলটি। এরপর থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও চালু হয়নি অন্যতম বৃহত্তম সেতাবগঞ্জ চিনিকল।

নিয়োগের ক্ষেত্রে নামকাওয়াস্তে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা হয় : গণশিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, বাংলাদেশে এখনো সাইকোমেট্রিক পরীক্ষার নিজস্ব টুলস তৈরি হয়নি। জনসংখ্যার দিক থেকে অগ্রগামী হলেও এখানে আইকিউ পরীক্ষার নিজস্ব কোনো টুলস নেই। চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও নামকাওয়াস্তে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করা হয়। শনিবার (১৬ নভেম্বর) সকাল ৯ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনালে সাইকোমেট্রিক কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে বাস্তব কাজ করার মতো নিজস্ব কোনো সাইকোমেট্রিকস টেস্ট নেই। ফলে বিদেশের তৈরি নানা টুলস দিয়ে আমাদের কাজ চালাতে হয়। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা অনেক বেশি। তিনি বলেন, আমাদের নিজস্ব পরীক্ষা পদ্ধতি তৈরি করা উচিত। এতে আমরা সহজেই এসব টেস্ট প্রয়োগ করতে পারব। এবং তা অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে। কনয়ফারেন্সে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড এগ্রিকালচারের উপ-উপাচার্য ড. মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান বলেন, আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বৈকল্যের কারণে কিশোর গ্যাং, মাদক গ্রহণসহ নানা ঘটনা ঘটছে। আমরা নানা জায়গায় সংস্কারের কথা বলছি। কিন্তু কিভাবে আমরা একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পেতে পারি, তারও সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমরা সবাইকে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় ফেলে দেই। তা না করে যদি কার কাজ করার আগ্রহ আছে, কতটা ভালো, কেমন দেশপ্রেম আছে, এসব বিবেচনায় মানুষ নির্বাচন করি, তাহলে আরও স্বাস্থ্যকর হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ বশীরের সভাপতিত্বে কনফারেন্সে আরও বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহীনুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তানভীর ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভাগের অধ্যাপক আহসান হাবিবসহ প্রমুখ।

কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে : ড. ইফতেখারুজ্জামান

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত সময়ে কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ও দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান। গতকাল শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে অবস্থিত মাইডাস সেন্টারে আইন বিষয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্ধোধনের সময় তিনি এমন মন্তব্য করেন। এছাড়া গণমাধ্যমের একটি অংশও বিগত সময়ে সরকারের কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। ড. ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিচার বিভাগের সুফল পেতে হলে রাজনৈতিক সংস্কার আসতে হবে। গণমাধ্যম কর্মীরা এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলায় আইনি লড়াইয়ে পাশে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক আর হক। কর্মশালায় সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টার্স ফোরামের (এসআরএফ) সভাপতি মাসউদুর রহনান, সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী বক্তব্য দেন। টিআইবি ও সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টার্স ফোরাম যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে।

বাংলাদেশের দুটি কিডনিই খেয়ে ফেলা হয়েছে : ড. দেবপ্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের দুটো কিডনি। একটি ফিন্যানসিয়াল সেক্টর, আরেকটি এনার্জি সেক্টর। দুটোই খেয়ে ফেলেছে বিগত সরকার বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। শনিবার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মহাখালীতে ‘পলিসি ডায়ালগ অন ফিন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক রিফর্মস ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জিডিপির প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের যে তথ্য বিগত সরকার আমাদের দিয়েছিল, তার ভিতরে মারাত্মক সমস্যা ছিল উল্লেখ করে বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ বলেন, তথ্য উপাত্তের বড় রাজনীতিকরণ করেছে বিগত সরকার।

তিনি বলেন, আমরা মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ে আছি। রাষ্ট্রের মেরামত যদি না হয়, দুই পয়সার সংস্কার করে কোনো লাভ হবে না। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনা না গেলে, সংস্কারের পথে এগোনো সম্ভব নয়। মানুষের ধৈর্য থাকবে না

৭-এর পাতায় দেখুন

উপকূলে লবণ উৎপাদন শুরু দাম নিয়ে হতাশ চাষি

কক্সবাজার প্রতিনিধি : দেশে এ বছর লবণের চাহিদা ধরা হয়েছে ২৬ লাখ ১০ হাজার টন। এ চাহিদার যোগান দিতে চলতি মৌসুমে লবণ উৎপাদন শুরু হয়েছে। আগামী মে মাস পর্যন্ত সাগরের লোনাপানি শুকিয়ে কক্সবাজার সদর, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, ঈদগাঁও, টেকনাফ এবং পাশের চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও পটিয়া উপকূলে লবণের চাষ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) জানিয়েছে, গত ৪ নভেম্বর কুতুবদিয়ায় এ মৌসুমের প্রথম লবণ উৎপাদন শুরু হয়।

ইতোমধ্যে এ উপজেলার ৭০ শতাংশ জমি লবণ চাষের জন্য প্রস্তুত। এ ছাড়া পেকুয়ায় ৫০, টেকনাফে ১০ ও চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ৪০ শতাংশ মাঠ প্রস্তুত হয়েছে। বাকি উপজেলার চাষিরাও মাঠে নামতে শুরু করেছেন। এরই মধ্যে কুতুবদিয়া ও বাঁশখালী উপজেলায় ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ৭০ টন লবণ সংগৃহীত হয়েছে। চাষিরা জানান, গত বছর প্রতি মণ লবণ বিক্রি হয়েছে ৪০০ টাকায়। এবার ব্যবসায়ীরা ১৮০ টাকার বেশিতে লবণ কিনছেন না। তাতে লোকসান দিয়ে লবণ বিক্রি করতে হচ্ছে। অথচ প্রতি মণ লবণ বিক্রির বিপরীতে চাষিদের খরচ হয় ২০০ টাকার বেশি। মহেশখালীর লবণ চাষি আকতার কামাল বলেন, এ মৌসুমে ৪ একর জমি লবণ উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করেছেন। মাঠে কাজ করছেন চাষিরা। গত বছরের তথ্য মতে, ৬৮ হাজার ৫০৫ একর জমিতে লবণ উৎপাদিত হয়েছিল ২৪ লাখ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন, যা বাণিজ্যিক লবণ উৎপাদন শুরুর পরবর্তী ৬২ বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ড। এবার তাপমাত্রা বেশি এবং ঝড়বৃষ্টি না হলে লবণ উৎপাদন ২৬ লাখ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যেতে পারে।বিসিক কক্সবাজার লবণ শিল্প উন্নয়ন কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক জাফর ইকবাল ভূঁইয়া জানান, গত মৌসুমে লবণ উৎপাদিত হয়েছিল ২৪ লাখ ৩৭ হাজার ৮৯০ টন। চাষ হয়েছিল ৬৮ হাজার ৫০৫ একর জমিতে। দেশে আরও ৪ লাখ ১ হাজার ৭৮৫ টন লবণ উদ্বৃত্ত রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ বছরও লবণ চাষের জমি বাড়ছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ছাড়িয়ে যাবে লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা।

৭-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রের ওপর অন্তর্বর্তী সরকারের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল: ইসলামী আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার : ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, গত ১৫ বছরে জনপ্রশাসনের পুরোটাই আওয়ামী দলীয় ক্যাডারে পরিণত হয়েছে। সেই বাস্তবতায় সরকারের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা করা কঠিন তা আমরা বুঝতে পারি। তারপরও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, একশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও রাষ্ট্রের ওপরে অন্তর্বর্তী সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্পষ্ট না। বরং দুর্বলতা স্পষ্ট। গতকাল শনিবার পুরানো পল্টন ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিনের কার্যক্রম ও দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণহীনতা, পোশাক খাতে অরাজকতা, ঢাকায় সেনাবাহিনীর যানবাহনে হামলা, পুলিশ বাহিনী সক্রিয় না হওয়া, ট্রাফিক ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়াসহ অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্থবিরতা

৭-এর পাতায় দেখুন

নবান্ন উৎসবে মুখরিত চারুকলা

স্টাফ রিপোর্টার : অগ্রহায়ণ এলেই নতুন ধানের ঘ্রাণে মেতে ওঠে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর। নতুন চালের পিঠাপুলীর ধুম আর গানবাদ্যে আমন্ত্রণ জানানো হয় সমৃদ্ধিকে। গ্রামীণ সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এ উৎসব যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় এ আয়োজন। তবে কৃষকের আনন্দ তার একার নয়। এই আনন্দ সবার। যান্ত্রিক জীবনে তরুণ প্রজন্মের মাঝে শেকড়ের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে ঢাবির চারুকলায় বছরের পর বছর ধরে চলছে এমন আয়োজন। শনিবার (১৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টায় বাঁশি বাজার মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা, চলবে রাত পর্যন্ত। পিঠাপুলি, বাহারি পোশাক, রঙিন সজ্জায় বাঁশির মায়াবী ধ্বনি, নাচ, গান আর আবৃত্তিতে অগ্রহায়ণের প্রথম সকালে চারুকলার বকুলতলা মুখর হয়ে উঠেছে। ‘এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে’ এই

৭-এর পাতায় দেখুন

স্বল্প মূল্যে টিসিবির পণ্য কিনতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার নারী ও পুরুষ। কারওয়ান বাজার।

ইসকন নিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, দাবি সম্মিলিত সনাতন পরিষদের

স্টাফ রিপোর্টার : গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘর, উপাসনালয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, অগ্নি-সংযোগ ও লুটপাট এবং ইসকন সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতন পরিষদ। গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির নেতারা এসব কথা বলেন। সংগঠনের নেতাদের দাবি, ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সনাতন সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘর-মন্দির ভাঙচুর, সম্পদ লুণ্ঠন, হত্যা, গুম, খুন, ধর্ষণ, ধর্মান্তরিত ও ধর্মীয় অবমাননার অজুহাতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু একটি ঘটনারও সঠিক বিচার পাওয়া যায়নি। সংগঠনটির পক্ষ

৭-এর পাতায় দেখুন

ট্রাম্পের নতুন প্রশাসনে বিতর্কিত যারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জেতার পর পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে প্রশাসন সাজাতে শুরু করেছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে যোগ্যতার পরিবর্তে অনুগতদের নিয়ে তিনি প্রশাসন সাজাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি লিখেছে, ট্রাম্পের মন্ত্রিসভায় মনোনীত কয়েকজনকে ঘিরে বেশ কিছু বিতর্ক ও অভিযোগ উঠেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে মনোনীত পিট হেথসেথের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে মনোনীত ম্যাট গেটজের বিরুদ্ধে নৈতিকতা বিরোধী অভিযোগে তদন্ত হয়েছিল। অন্যদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রও ভ্যাকসিন নিয়ে জন্য সন্দেহের জন্য কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছেন। ট্রাম্প আগামী ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় এই মনোনীতদের চূড়ান্ত করার জন্য মার্কিন সিনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। সিনেট যদিও ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তবে তার প্রশাসনের প্রার্থীদের চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে কঠোর দ্বিপক্ষীয় শুনানির মুখোমুখি হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন প্রধান হিসেবে পিট হেগসেথকে বেছে নিয়েছেন ট্রাম্প। হেগসেথের

৭-এর পাতায় দেখুন

ডাকাতির সময় অপহরণ করা সেই শিশু উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর আজিমপুরে বাসায় ডাকাতির সময় অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া সেই মেয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব। অপহরণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হলো। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার (১৬ নভেম্বর) সকালে র‍্যাব থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো ক্ষুদেবার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে দুপুর সাড়ে ১২টায় কারওয়ানবাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে র‍্যাব। সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস। এর আগে গতকাল শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে লালবাগ টাওয়ারের পাশে সরকারি কর্মকর্তা ফারজানা আক্তারের বাসায়

৭-এর পাতায় দেখুন

মওলানা ভাসানী পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাজনীতিবিদ ছিলেন: সলিমুল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার : মওলানা ভাসানীর তিনকাল; ভারত, পাকিস্তান ও আসাম। এর মধ্যে তার জন্য আসাম ছিল কঠিন জীবন। কারণ তিনি আসামে লাইন প্রথাবিরোধী, বাঙ্গাল-খেদা ও আসাম-বাংলা সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় পার করেছেন। মওলানা ভাসানী পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাজনীতিবিদ ছিলেন। কেউ ভাসানীকে বলেছেন রাজনীতিবিদ, কেউ বলেছেন সমাজতন্ত্রবিদ, আবার কেউ বলেছেন ধর্মীয় নেতা বা পীর। যেহেতু ইসলামে সবকিছুই আছে তাই তিনি ইসলামি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। গতকাল শনিবার দুপুরে মওলানা ভাসানীর ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ‘গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও মাওলানা ভাসানী’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান

৭-এর পাতায় দেখুন

পুলিশকে জনগণের বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে : আইজিপি

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে এবং অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পুলিশকে জনগণের বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে বলে জানিয়েছেন আইজিপি মো. ময়নুল ইসলাম। শনিবার (১৬ নভেম্বর) রাজারবাগ পুলিশ অডিটোরিয়ামে মহানগর পুলিশের অক্টোবর মাসের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মাসিক এ অপরাধ পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিএমপি কমিশনার মো. মাইনুল হাসান। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আত্মাহুতি দানকারী সব শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা ও তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে আইজিপি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রাণ উৎসর্গকারী ও আহত পুলিশ সদস্যদেরও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। আইজিপি বলেন, পুলিশ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থা। জনগণকে সেবা প্রদানই পুলিশের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেবা দেওয়ার মাধ্যমেই জনগণের কাঙ্ক্ষিত পুলিশ বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সব পুলিশ সদস্যকে একটি টিম হিসেবে কাজ করতে হবে। আইজিপি বলেন, অপরাধের হটস্পটগুলো চিহ্নিত করতে হবে। সেখানকার নাগরিক কমিটিকে শক্তিশালী করে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

৭-এর পাতায় দেখুন

শীত নিয়ে আবহাওয়া অফিসের নতুন বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীসহ সারাদেশে কমতে শুরু করেছে তাপমাত্রা, যা ধীরে ধীরে আরও কমবে। এ ছাড়া মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। শনিবার (১৬ নভেম্বর) এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. মনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ভোররাতে রেকর্ড করা হয়েছে রাজশাহী বিভাগের বদলগাছীতে, ১৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রোববার (১৭ নভেম্বর) সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকায় হালকা কুয়াশা পড়তে পারে। রোববার সকাল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া

৭-এর পাতায় দেখুন

স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার পথে বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টের বিপ্লব স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার দ্বার খুলে দিয়েছে। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় একটি দেশের জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকা কতটা জরুরিড় এই বিপ্লব তা উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে। তাই জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে জনগণের কাঙ্ক্ষিত বিচার বিভাগ বিনির্মাণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জনবান্ধব বিচার ব্যবস্থা বিনির্মাণের মাধ্যমে ইনক্লুসিভ জাস্টিস নিশ্চিতকরণে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের জবাবদিহিতা ও অপসারণের ফোরাম সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের নিকট সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ হতে পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদায়নের নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। উচ্চ আদালতে যোগ্যতা সম্পন্ন বিচারপতি নিয়োগের জন্য উন্নত বিশ্বের ন্যায় ‘বিচারপতি নিয়োগ’ গঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন প্রধান বিচারপতি। তার উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন হলে অচিরেই স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল ঢাকা পোস্টকে বলেন, বর্তমান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল সুপ্রিম কোর্ট ও বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন। তার অংশ হিসেবে তিনি সারা দেশের বিচারকদের রোডম্যাপ ও কিছু গাইডেন্স দিয়েছেন। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে প্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থা তৈরি। যেখানে প্রশাসনের কোনো ভূমিকা থাকবে না। আইন বিভাগের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। এছাড়া উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের জন্য প্রধান বিচারপতি উন্নত দেশের আদলে বিচারপতি নিয়োগ কাউন্সিল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই কাউন্সিল গঠন হলে দলকানা ব্যক্তি বিচারপতি নিয়োগের

৭-এর পাতায় দেখুন

শুধু শেখ হাসিনা নয়, নিজেদের দোষগুলোও বলতে হবে: মোবাশ্বার হাসান

স্টাফ রিপোর্টার : গবেষক ও শিক্ষক মোবাশ্বার হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগকে ফ্যাসিজমের বড় সূতিকাগার আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এই বিভাগের দুটি ধর্ম ছিল। একটি আওয়ামী লীগ ধর্ম, অনেকেই ছিলেন এর উম্মত। আরেকটি লিবারেল রাজনীতির ধর্ম। সেই জায়গায়টা আমাদের স্বীকার করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিবেশ তৈরি না হয়। শুধু শেখ হাসিনা নয়, নিজেদের দোষগুলোও বলতে হবে। গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমদ অডিটোরিয়ামে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মাস্টার্সের ‘রাজনৈতিক যোগাযোগ’ কোর্সের উন্মুক্ত আলোচনায় এই মন্তব্য করেন তিনি। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফটো সাংবাদিক শহীদুল ইসলাম এবং সুইজারল্যান্ডভিত্তিক গণমাধ্যম নেত্র নিউজের সাংবাদিক তাসনীম খলিল। আলোচনায় তাসনীম খলিল বলেন, আমাদের

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

জলবদ্ধতা দূরীকরণ ও ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব

অপসারণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দুয়ারী খাল ও জিয়া খালের অবৈধ দখলমুক্ত ও দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে এই অভিযানের আওতায় আনা হবে। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) তরফদার মো. আক্তার জামীল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ মহিনুল হাসান, পবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো সোহরাব হোসেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজশাহীর উপ-পরিচালক এ.টি.এম গোলাম মাহবুব, রাসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ মোঃ মামুন, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা রঞ্জু, মশক কর্মকর্তা জুবায়ের হোসেন মুন, পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা (মনিটরিং) মুসতাক হোসেন, বিডি ক্লিন রাজশাহীর জেলা সমন্বয়ক শাহদাত হোসেন, রেডক্রিসেন্টের উপ-সহকারী পরিচালক মির্জা শামীম আহসান সহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৮ বছর পর কলকাতা বইমেলায়

সাল থেকে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কলকাতা শহরের বইমেলার প্রতিটি সংস্করণে স্থান পেয়েছিল বাংলাদেশ। আর ১৯৯৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে ওই বইমেলায় যোগ দিয়েছিলেন। সেই বছর বাংলাদেশ ছিল কলকাতার ওই বইমেলার থিম কান্ট্রি। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চ্যাটার্জি বলেছেন, বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়ে তারা এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও নির্দেশনা পাননি। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। কলকাতায় পরবর্তী বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের ২৮ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তবে জায়গা সংকোচের জন্য নতুন কোনও পাবলিশার্সকে স্টল দেওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে বইমেলা কর্তৃপক্ষ। বইমেলায় এবারের 'থিম কান্ট্রি' জার্মানি। এখন পর্যন্ত বইমেলায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, পেরু, ইতালি, আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া রয়েছে বলে জানা গেছে। আর ভারতীয় রাজ্য প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মধ্যে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাটও অংশ নেবে। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড'র আয়োজিত ৪৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শহরটির সল্টলেকে অনুষ্ঠিত হবে। বিগত বছরের মতো এবারও বইমেলার উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে এই প্রথম জার্মানিকে "থিম কান্ট্রি" হিসেবে পাচ্ছে কলকাতা বইমেলা। জার্মানির ভাইস কনসাল সাইমন ক্লাইনপাস এবং গ্যেটে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর অ্যাস্ট্রিড ওয়েগে জানান, পরিবেশ সচেতনতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য জার্মান প্যাভিলিয়নে গুরুত্ব পাবে। স্থপতি অনুপমা কুণ্ডু জার্মান প্যাভিলিয়নটি সাজাবেন। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে জানান, ২৮ জানুয়ারি বইমেলার উদ্বোধন হবে। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গত বছরেএই বইমেলায় ১০৫০টি স্টল ছিল। সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের স্বার্থে এবার স্টলের সংখ্যা বাড়বে না।

অস্ট্রিয়ায় গ্যাস সরবরাহ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা গ্যাজপ্রমের সঙ্গে ট্রানজিট চুক্তির মেয়াদ বাড়াবে না। কিয়েভের দাবি, এই অর্থ রাশিয়াকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করে। ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে লিখেছেন, "অস্ট্রিয়ায় রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ বন্ধের পদক্ষেপ দেখিয়েছে, দেশটি আবারও একটি অস্ত্র হিসাবে শক্তি ব্যবহার করছে। কিন্তু অস্ট্রিয়া জ্বালানি সুরক্ষা নিশ্চিত করার ও 'ব্ল্যাকমেইল প্রত্যাখ্যান' করার একটি উপায় খুঁজে বের করবে।"তিনি বলেন, 'রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল ইউরোপের যুগ শেষ হয়ে গেছে। রাশিয়ান জ্বালানি মুনাফা ও যুদ্ধ তহবিল শেষ হওয়ার সময় এসেছে।' ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ায় ইউরোপসহ বিশ্বব্যাপী গ্যাসের দাম বেড়েছে। তবে কিছু ইউরোপীয় দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তরল প্রাকৃতিক গ্যাসসহ বিকল্প উৎস খুঁজে পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শীর্ষ গ্যাস উৎপাদক হয়ে উঠেছে এবং উৎপাদন বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এনার্জি সংস্থার তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন ট্রানজিট রুট অস্ট্রিয়া ও এর পূর্ব প্রতিবেশী হাঙ্গেরি এবং স্লোভাকিয়াতে গ্যাসের চাহিদার ৬৫ শতাংশ পূরণ করেছে। ইউক্রেন জানিয়েছে, নতুন বছরে মস্কোর সঙ্গে কিয়েভের ট্রানজিট চুক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জ্বালানি কমিশনার কাদরি সিমসন আজারবাইজানে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে রয়টার্সকে বলেন, 'ইউক্রেন রুটের মাধ্যমে গ্যাস গ্রহণকারী সব ইইউ দেশগুলোর অন্যান্য সরবরাহের উৎসগুলোতে অ্যাকসেস রয়েছে, যা এই শূন্যতা পূরণ করতে পারে।' তিনি বলেন, 'আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলেছি, বিকল্প সরবরাহ পাওয়া যায় এবং ইউক্রেন হয়ে ইউরোপে রাশিয়ান গ্যাস পরিবহন অব্যাহত রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

মব ভায়োলেন্সে মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ

তখনকার খুব আলোচিত ঘটনা। চলতি বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে চোর সন্দেহে তোফাজ্জল হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। একই দিনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতাকে কয়েক দফা মারধর করে হত্যা করা হয়। এ দুটি ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর আগে ৭ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আবদুল্লাহ আল মাসুদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর দীর্ঘদিন বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হওয়ার দাবি করে সংঘবদ্ধ জনতার হামলা দেখা গেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, আদালতে, এমনকি দেশ ছেড়ে পালাতে গিয়ে সীমান্তে ধরা পড়া অনেক নেতাকর্মীর ওপরও। ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশে এই গণপিটুনি ও মবের কারণে মৃত্যুর ঘটনা আগেও ঘটেছে কিন্তু এবারের ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। আগে কথিত চোর-ডাকাত, অপ্রীতিকর হয়রানির অভিযোগ এনে গণপিটুনি দেওয়ার ঘটনা বেশি দেখা গেলেও এবারে মিশ্র কারণ উপস্থিত। আইন বিশ্লেষকরা বলছেন, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার এ প্রবণতা রোধ করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। গত কয়েক মাসের তুলনায় মবে মৃত্যু কমে এসেছে উল্লেখ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এ রকম ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য মাঠ পুলিশকে সতর্ক থাকতে নানা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) গত তিন মাসের তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট থেকে অক্টোবর এই তিন মাসে মবের কারণে মৃত্যু ঘটেছে ৬৮ জনের। এর মধ্যে সেপ্টেম্বরে সবচেয়ে বেশি, ২৮ জন। এর আগে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মবে মৃত্যু ঘটেছে ৩২ জনের। এ বছর জুলাইয়ে কোনও মব নথিবদ্ধ হয়নি। আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের তথ্য বলছে, সে বছর মবে ৫১ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ মৃত্যু ঢাকায়, ২৫ জন, তারপরে চট্টগ্রামে ১৭ জন। রংপুরে কোনও মবের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়নি। অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে গত তিন মাসের হিসাব বলছে, এই তিন মাসে একটি মাত্র গুমের ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ৩৫টি, যাতে আহত হয়েছেন ১ হাজার ৪২৪ জন। সাংবাদিক হয়রানির ঘটনা ঘটেছে ২৫৫টি। এদিকে শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ১২০, শিশু হত্যা ৮৬। এবং সেটাও সবচেয়ে বেশি ঘটেছে সেপ্টেম্বরেই। ১৪ নভেম্বর 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায়বিচার: জনপরিসরে গণতন্ত্র' সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা বলেছেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে যাওয়ার পরবর্তী তিন মাস 'মবের মুল্লুক' মনে হয়েছে। মব কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় উল্লেখ করে এ বিষয়ে পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) ইনামুল হক সাগর গণমাধ্যমকে বলেন, অপরাধী যেই হোক সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক সময়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে, আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়েছি। এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য মাঠ পর্যায়ে প্যাট্রোল বাড়ানোসহ বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা গণমাধ্যমের মাধ্যমে জনগণকে বার্তা দিতে চাই, যেখানে এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হবে, আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে আমাদের জানান, এ বিষয়ে আমরা নজরদারি বাড়িয়েছি।

পুলিশ সংস্কারের প্রস্তাবনা দেবে

মো. আব্দুল কাইয়ুম, সাবেক সংসদ সদস্য আনসার উদ্দিন খান পাঠান এবং পিপিএম ও সাবেক ডিআইজি সদস্য সচিব খান সাঈদ হাসান।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা দিনাজপুর

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকাল ৯টায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৪ শতাংশ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল উত্তর দিক থেকে ঘণ্টায় ২ কিলোমিটার। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নওগাঁর বদলগাছিতে ১৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

'গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়তে অন্তর্বর্তী

আমি গর্বিত। যেগুলো তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং সহায়তা দিয়ে থাকে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ঢাকা সফরকালে ক্যাথরিন ওয়েস্ট প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার, নিরাপত্তা, বাণিজ্য সহযোগিতা এবং যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ অভিবাসনের জন্য যুক্তরাজ্যের চলমান সহায়তা নিয়ে আলোচনা করবেন। ক্যাথরিন ওয়েস্ট বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যুক্তরাজ্যের সমর্থনের বিষয়ে আলোচনা করতে ছাত্রনেতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এবং যুক্তরাজ্য সরকার কীভাবে দৃঢ়? সম্পর্ক তৈরি করতে ও পারস্পরিকভাবে বাণিজ্য-বিনিয়োগ বাড়াতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে উপদেষ্টা

বইয়ে মন্তব্যও লেখেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতা লাভের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, আমি বিশ্বাস করি বাঙালি জাতির ভাষা ও স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ সারা পৃথিবীর মানুষকে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র আদায়ের লড়াইয়ের জন্য অনুপ্রেরণা দেবে। জাদুঘরের ট্রাস্টি বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের ও জাদুঘরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক প্রধান বিচারপতি ফজলুল

এবং ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর তিনি ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি নেওয়ার পর ১৯৬৯ লন্ডনের লিংকনস ইন থেকে বার অ্যাট ল' হন। ১৯৬৫ সালে তিনি আইনজীবী হিসেবে চট্টগ্রাম বারে তালিকাভুক্ত হন। এরপর ১৯৭০ সালে হাইকোর্টে এবং ১৯৭৯ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৮২-৮৪ সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর তিনি হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন। দুই বছর পর স্থায়ী হন তিনি। ২০০১ সালের ১৫ মে তিনি আপিল বিভাগে যোগ দেন।

পাকিস্তান-বাংলাদেশ জাহাজ চলাচল

বছরের আগস্টে গণবিপ্লবের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পর থেকেই এই পরিবর্তন শুরু হয়েছে। শুক্রবার রাতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। একাত্তরের ছায়া বাংলাদেশ-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর ১৯৭১ সালের ছায়া অনেকদিন ধরেই প্রকট আকার ধারণ করেছিল। ১৯৭১ সালে ৯ মাস দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন হত্যা, নির্যাতন ও নৃশংসতার স্মৃতি বাংলাদেশের জাতীয় মানসিকতায় গভীরভাবে আঁচড় কেটেছে। ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষতির জন্য পাকিস্তান কখনোই ক্ষমা চায়নি বা দুঃখ প্রকাশ করেনি। যদিও পাকিস্তান এই বিষয়টিকে মীমাংসিত ইস্যু বলেই উল্লেখ করে থাকে। পাকিস্তান মনে করে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তান প্রকল্প ভাঙার একটি ভারতীয় ষড়যন্ত্র।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে খুবই আবেগপ্রবণ একটি বিষয়। (পাকিস্তানের পক্ষ থেকে) "যথাযথ ক্ষমা প্রার্থনার" অভাবে ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করা অতীতে কঠিন বলেই প্রমাণিত হয়েছে। হাসিনা, পাকিস্তান ও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঢাকার কিছু সরকারের অধীনে তিক্ত হয়েছে, বিশেষ করে শেখ হাসিনার অধীনে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন (১৯৯৬-২০০১, ২০০৯-২০২৪) তিনি ১৯৭১ সালে "যুদ্ধাপরাধের দায়ে" "সহযোগী" বা রাজাকারদের নির্মমভাবে বিচার করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র কেন শেখ হাসিনার ভিসা বাতিল করল? তিনি "যুদ্ধাপরাধীদের" বিচারের জন্য ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন এবং ২০১৩ সালে এই ট্রাইব্যুনাল জামায়াত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লাকে দোষী সাব্যস্ত করে। হাসিনার শাসনামলে ফাঁসি কার্যকর হওয়া অনেক বিরোধী নেতার মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম। আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডকে পাকিস্তানের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী নিসার আলী খান খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এতে কোনও সন্দেহ নেই যেড় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রতি তার আনুগত্য এবং সংহতির কারণে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে"। একইসঙ্গে হাসিনা বাংলাদেশকে ভারতের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন। হাসিনা নিজেই নেহেরু-গান্ধী পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতেন এবং ১৯৭৫ সালে তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর তাকে নয়াদিল্লিতে আশ্রয়ও দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানের জন্য নতুন সূচনা সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দাবি, গত আগস্টে ছাত্র-জনতার ব্যাপক গণআন্দোলনে হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সময় আশপাশে ঘটা তিনটি ঘটনা এখন যা ঘটছে সেই প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, হাসিনা দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তার দল ও পরিবারের অবদান থেকে রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু ছাত্রদের বিক্ষোভ যেমন সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছেড় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদকারীদের রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করার কৌশল কোনও কাজই করেনি। দ্বিতীয়ত, নয়াদিল্লির সঙ্গে হাসিনার "অতি ঘনিষ্ঠ" সম্পর্কের জন্য বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভও ছিল। অনেকে মনে করতেন, বাংলাদেশের বিষয়ে ভারত খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে এবং হাসিনার প্রতি প্রকাশিত ক্ষোভকে "ভারত-বিরোধী" মনোভাব হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গত আগস্ট মাসে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের রাজধানীতে চালু থাকা ভারতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে (আইজিসিসি) ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। তৃতীয়ত, সংখ্যালঘু নিয়ে বাংলাদেশে সর্বদাই একটি আখ্যান বা বর্ণনা বিরাজমান আছে। আর সেটি ১৯৭১ সালের ঘটনাকে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নয় বরং মুসলিম জাতির ট্র্যাজেডি এবং দেশভাগের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। ঢাকায় হাসিনা-পরবর্তী সরকার ব্যবস্থায় ইসলামপন্থি জামায়াতে ইসলামীর শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে। আর এই সব বিষয়ই বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হাত প্রসারিত করার জন্য পাকিস্তানের পক্ষে আদর্শ পরিস্থিতি গড়ে তুলেছে। শেখ হাসিনার ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার পরের মাসগুলোতে একাধিক পাকিস্তানি সম্পাদকীয় ও মতামত-প্রবন্ধগুলোতে এই বিষয়টি উল্লেখও করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত পাকিস্তানি কূটনীতিক বুরহানুল ইসলাম নিউজ পোর্টাল প্যারাডিজম শিফটে লিখেছেন, "স্পষ্টতই এখন সময় এসেছে বাঙালি এবং বাংলাদেশের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার... ১৯৭১ সালের তিক্ত অনুভূতিগুলোকে সরিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়েরই তাদের সম্পর্ক পুনর্গঠন করা উচিত।" বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারও এখন পর্যন্ত ইসলামাবাদের বিভিন্ন প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সাথে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে উভয় নেতা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা পুনরুজ্জীবিত করার এবং উভয় দেশের সম্পর্কের "নতুন পৃষ্ঠা" চালু করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

সরকার পরিচালনায় অদক্ষতা জনগণ

তিনি বলেন, অভ্যুত্থানে আহতরা যখন সুচিকৎসার জন্য হাসপাতাল থেকে সড়কে নেমে আসে, তা খুবই বিব্রতকর। আহতদের চিকিৎসার বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকায় কোন পর্যায়ে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারা ও পণ্যের উর্ধ্বমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় কোন পর্যায়ে আছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বলে জানান তারেক রহমান।

যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন ততই কল্যাণ

দিচ্ছি। এ সময় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকারকে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নেতাকর্মীদের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, অতীতে যেভাবে বিএনপি তাদের ইমেজ ধরে রেখেছিল, ঠিক একইভাবে বিএনপিকে আগের মতো করে ইমেজ ধরে রাখতে হবে। জনগণের পাশে থাকতে হবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি আন্দোলন-সংগ্রাম করছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়। সেখান থেকে যেনো বিএনপি পিছিয়ে না পড়ে।

শহীদের নামে ২২০টি উপজেলায়

আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ধারণ করতে পারে, সেই জন্য শহীদদের বীরত্বগাথা তুলে ধরতে পারি, সেই প্রচেষ্টা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিচ্ছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব ড. মো. আনোয়ার উল্লাহ (এফসিএমএ), গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহীদুল ইসলাম ভূইয়া এবং মাতা মিসেস ফারহানা দিবা।

দুই সন্তানকে গলাকেটে হত্যার পর

আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ঘটনাস্থলে এখনো পুলিশ রয়েছে, এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

জুলাই বিপ্লবের মতো সবাইকে

জন্য তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চোখ এবং অনেক শারীরিক সক্ষমতা হারিয়েছে, তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই। সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিদেশিদের জুলাই-আগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড নিজের চোখে দেখার জন্য রাজধানীতে ঘুরে ঘুরে দেখার অনুরোধ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি আরও বলেন, ঠিক ১০০ দিন আগে এ শহরে যা ঘটে গেছে তা আপনার নিজ চোখে দেখে যান। জুলাই বিপ্লবের সময় তরুণদের আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে রঙিন চিত্রে আঁকা রাস্তার দেয়ালগুলো দেখুন। দেখতে পারবেন কীভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। একইসঙ্গে তরুণ প্রজন্ম কী চায়, তাদের অভিব্যক্তি দেখে যে কেউ অবাক না হয়ে পারবেন না। এ ঐতিহাসিক সুযোগ হাতছাড়া না করার জন্য অনুরোধ করছি। ড. ইউনূস বলেন, এ বিপ্লবের কোনো ডিজাইনার ছিল না, কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ছিল না এবং কোনো সংস্থা এটিকে অর্থায়ন করেনি। তরুণরা তাদের নিজের শক্তিতে করেছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এ সম্মেলনের মাধ্যমে কীভাবে একটি নতুন বিশ্ব গড়তে সেই বিষয়ে বিতর্ক এবং চিন্তা-ভাবনা শেয়ার করার জন্য সবাইকে আমি অনুরোধ জানাই। সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অতিথিরা বক্তব্য দেন। তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে ৭৭টি সেশনে গবেষক, শিক্ষক, লেখক, সমরবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিকসহ বিভিন্ন পেশার আট শতাধিক ব্যক্তি অংশ নেবেন।

রাঙামাটিতে ২ ভারতীয় নাগরিক আটক

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটির বরকল উপজেলায় দুই ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। গত শুক্রবার বিকালে তাদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন- সুরেশ চাকমা (৩৯) ও অরং খান চাকমা। তাদের কাছ থেকে নগদ ২ লাখ ৬৮ হাজার একশ টাকা পাওয়া গেছে। সূত্র জানায়, স্পিডবোটে ছয় যাত্রী রাঙামাটি আসার পথে বরকল এলাকায় বিজিবির চেকপোস্টে নিয়মিত চেকআপের সময় ওই দুই ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়। তাদের বরকল বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। বরকল সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আবদুল আউয়াল বলেন, বরকল বিজিবি চেকপোস্টে নিয়মিত চেকআপের সময় দুই ভারতীয় নাগরিককে আটকের খবর পেয়েছি। বিজিবির আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করে তাদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবে।

সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুষ্কৃতকারীদের হামলায় সাংবাদিক আহত

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে দুষ্কৃতকারীদের হামলায় ডেইলি স্টারের জেলা প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম নীরব নামে এক সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়েছেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পোগলদিগা মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে। সরিষাবাড়ী থানার ওসি মো. চাঁন মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এলাকাবাসী জানান, উপজেলার পোগলদিগা মহাবিদ্যালয়ে গত শুক্রবার বিকালে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন আহ্বান করে পোগলদিগা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি। এ সম্মেলনকে ছাত্রলীগের সম্মেলন ভেবে লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায় দুষ্কৃতকারীরা। এ সময় সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া ডেইলি স্টারের জেলা প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম নীরব নিজেকে সাংবাদিক বলে পরিচয় দেন। তারপরেও তার ওপর হামলা চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। তাদের লাঠিসোঁটার আঘাতে গুরুতর আহত হন নীরব। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে সরিষ-াবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম নীরব জানান, পোগলদিগা মহাবিদ্যালয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন চলছিল। সে সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহ করতে যান তিনি। পরে একদল লোক লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। সরিষাবাড়ী থানার ওসি বলেন, ওই সম্মেলনের বিষয়টি আমাদের অবহিত করা হয়নি। হামলার বিষয়টি শুনে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। সাংবাদিকসহ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আমি হাসপাতালে আহত ওই সাংবাদিককে দেখতে গিয়েছিলাম। এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২১ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে যান চলাচল সীমিত থাকবে

স্টাফ রিপোর্টার : সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আগামী ২১ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে। এদিন ঢাকা সেনানিবাসের রাস্তাগুলো (শহীদ জাহাঙ্গীর গেট থেকে স্টাফ রোড পর্যন্ত প্রধান সড়ক) যানজট মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সেনানিবাসে অবস্থানকারী ব্যক্তি এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের বহনকারী যানবাহন ব্যতীত সব ধরনের যানবাহন সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এবং দুপুর ১২টা সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সেনানিবাস এলাকা দিয়ে চলাচল পরিহার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর)।

বাসের ভেতরে পড়েছিল হেলপারের রক্তাক্ত লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরে যাত্রীবাহী বাসের ভেতরে পড়েছিল বাপ্পি হোসেন (২৬) নামে একজন বাস হেলপারের রক্তাক্ত লাশ। গত শুক্রবার রাতের কোনও এক সময় যশোর শহরের মণিহার সিনেমা হল সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের পাশে যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে । নিহত বাপ্পি হোসেন নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার শংকরপাশা গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে। সরদার ট্রাভেলস নামে ওই বাসটির (ঢাকা মেট্রো-ব- ১৪-৯৭৯৮) চালক এনামুল মৃধা জানিয়েছেন, গত শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে ঢাকা থেকে বাসটি নিয়ে যশোরে মনিরুদ্দিন পেট্রোল পাম্পের পাশে রাখেন। এরপর তিনি ও সুপারভাইজার উজ্জ্বল বাসায় চলে যান। বাসের হেলপার বাপ্পিকে গাড়িতে রেখে যান। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এসে বাসের ভেতর বাপ্পিকে মৃত অবস্থায় পান। পাশে একটি চাকু পড়েছিল। কোতয়ালি থানার ওসি (তদন্ত) বাবুল আক্তার জানান, বাপ্পির শরীরের একাধিক স্থানে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কী কারণে, কারা বাপ্পিকে হত্যা করেছে তা উদ্ঘাটনে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে। বাসচালক এনামুল মৃধাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোতয়ালি থানার ওসি।

চট্টগ্রাম নগরীতে দোকান ও বসতঘরে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরীর পাহাড়তলীতে একটি বেকারি দোকানসহ কয়েকটি টিনশেড ঘরে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১টা ১০ মিনিটে দিকে সরাইপাড়া তালুকদার নগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত ২টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, রাত ১টা ১০ মিনিটের দিকে সরাইপাড়া এলাকায় একটা বেকারিতে আগুন লেগেছে বলে খবর আসে। এরপর ফায়ার সার্ভিসের আগ্রাবাদ ও বন্দর স্টেশন থেকে পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। আগুনে একটি বেকারি, ১০-১২টি টিনশেড বসতঘর এবং দোকান পুড়ে গেছে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত সেটি এখনও জানা যায়নি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।

খুলনায় মোটরসাইকেল-ইজিবাইবাইক সংঘর্ষে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা মহানগরীর হরিণটানা গেট এলাকায় গত শুক্রবার রাতে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আরও দুজন আহত হয়ে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতরা হলেন- মোটরসাইকেলচালক বাগেরহাটের মোংলার মিরাজ মোয়াজ্জেম এবং ইজিবাইকচালক খুলনার বটিয়াঘাটার মোহাম্মদ রাব্বি হাওলাদার। দুর্ঘটনার বিষয়ে লবণচরা থানার এসআই জাকির হোসেন বলেন, গত শুক্রবার সন্ধ্যারাত ৭টার দিকে ইজিবাইকচালক রাব্বি বাগমারা পার হয়ে হরিণটানা গেটের দিকে যাচ্ছিলেন। হাইওয়ে মুখে ওঠার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেলচালক মিরাজের মৃত্যু হয়। ইজিবাইকচালক রাব্বি গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লবণচরা থানার ওসি মো. তৌহিদুজ্জামান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ হতাহতদের উদ্ধার করে। আহত দুজনকে খুলনা সিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃত দুজনের লাশ হস্তান্তর করা হবে।

স্ত্রী-সন্তানকে হত্যার ২০ বছর পর গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুরে স্ত্রী ও সন্তান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সিরাজুল হককে ২০ বছর পর গ্রেপ্তার করেছে মঠবাড়িয়া থানা পুলিশ। খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা থানাধীন হাতিমোরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বাড়ি মঠবাড়িয়া উপজেলার উত্তর মিরুখালী এলাকায়। তার বাবার নাম মৃত জাবেদ আলী। মঠবাড়িয়া থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, সিরাজুল হক আব্দুল হক ২০০৩ সালে তার স্ত্রী নাজমা বেগম ও কন্যা মিষ্টিকে হত্যা করে। এ ঘটনায় মঠবাড়িয়া থানায় নিয়মিত মামলা হয়। মামলার পর থেকে আসামি পলাতক। সাক্ষ্য প্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকার জরিমানার আদেশ দেন। ওসি জানান, আসামি সিরাজুল হক নিজের নাম পরিবর্তন করে আব্দুল হক নামে নতুন ভোটার আইডি কার্ড তৈরি করে দীর্ঘ ২০ বছর খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপনে ছিল।

পাবনায় বিএনপির দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনা সদর উপজেলার হেমায়েতপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে জালাল উদ্দিন (৪০) নামে এক বিএনপি কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার হেমায়েতপুর ইউনিয়নের মানসিক হাসপাতাল সংলগ্ন বেতেপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। জালাল উদ্দিন হেমায়েতপুর ইউনিয়নের কাজীপাড়ার শকর আলীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বেশ কয়েকদিন ধরে ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সদস্য মুন্তাজ আলীর সঙ্গে ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম গ্রুপের বিরোধ চলছিল। গত শুক্রবার রাতে ওই এলাকার ইসলামী জলসা নিয়ে বাগবিতণ্ডা হয় তাদের মধ্যে। সেই সূত্রে ধরে সকালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন আহত হন। তাদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে আবুল হাসেমের পক্ষের জালালের অবস্থা গুরুতর হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুপুর ১টার দিকে মারা যান তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করে পাবনা সদর থানার ওসি আব্দুস সালাম বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মুন্তাজ গ্রুপ ও হাসেম গ্রুপের মধ্যে এ ঘটনা ঘটেছে। আহত অবস্থায় জালালকে রাজশাহী নেওয়ার পথে দুপুর ১টার দিকে তার মৃত্যু হয়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ বিষয়ে পাবনা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট মাসুদ খন্দকার বলেন, এ ব্যাপারে আমি এখনো কিছু জানি না। আপনার কাছ থেকেই শুনলাম। খোঁজখবর নিয়ে পরে বিস্তারিত বলতে পারবো।

কার্যকর রাষ্ট্র গড়ে তুলতে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : কার্যকর রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন করার দাবি জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের বিভাগীয় সম্মেলনে এমন দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়ামে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ রাজশাহী বিভাগের উদ্যোগে ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ে এই বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রশাসন ক্যাডার ছাড়াও অন্যান্য ২৫টি ক্যাডারের বিভিন্ন ব্যাচের অন্তত ৭০০ কর্মকর্তা অংশ নেন। বিভাগীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গণপূর্ত ক্যাডারের অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল গোফফার। বিশেষ অতিথি ছিলেন পোস্টাল ক্যাডারের কর্মকর্তা পোস্টমাস্টার জেনারেল কাজী আসাদুল ইসলাম। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগের সব জেলার আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের সমন্বয়ক ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়করা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বক্তারা বলেন, সরকারের উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদের জন্য 'কোটা পদ্ধতি' বাতিল করে উন্মুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয় গঠন অর্থাৎ 'ক্যাডার যার মন্ত্রণালয় তার' এবং পক্ষপাতদুষ্ট জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন পুনর্গঠন করাসহ বেশ কিছু দাবি এবং সুপারিশও করে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ। কর্মকর্তারা বলেন, সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী হলেও সংবিধান লঙ্ঘন করে প্রশাসন ক্যাডার উপ-সচিব ও তদূর্ধ্ব পদে কোটা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে অন্যান্য ক্যাডার সদস্যদের সাংবিধানিক অধিকার অনৈতিকভাবে হরণ করে চলছে। ১৯৭৯ সালের ১ মার্চ সিনিয়র সার্ভিসেস পুল (এসএসপি) আদেশ জারি করে মেধাবী সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে সব ক্যাডারের মধ্যে থেকে উন্মুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ কর্মকর্তাদের উপসচিব হিসেবে নিয়োগের বিধান করা হয়। কিন্তু এই উপসচিব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে কোটা আরোপ করেছে প্রশাসন ক্যাডার। ১৯৯৮ সালে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজেদের জন্য ৭৫ শতাংশ কোটা রেখে অন্য সব ক্যাডারের জন্য ২৫ শতাংশ কোটা আরোপ করে প্রশাসন ক্যাডার। তারা ২০২৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি উপ-সচিব ও তদূর্ধ্ব পদসমূহ প্রশাসন ক্যাডারের তফসিলভুক্ত করে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে কার্যত নিজেদের জন্য ১০০ শতাংশ কোটার ব্যবস্থা করেছে। কর্মকর্তারা দাবি করেন, অবিলম্বে উপ-সচিব পদে সব কোটা বাতিল করে মেধাভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। বক্তারা আরও বলেন, বিভিন্ন সেক্টরে যারা বিশেষজ্ঞ, তাদের দমিয়ে রেখে প্রশাসন ক্যাডার সব মন্ত্রণালয় দখল করে রেখেছে। এতে অন্যান্য ক্যাডারের সদস্যদের কাজের স্পৃহা ও অনুপ্রেরণা নষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া একটি ক্যাডারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অন্য ক্যাডারের দ্বারা পরিচালিত হলে সেই সেক্টর সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা না থাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পলিসি তৈরিতে ব্যর্থ হয়। সম্মেলনে এসব বৈষম্য দূর করে সব ক্যাডারের মধ্যে সমতা আনা, পদ আপগ্রেডেশন, পদোন্নতিতে সমান সুযোগ, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসসহ বিভিন্ন ক্যাডারের সিনিয়র পদ থেকে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করারও সুপারিশ করেন বক্তারা। রাজশাহী বিভাগীয় এই সম্মেলনে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সমন্বয়ক ১৮তম বিসিএস গণপূর্ত ক্যাডারের জামিলুর রহমান, ২৪তম বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের ড. মফিজুর রহমান, ২৭তম বিসিএসের সমবায় ক্যাডারের নূর-ই-জান্নাত, রাজশাহী বিভাগের অন্যতম সমন্বয়ক ১৪তম বিসিএসের শিক্ষা ক্যাডারের প্রফেসর ড. ইব্রাহীম আলী, ১৩তম পোস্টাল ক্যাডারের কাজী আসাদুল ইসলাম ও ২৮তম তথ্য ক্যাডারের মুনিরুল হাসানসহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন তথ্য ক্যাডার কর্মকর্তা মুনিরুল হাসান ও শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা নূরজাহান বেগম।

ডিপ ফ্রিজে লাশ: ছেলেকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় র‍্যাবের গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় গৃহবধূকে হত্যার পর ডিপ ফ্রিজে রাখার ঘটনায় ছেলেকে গ্রেপ্তার ও তদন্তের বিষয়ে র‍্যাবের কোনো সদস্যের গাফিলতি থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাহিনীটির আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল মুনীম ফেরদৌস। গতকাল শনিবার কারওয়ান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। গত ১০ নভেম্বর বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় বাসার ডিপ ফ্রিজ থেকে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ওই ঘটনায় নিহত গৃহবধূর ছোট ছেলেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। তখন র‍্যাব জানিয়েছিল, হাতখরচের টাকার জন্য মাকে হত্যা করে ছেলে। তবে পুলিশের তদন্তে ওই ঘটনায় নতুন মোড় নিয়েছে। পুলিশ বলেছে, ছেলে নয়, বাড়ির ভাড়াটিয়াই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে র‍্যাবের বক্তব্য জানতে চাইলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনিম ফেরদৌস বলেন, বগুড়ার ধুপচাঁচিয়ার ঘটনায় ছেলে জবানবন্দি দিয়েছেন। সে তথ্য আমরা রেকর্ড করেছি। তাকে যখন ক্যাম্পে আনা হয় তখনও তার আত্মীয়-স্বজনরা ছিলেন। ছেলের দেওয়া জবানবন্দির ভিত্তিতেই র‍্যাব কাজ করেছে। তদন্তে ভিন্নতা হতেই পারে। ঘটনায় পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাবও তদন্ত করছে। পুলিশের তদন্তে যদি র‍্যাবের সহযোগিতা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, আমরা করব। ঘটনার তদন্তে র‍্যাবের কারো গাফিলতি আছে কি না বা থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না জানতে চাইলে র‍্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, আমাদের র‍্যাবের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ আসে বা তদন্তে গাফিলতির তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। দুই সংস্থার তদন্তে ভিন্নতা কেন? নিহত গৃহবধূর ছেলে তো আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেননি। আদালতে অস্বীকার করায় রিমান্ডে নিতে হয়েছে। এখনো রহস্যই উদঘাটিত হলো না, কিন্তু ছেলে মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার হলেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে লে. ক. মুনিম ফেরদৌস বলেন, স্বীকারোক্তি অনেক ধরনের আছে। কেউ কোনো ঘটনায় স্বীকারোক্তি দেওয়া মানেই ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করে না। আবার যিনি স্বীকারোক্তি দেবেন তিনি যেকোনো সময় তার বক্তব্য অস্বীকার, পরিবর্তন, পরিমার্জন করতে পারবেন। এটা তার আইনগত অধিকার। ১৬৪, ১৬১ আলাদা। এখানে র‍্যাবের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তবুও ঘটনায় তদন্তে গাফিলতি তদন্ত করে দেখা হবে। তিনি আরও বলেন, মিডিয়া ব্রিফিং সচেতনতামূলক কাজ। এখানে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। ব্রিফিং নিবারণমূলক কাজের অংশ, মানুষ যাতে শিক্ষা নেয় বা সচেতন হয়। এখানে পুলিশের তদন্ত ভুল সেটার সুযোগ নেই। ঘটনার আরও অধিকতর তদন্ত হবে। তদন্ত কিন্তু শেষ হয়নি। উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বর দুপুরে দুপচাঁচিয়ার জয়পুরপাড়া এলাকায় 'আজিজিয়া মঞ্জিল' নামে চারতলা বাড়ির তিনতলার একটি ফ্ল্যাট থেকে উম্মে সালমা নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি দুপচাঁচিয়া ডিএস ফাজিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ আজিজুর রহমানের স্ত্রী। এ ঘটনায় ওই দম্পতির ছোট ছেলে সাদ বিন আজিজুরকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। গ্রেপ্তার আজিজুর ওই মাদ্রাসার আলিম প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।

লক্ষ্মীপুরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরে ছুরিকাঘাত করে স্বর্ণ ব্যবসায়ী হিরালাল দেবনাথকে হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে সদর মডেল থানার ওসি আব্দুল মুন্নাফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে ভোরে তাদের ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানায় পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- বাহার উদ্দিন, মোবারক হোসেন ও তুষার ইসলাম। তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানায়নি পুলিশ। সদর মডেল থানার ওসি মো. আবদুল মুন্নাফ বলেন, হিরালাল হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না তার তদন্ত চলছে। প্রসঙ্গত, ৮ নভেম্বর রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে সদর উপজেলার কাজির দিঘীর পাড় বাজারের মাতৃ শিল্পালয়ের স্বত্বাধিকারী হিরালাল দেবনাথকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার পরদিন নিহতের ছেলে প্রীতম দেবনাথ অজ্ঞাতদের আসামি করে সদর থানায় হত্যা মামলা করেন।

গাজীপুরে বেক্সিমকো গ্রুপের শ্রমিকদের বিক্ষোভ-অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের চক্রবর্তী এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বেক্সিমকো গ্রুপের পোশাক শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার সকাল থেকে শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ ও শ্রমিকরা জানান, বেক্সিমকো গ্রুপের পোশাক শ্রমিকদের গত অক্টোবর মাসের বেতন চলতি মাসের ৮ নভেম্বর পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধ না করেই গত ১২ নভেম্বর কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। পরে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। এক পর্যায়ে গতকাল শনিবার সকালে কারখানার শতশত শ্রমিক জড়ো হয়ে চক্রবর্তী এলাকায় বিক্ষোভ করেন। এ সময় তারা চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন। এতে ওই সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। গাজীপুর মেট্রোপলিটনের কাশিমপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। শিল্প ও থানা পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

হবিগঞ্জে আন্দোলনে নিহত ৯ জনের লাশ কবর থেকে উত্তোলনের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নয়জনের লাশ কবর থেকে উত্তোলন করে ময়নাতদন্তের আদেশ দিয়েছেন আদালত। পরের প্রক্রিয়ায় শিগগিরই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে লাশগুলো উত্তোলন করে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করবে পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে নয়জন হত্যা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও বানিয়াচং থানার এসআই জাহাঙ্গীর আলম এ তথ্য দেন। এর প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি হবিগঞ্জ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে লাশ উত্তোলনের আদেশ চেয়ে আবেদন করলে বিচারক মো. আবদুল আলীম তা মঞ্জুর করেছেন।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

শুধু শেখ হাসিনা নয়, নিজেদের

চিন্তা ও লেখার স্বাধীনতায় প্লুরারিটি থাকতে হবে। সমাজে কোনও চিন্তাকে নিষিদ্ধ করা হলে তা নির্বাসনে চলে যায়। এ সময় তিনি বিগত সরকারের শাসনামলে বাকস্বাধীনতার অবদমনের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা যারা দেশের বাইরে ছিলাম, তারা কোনও সমস্যার শিকার না হলেও যারা দেশে থেকে কথা বলেছিলেন তাদের অনেকেই নির্যাতন, গুমের শিকার হয়েছেন। দেশের মানুষ সাংবাদিকদের অপছন্দ করলেও নতুন বাংলাদেশ গড়তে বিভাগের শিক্ষার্থীদের সুস্থ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা করার আহ্বান জানান তিনি। সভা প্রধানের বক্তব্যে জুলাই আন্দোলনে নিজের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে শহীদুল ইসলাম বলেন, ঘরে ঢোকার পর পেছন থেকে বেশ কয়েকজন এসে আমাকে ধরে। এরপর আমি ইচ্ছা করে দেরি করি যেনও আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাদের স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী কাজ না করার কারণে আমাকে হুমকি দিচ্ছিল। তাদের মতে কাজ না করে আমি এক ধরনের মানসিক শান্তি পাই, এটা আমার প্রাপ্তি। তিনি নির্যাতিতদের আহ্বান জানান নিজেদের ভিকটিমের কাতারে না দেখতে। শাসকের আদেশ না শোনা বা তাদের ভয় পাইয়ে দেওয়াকে অর্জন ও লড়াই হিসেবে দেখার কথাও বলেন তিনি।

স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ

সুযোগ পাবে না। স্বাধীনতার এতো বছরে এই উদ্যোগ আশার সঞ্চার করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যাশা করি তার হাত ধরে আমরা একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ পাবো। সুপ্রিম কোর্টের আরেক বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির ঢাকা পোস্টকে বলেন, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয় ছিল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। এর মধ্যে বিচার বিভাগ হলো প্রধানতম প্রতিষ্ঠান। বিচার বিভাগের আমূল সংস্কার প্রয়োজন ছিল। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল নিম্ন আদালতকে আইন মন্ত্রণালয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে হবে। এই জন্য প্রধান বিচারপতি উদ্যোগ নিয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি প্রস্তাবনা পাঠিয়েছেন। অনেক মিটিং হচ্ছে। আমরা আশা করি এটি দ্রুত বাস্তবায়ন হবে। একই সঙ্গে উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের যে নীতিমালা সেটিরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিচারকদের যে শৃঙ্খলা বিধি তা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি যে সব প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন আমার মনে হয় বিগত ৫০ বছরে যা হয়নি তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে বিচার বিভাগে। এটি বাস্তবায়ন হলে দেশের মানুষ সুফল পেতেই থাকবে। এখানে একটি মামলা পরিচালনা, দুটো মামলার আদেশ দেওয়ার চেয়ে একজনকে জামিন দেওয়া বা না দেওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানো। বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন প্রধান বিচারপতি। তার উদ্যোগগুলো যদি বাস্তবায়ন হয় দেশের মানুষ একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ পাবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিচারপতির যত উদ্যোগ..

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত করে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী সংসদে পাস করা হয়। হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ এই সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করলেও সরকারের অসযোগিতার কারণে এই মামলা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে ছিল। ফলে বিচারপতি অপসারণের কোনো ফোরাম ছিল না। ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে গত ২০ অক্টোবর রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তি করেন আপিল বিভাগ। ফলে পুনরুজ্জীবিত হয় বিচারপতি অপসারণ সংক্রান্ত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। গঠন করা হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। কাউন্সিলের অপর দুই সদস্য হলেন- আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ দুই বিচারক বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম ও বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। নিয়ম অনুযায়ী, কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এলে সেই অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের সবচেয়ে সিনিয়র দুইজন বিচারপতিকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ওই বিচারপতিকে অপসারণ বা ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এরই মধ্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কাজ শুরু করেছে।ছুটিতে পাঠানো ১২ বিচারপতিকে তদন্ত সাপেক্ষে বেঞ্চ দিতে আবেদনবিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা সরকারের কাছে গত ২৭ অক্টোবর বহু কাঙ্ক্ষিত বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের কাছে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের স্বাক্ষরের পর এই প্রস্তাবনা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আংশিক বাস্তবায়ন করা হয় ২০০৭ সালে। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এক অধ্যাদেশ জারি করে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হয়। কিন্তু গত ১৭ বছরেও বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা নেন। পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, নির্বাহী বিভাগের একচ্ছত্র ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ ও চর্চার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ কার্যকররূপে বাস্তবায়িত না হলে রাষ্ট্রে সংবিধানের সুসংহত চর্চা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এর ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগসমূহের মধ্যে ক্ষমতার সুদ্ধ ভারসাম্য বজায় রাখার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা একেবারে যেমন ব্যাহত হয়েছে, তেমনি সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রয়োগের প্রবণতা রয়েছে যে চর্চা অব্যাহত রয়েছে তা রোধ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এর ফলে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশের আইনের শাসন ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা চর্চার সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথচ, সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিতকরণকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, দেশের সংবিধানে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক রাখার কথা বলা হলেও সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় এ দেশে বিচার বিভাগের কার্যকর পৃথকীকরণ অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এমন একটি প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপিল মামলার রায়ে (যা মাসদার হোসেন মামলা নামেই অধিক সমাদৃত) নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের পূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরার মাধ্যমে আমাদের দেশে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির বাস্তবায়নের পথকে সুগম করে দিয়েছে। ওই রায়ে ক্ষমতার পৃথকীকরণের যে রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে তার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হলো দেশের বিচার বিভাগের জন্য একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা। মাসদার হোসেন মামলার রায়ে একাধিকবার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রসঙ্গ এসেছে। আর বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সর্বোচ্চ কার্যকর উপায় স্বাধীন বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা। এ কারণে উক্ত মামলার রায়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত বর্তমানে প্রচলিত দ্বৈত শাসন কাঠামো তথা অধস্তন আদালতের বিচারকগণের নিয়োগ, বদলি, শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের যে যৌথ এখতিয়ার রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করে বিচার বিভাগের জন্য একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠাকে ক্ষমতার পৃথকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছে। এ কথা সত্য যে, বিগত বছরগুলোতে রাজনৈতিক সরকারের অনীহার কারণে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সম্ভবপর হয়নি। এ কারণে বিগত জুলাই-আগস্ট মাসে সংঘটিত ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় বর্তমান সময় হচ্ছে মাসদার হোসেন মামলার রায়ের বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের শ্রেষ্ঠ সময়। এ প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ হতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন একটি পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, কেবল পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমাদের দেশে দক্ষ, নিরপেক্ষ ও মানসম্পন্ন বিচার কাজের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আমাদের সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সব আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রি অধস্তন আদালতের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট তথা হাইকোর্ট বিভাগকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের এই তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ নয়। কেননা বিদ্যমান কাঠামোতে আইন মন্ত্রণালয় হতে অধস্তন আদালত সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব আসার পরই হাইকোর্ট বিভাগ তার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু আমাদের সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের মর্ম অনুসারে অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ হাইকোর্ট বিভাগের একচ্ছত্র অধিকার। তাই সাংবিধানিক এই বাধ্যবাধকতা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। এছাড়া, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের মামলার সংখ্যা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বৃদ্ধি, অধস্তন আদালতের বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কর্মপরিধি পূর্বের তুলনায় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলেও বিচার বিভাগের জন্য পৃথক একটি সচিবালয় স্থাপন জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই সার্বিক বিশ্লেষণে কেবল পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই অধস্তন আদালতের বিচারকগণের শৃঙ্খলা, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি ও অন্যান্য বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রস্তুত বিচারকদের বদলি-পদায়নের খসড়া নীতিমালা গত ৩ নভেম্বর অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদায়ন নীতিমালার খসড়া প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচারকদের বদলি ও পদায়নে অভিজ্ঞতা যোগ্যতা ও সামঞ্জস্যতা আনয়নের মাধ্যমে দক্ষ বিচার প্রশাসন গঠনের উদ্দেশ্যে এই নীতিমালা করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে খসড়া প্রণয়ন করা হয়। নীতিমালায় বলা হয়েছে, এমন কোনো কর্মস্থলে (আদালত/ট্রাইব্যুনাল) বিচারককে বদলি করা যাবে না যেখানে তার স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাই-বোন, পিতামহ ও মাতামহ আইন পেশায় নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়া সহকারী জজ হিসেবে যোগদানের পূর্বে কোনো আইনজীবী সমিতিতে দুই বছর আইন পেশা পরিচালনা করলে চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ১০ বছর উক্ত জেলায় তাকে পদায়ন করা যাবে না। কোনো জেলায় ক্রয়সূত্রে ১০ শতাংশের অধিক কৃষি বা অকৃষি ভূমির মালিক থাকলে উক্ত বিচারককে ওই জেলায় পদায়ন করার সুযোগ নাই। এই নীতিমালার ওপর বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে কর্মরত সব জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারকবৃন্দকে তাদের মতামত লিখিতভাবে ৭ নভেম্বরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে। নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, নিম্ন আদালতে কর্মরত কোনো বিচারক প্রতিটি কর্মস্থলে তিন বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তবে প্রধান বিচারপতির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো বিচারক বিশেষ কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন বা কোনো বিচারক বদলি হলে বিচার প্রশাসনে ব্যাঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত বিচারক আরও এক বছর উক্ত কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। চৌকি আদালতে কর্মরত বিচারকের পদায়নের মেয়াদকাল হবে সর্বোচ্চ এক বছর। বিচারকদের ফিট লিস্ট ছয় মাস অন্তর অন্তর পরিমার্জন করতে হবে। কোনরূপ ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বিচারকদেরকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে পালাক্রমে বদলি করতে হবে। কোনো কর্মস্থলে একজন বিচারককে একাদিক্রমে দু'বার বদলি/পদায়ন করা যাবে না। এছাড়া স্থানীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তথা জেলা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পদে পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে প্রস্তুতকৃত ফিট লিস্ট অনুসরণ করতে হবে। মোট চাকরিকালে কোনো বিচারক তিন মেয়াদের বেশি প্রেষণে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। বদলি প্রস্তাবের সময় বিচারকের সততা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বিবেচনা করতে হবে। তবে এই নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান বিচারপতি উপযুক্ত মনে করলে কোনো বিচারকের বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় বর্ণিত শর্তসমূহ শিথিল করতে পারবেন। বিচারপতি নিয়োগ কাউন্সিল গঠনের কাজ চলমান গত ২১ সেপ্টেম্বর বিচার বিভাগের জন্য রোডম্যাপ ঘোষণাকালে প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, শুধু বিচার বিভাগীয় পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদে যে বিধান রয়েছে কেবল সেটুকু নিশ্চিত করে বিচারক নিয়োগের ফলে সুপ্রিম কোর্টে এক অভূতপূর্ব অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে পালন করেছে। এটি ন্যায়বিচারের ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগের জন্য স্বাধীন জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিশন রয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই কমিশন দরখাস্ত আহ্বান এবং সাক্ষাৎকার নিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে মনোনীত করে। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের সংবিধানেও উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকার প্রেক্ষিতে সে দেশের উচ্চ আদালত বিচারিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে ১৯৯৩ সাল থেকে কলেজিয়াম পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটিয়েছে। তাই উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে অন্যান্য দেশগুলোতে অনুসৃত আধুনিক পদ্ধতিগুলো বিবেচনায় নিয়ে আমাদের দেশে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে একটি কলেজিয়াম ব্যবস্থা চালু করতে আমি সচেষ্ট হবো। প্রধান বিচারপতি তার কথা রেখেছেন। তিনি এরমধ্যেই বিচারপতি নিয়োগ কাউন্সিল গঠনের কাজ শুরু করেছেন। সম্প্রতি ফুলকোর্ট সভায় প্রধান বিচারপতি নিজেই বিষয়টি উচ্চ আদালতের বিচারকদের জানিয়েছেন।

শীত নিয়ে আবহাওয়া অফিসের নতুন

শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকায় হালকা কুয়াশা পড়তে পারে। সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকায় হালকা কুয়াশা পড়তে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

পুলিশকে জনগণের বাহিনী হিসেবে

করতে হবে। কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটলে সেটা আড়াল করা যাবে না। প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করতে হবে। অপরাধী যেই হোক তাকে ছাড় দেওয়া যাবে না। তবে কোনও মামলায় নিরীহ ও নির্দোষ ব্যক্তি যাতে হয়রানির শিকার না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ইন্টেলিজেন্স বেসড পুলিশিং ওপর গুরুত্বারোপ করে আইজিপি আরও বলেন, চুরি, ছিনতাই, কিশোর গ্যাংসহ অন্যান্য সংঘবদ্ধ অপরাধের ব্যাপারে আগে থেকেই ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করে তা প্রতিরোধ করতে হবে। অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই অপরাধ প্রতিরোধের উপর গুরুত্বারোপ করেন আইজিপি। থানার অফিসার ইনচার্জদের উদ্দেশে আইজিপি বলেন, থানা হলো পুলিশি সেবার কেন্দ্রবিন্দু। থানায় সেবা নিতে আসা মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। কারণ যিনি থানায় আসছেন, ধরে নিতে হবে তিনি কোনও না কোনোভাবে বাদী, ভিকটিম কিংবা সাক্ষী। তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে যথাযথ পুলিশি সেবা প্রদান করে পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে হবে। আইজিপি বলেন, ঢাকা শহরের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে যানজট। পূর্বের তুলনায় ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগকে ধন্যবাদ জানান আইজিপি এবং আরও উন্নতি করতে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, পুলিশের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প নেই। সব পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত বিভিন্ন পেশাগত বিষয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ডিএমপির মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আইজিপি বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের বর্তমান সময়ে পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং পর্যায়ক্রমে তা সমাধানের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। সভাপতির বক্তব্যে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঢাকা মহানগরীতে আড়াই কোটি জনসংখ্যা রয়েছেড় তাদের সেবা দিতে ডিএমপি সব সময় প্রস্তুত রয়েছে। এই মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সম্মানিত নগরবাসীর সেবা দিতে আমাদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে তিনি আরও বলেন, আমি দায়িত্ব নেওয়ার সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবস্থা ছিল, সেই পরিস্থিতি থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। আপনারা কাজ করছেন বলেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই উন্নতি হয়েছে। যেকোনও পেশায় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমরা যে কাজগুলো করি এর মধ্যেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সামনের দিনগুলোতে যে চ্যালেঞ্জ আসবে, সেগুলো যাতে আমরা মোকাবিলা করতে পারি সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার মো. মাইনুল হাসা বলেন, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, দস্যুতা ও চাঁদাবাজির ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য আমাদের পুলিশি তৎপরতা জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি যে সকল ঘটনা ঘটবে তার সঠিক তদন্তপূর্বক প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। অপরাধপ্রবণ স্থানগুলো চিহ্নিত করতে হবে। অপরাধপ্রবণ স্থানগুলোতে চেকপোস্ট ও টহল বাড়ানোর পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মো. ফারুক হোসেন অক্টোবর ২০২৪ মাসের সার্বিক অপরাধ পরিস্থিতি যেমন-ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, সিঁধেল চুরি, খুন, অপমৃত্যু, সড়ক দুর্ঘটনা, নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র উদ্ধারসহ বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করেন।

পরে অপরাধ পর্যালোচনা সভায় অক্টোবর মাসে ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণকে পুরস্কৃত করেন আইজিপি। মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) ফারুক আহমেদ; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) ইসরাইল হাওলাদার; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) রেজাউল করিম মল্লিক; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সিটিটিসি) মাসুদ করিম; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) খোন্দকার নজমুল হাসান পিপিএম-বার; অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস্, ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) হাসান শওকত আলী; যুগ্ম পুলিশ কমিশনারগণ, উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপির সকল থানার অফিসার ইনচার্জ ও বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মওলানা ভাসানী পা থেকে মাথা পর্যন্ত

এ কথা বলেন। অধ্যাপক সলিমুল্লাহ বলেন, সমাজে এখন ব্যাপক কর্মসংকট। লাখ লাখ যুবক শিক্ষা উপযোগী কাজ পাচ্ছে না। প্রকৃত গণতন্ত্র আমাদের দেশে নেই। গণতন্ত্র পুরোপুরি যখন লক্ষ্যে পৌঁছে তখন সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন হয়। পুরোপুরি গণতন্ত্র তখনই হবে যখন দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হবে। তিনি মওলানা ভাসানীর অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সেমিনার হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মওলানা ভাসানী স্টাডিজ কোর্স শিক্ষক সৈয়দ ইরফানুল বারী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেমিনার উপকমিটির আহ্বায়ক আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক ড. সাজ্জাদ ওয়াহিদ। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন লাইফ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ উমর ফারুক, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. মহিউদ্দিন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মতিউর রহমান, ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোছা. নুরজাহান খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আইসিটি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জিয়াউর রহমান। আলোচনা সভায় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্চারীরা অংশ নেন।

ট্রাম্পের নতুন প্রশাসনে বিতর্কিত যারা

বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। যদিও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এছাড়া, তার হাতে খোদাই করা ট্যাটুটি চরমপন্থী গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত বলে সন্দেহ করা হয়েছে। তবে, হেগসেথ বলেছেন, এটি কেবল একটি খ্রিস্টান নীতিবাক্য। অ্যাটর্নি জেনারেল ম্যাট গেটজ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে ম্যাট গেটজকে মনোনীত করেছেন ট্রাম্প। গেটজের বিরুদ্ধে কংগ্রেসম্যান থাকাকালীন সময়ে যৌন অসদাচরণ, মাদক সেবন এবং প্রচার তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। যদিও ন্যায়বিচার বিভাগ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেনি, কিন্তু এক সাক্ষী দাবি করেছেন গেটজ ২০১৭ সালে এক নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেছিলেন। এই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র ট্রাম্প তার নতুন প্রশাসনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রের নাম ঘোষণা করেছেন। কেনেডি ভ্যাকসিনবিরোধী বক্তব্যের জন্য ব্যাপক সমালোচিত। তার মনোনয়নে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা সংস্থাগুলোর শেয়ারদর নিম্নমুখী হয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তাকে 'ভুল পছন্দ' বলে অভিহিত করেছেন। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এসব বিতর্কিত মনোনয়ন নিয়ে এখনো সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি।

নবান্ন উৎসবে মুখরিত চারুকলা

প্রতিপাদ্যে এ বছরও চারুকলায় নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয়...' অগ্রহায়ণ আসলেই এমন আহ্বানে যেন পুরো গ্রাম মেতে ওঠে। কৃষকের মুখে হাসি ফোটে, জীবনে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। অগ্রহায়ণের অনুষ্ঠানকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলবে প্রথম ভাগের আনুষ্ঠানিকতা। দুপুর ২টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলবে দ্বিতীয় ভাগের পরিবেশনা। বিভিন্ন সংগঠন তাদের পরিবেশনা উপস্থাপন করছে।

ডাকাতির সময় অপহরণ করা সেই

ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ফারজানা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। স্বামী ও সন্তান নিয়ে ওই কোয়ার্টারে থাকেন তিনি। জানা গেছে, ডাকাতদলে একজন নারী ও দুজন পুরুষ ছিলেন। তারা সাবলেট নেওয়ার কথা বলে ওই বাসায় ঢোকেন। একপর্যায়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার নেওয়ার পাশাপাশি ফারজানার একমাত্র শিশু সন্তানকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এদিকে, ঘটনার পর ওই শিশুটির ছবিসহ একটি পোস্ট ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ভুক্তভোগী ফারজানার এক সহকর্মী পোস্টে লিখেন, শুক্রবার আজিমপুর মেডিক্যাল স্টাফ কোয়ার্টার, লালবাগ টাওয়ারের পাশের গলি থেকে আমার অফিস কলিগ ফারজানার বাসায় ডাকাতি হয়েছে। ডাকাত (একজন মহিলা আর দুজন পুরুষ) জিনিসপত্র ও একমাত্র বাচ্চা নিয়ে গেছে।

ইসকন নিয়ে অপপ্রচার চালানো

থেকে বলা হয়, হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের পরও সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার তেমন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। সনাতন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষায় ৮ দফা দাবি নিয়ে সনাতনী সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করলেও দাবি আদায়ে অন্তবর্তীকালীন সরকারের দুর্গাপূজার একদিন ছুটি ছাড়া তেমন কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি। বরং জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ৫ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ১০ হাজার ৮৮টি ঘটনার চিত্র তুলে ধরলেও সরকার বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঘটনাগুলোকে অস্বীকার এবং ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যা সনাতনী সম্প্রদায়কে মর্মাহত ও ব্যথিত করেছে। বর্তমান সরকার উক্ত ঘটনাগুলো সুষ্ঠু তদন্তের জন্য কোন তদন্ত কমিশন এখনও গঠন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেনি অভিযোগ করে সংগঠনটি বলছে, যা খত্যান্ত দুঃখজনক, হতাশা, বৈষম্যমূলক ও বিমাতাস্বরূপ আচরণ বলে সনাতনীয় সম্প্রদায় মনে করে। যা জুলাই আগস্টের বৈষম্যবিরোধী সফল আন্দোলন ও বিপ্লব-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা আরও বলেন, কিছু ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ও সেবামূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-কে নিষিদ্ধ করার কথা বলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টসহ দেশকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছেন। এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সংগঠনের নেতারা বলছেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী কালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ঢালাওভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আওয়ামী লীগের ট্যাগ লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় সরকারি চাকরি থেকে সনাতনীয় সম্প্রদাদের লোকদের চাকরিচ্যুতকরণ, নতুন সরকারি নিয়োগগুলোতে ও সংস্কার কমিটিগুলোতে সনাতনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব না থাকা, সরকারি বিভিন্ন দফতরে চাকরিরত সনাতনীয় সাম্প্রদায়ের লোকদের ও সনাতনী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে গণহারে ঢালাওভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের এবং সনাতনী শিক্ষকসহ সব শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত ও লাঞ্ছনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান সংগঠনের নেতারা। একইসঙ্গে অনতিবিলম্বে চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহাল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান তারা। অনুষ্ঠানে সম্মিলিত সনাতন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হারেও নাম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ আচার্য্য, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট জে কে পাল, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ডা. মৃত্যুঞ্জয় কুমার রায়, বাংলাদেশ হিন্দু লুইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শংকর কুমার দাস এবং বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র সাজন কুমার মিশু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু ফেডারেশনের সভাপতি করন সরকার, সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ দাস, বাংলাদেশ সনাতন পার্টির (বিএসপি) সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুমন কুমার রায়, স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রাণতোষ তালুকদার, বাংলাদেশ হিন্দু লীগের সাধারণ সম্পাদক শংকর গরকার, ভক্ত সংঘ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জানন পাল, বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ জোটের মুখপাত্র শ্যামল ঘোষ প্রমুখ।

রাষ্ট্রের ওপর অন্তর্বর্তী সরকারের

জাতির আশাকে ম্লান করে দিচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা সরকারকে পরামর্শ দেবো, এখনও যারা আপনাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে দ্বিধা করছে বা স্বৈরাচারের পদলেহন করছে তাদের ব্যাপারে শক্ত হোন। তাদের ছুড়ে ফেলুন। নতুন উপদেষ্টাসহ সব নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে তিনি বলেন, সুশাসন সংক্রান্ত স্বচ্ছতার সংজ্ঞায় সিদ্ধান্ত যাদের প্রভাবিত করে তাদের কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত সব তথ্যের অবাধ ও সরাসরি প্রবাহ থাকার কথা বলা আছে। এর মানে হলো, কাকে কোন বিবেচনায় নিয়োগ করা হচ্ছে, তা জনগণের জানা থাকা উচিত। নতুন নিয়োগ পাওয়া উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে জনগণ মেনে নেয়নি জানিয়ে দলের আমির বলেন, পতিত স্বৈরাচারের বেনিফিশিয়ারি বিকৃত মানসিকতার সমাজ বিধ্বংসী নাটক-সিনেমা নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে দ্রুত উপদেষ্টা পরিষদ থেকে প্রত্যাহার করা হোক, তা দেশবাসী প্রত্যাশা করে। ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, এই সরকারের প্রধান দায়িত্ব হলো রাষ্ট্র সংস্কার করা, যাতে করে আর কখনোই কোনও স্বৈরাচার জন্ম নিতে না পারে। সেজন্য সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে, এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এখন এই কমিশনগুলোকে গতিশীল করুন। জনসম্পৃক্ত করুন। রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্পৃক্ত করুন। বিভিন্ন পেশা ও স্তরের জনমানুষকে সম্পৃক্ত করুন। সংস্কার নিয়ে ইতোমধ্যেই মানুষের মাঝে কানাঘুষা তৈরি হয়েছে। এই কানাঘুষা সংস্কারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই এখনই পদক্ষেপ নিন। আওয়ামী লীগের বিচার প্রসঙ্গ টেনে এই আমির বলেন, পতিত হাসিনা সরকার জাতির সঙ্গে যা করেছে তার বিচার না হলে মানবতার সঙ্গে অপরাধ করা হবে। কিন্তু এই বিষয়ে তেমন কার্যকর কোনও পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, আপনাদের সরকার গঠন হওয়ার পরও ফ্যাসিস্ট রেজিমের মন্ত্রী, এমপি, দালাল পাবলিক সার্ভেন্ট, এলাকার নেতা, পাতি নেতা, মাস্তানদের অনেকেই দেশ ছেড়ে পালানোর সুযোগ পেয়েছে। অনেকে দেশেই আত্মগোপনে থেকে জনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। কেন তাদের পালানোর সুযোগ দেওয়া হলো, কেন দেশে থাকা অপরাধীদের আটক করা হচ্ছে না, এই প্রশ্ন কোটি জনতার। আমরাও এই প্রশ্ন জোরালোভাবে উপস্থাপন করছি। বিনয় ও হুঁশিয়ারির সুরে বলছি যে, কোনও ধরনের দয়া, আপস করা ছাড়াই স্বৈরাচারের বিচার করুন। এ সময় বিপ্লবে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দল এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের সমন্বয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের দাবি জানান ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেনড় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যক্ষ সৈয়দ মুহাম্মাদ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব আমিনুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল আলম, সহকারী মহাসচিব মাওলানা ইমতিয়াজ আলম প্রমুখ।

বাংলাদেশের দুটি কিডনিই খেয়ে

বলে মনে করেন। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার পর, যদি দ্রুত সংস্কার না করা যায় তাহলেও এগোনো সম্ভাবনা হবে না বলেও মন্তব্য করেন সিপিডির এই সম্মানীয় ফেলো।

ড. ইউনূসের 'থ্রি জিরো' ক্লাব নিয়ে

আমরা সবাই একে অপরের ভাই ও বোন। পোপ ফ্রান্সিসের সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি এবং সামাজিক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, '৩ জিরোস ক্লাব' তরুণদের এমন প্রকল্প কল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহিত করে যা অর্থবহ পরিবর্তন আনে। তিনি বলেন, তাদের সৃজনশীলতা এবং উদ্যোক্তা মনোভাবকে লালন করার মাধ্যমে আমরা তাদের আরও ন্যায়পরায়ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের নির্মাতা হিসেবে তৈরি করতে সহায়তা করছি। পোপ ফ্রান্সিস ও অধ্যাপক ইউনূস সবাইকে এই রূপান্তরমূলক যাত্রায় অংশ নেওয়ার এবং পরবর্তী প্রজন্মকে এমন একটি সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত করার আহ্বান জানান, যা প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করে। বিশ্বজুড়ে অন্তত ৪ হাজার ৬০০টি '৩ জিরোস ক্লাব' রয়েছে, যা অধ্যাপক ইউনূসের নতুন সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে।

পুঁজিবাজারে মূলধন বেড়েছে

লেনদেন হয়েছিল ৩৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে সিএসইতে লেনদেন বেড়েছে ৩৪ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইতে মোট ৩১৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ১১৩টির, দর কমেছে ১৮২টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ১৯টির শেয়ার ও ইউনিট দর।

চট্টগ্রামের জিয়া কমপ্লেক্সের নাম পুনর্বহাল করার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের জিয়া কমপ্লেক্সকে পুনরায় জিয়া স্বাধীনতা কমপ্লেক্স নামে পুনর্বহাল করার জন্য অন্তর্বর্তী কালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনূসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। ১৯৭১ সালে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতায় যখন দেশ অন্ধকারের মধ্যে, তখন মেজর জিয়া এই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ইতিহাস নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু জনগণের হৃদয় থেকে মুছতে পারেনি। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাননি, রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন। গতকাল শনিবার সকালে সাড়ে ১১টায় নগরীর কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের সামনে ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় যুবদলের উদ্যোগে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় কেন্দ্রীয় যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন বলেন, দীর্ঘ ১৮ বছর পর আমরা ফ্যাসিস্টমুক্ত বাংলাদেশ পেয়েছি। তরুণ প্রজন্মের কাছে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা তুলে ধরতে হবে। বাংলাদেশ প্রতিটি সেক্টরে জিয়াউর রহমানের অবদান রয়েছে। আমাদের নেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান ৩১ দফা ঘোষণা দিয়েছেন। দেশের মানুষকে সতর্ক থাকতে বলেছেন, কোন অপশক্তি যেন পুনরায় অরাজকতা সৃষ্টির সুযোগ না পায়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও কিশোর গ্যাং আমাদের মিছিলে যাতে যুক্ত হতে না পারে, সেই জন্য তারেক রহমান নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের সজাগ থাকতে হবে। চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ বলেন, চট্টগ্রামের মানুষ ভাগ্যবান। কারণ জিয়াউর রহমান এই চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। চট্টগ্রাম বিএনপির পুণ্যভূমি। শহীদ জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত চট্টগ্রাম। এসময় চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান, মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দীপ্তি, কেন্দ্রীয় যুবদলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাবেক সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহেদ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, লক্ষ্মীপুর জেলা যুবদলের আহ্বায়ক রেজাউল করিম লিটন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ মুন্না, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ও নোয়াখালী জেলা যুবদলের সভাপতি মনজুরুল আজিম সুমন, সাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ হাসান, সাবেক উপজাতি বিষয়ক সম্পাদক ও রাঙ্গামাটি জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া, যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন, যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য সাইফুর রহমান শপথ, আমিনুল ইসলাম তৌহিদ,সোহেল, লক্ষ্মীপুর জেলা যুবদলের সদস্য সচিব হুমায়ুন কবির, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সভাপতি মো. শাহজাহান, সাধারণ সম্পাদক মো. আজগর, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সভাপতি হাসান জসিম ও সাধারণ সম্পাদক এস এ মুরাদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটে ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য আটক

স্টাফ রিপোর্টার : শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ভারত থেকে চোরাই পথে আনা ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল শনিবার দুপুরে বিজিবি সিলেট ৪৮ ব্যাটালিয়নের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজিবি সূত্র জানায়, অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় কাশ্মীরি হাজী শাল, শাড়ি, থ্রি পিস, মাই ফেয়ার ক্রিম, পন্ডস ব্রাইট বিউটি ক্রিম, গার্নিয়ার ম্যান ফেসওয়াশ, শীতের কম্বল, সাবান, সার্ফ এক্সেল এবং অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনকারী নৌকাসহ অন্যান্য ভারতীয় পণ্য আটক করে। এর আনুমানিক বাজারমূল্য ২ কোটি ৩৭ লাখ ৩৬ হাজার ৫৭০ টাকা। এ বিষয়ে সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান বলেন, সীমান্তে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে চোরাচালানি মালামাল আটক করা হয়। আটককৃত চোরাচালানি মালামালগুলোর বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসে জমা দেওয়া হবে।

রিফান্ডের টাকা দেওয়ার নামে প্রতারণা, সতর্ক করল ধর্ম মন্ত্রণালয়

স্টাফ রিপোর্টার : হাজীদের রিফান্ডের টাকা দেওয়ার নামে প্রতারণা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। সতর্কতার জন্য ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, নগদ বা বিকাশের গোপন নম্বর কাউকে না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়। এতে বলা হয়, হাজীদের রিফান্ডের টাকা দেওয়ার নামে প্রতারণার অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আপনার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, নগদ বা বিকাশের গোপন নম্বর কাউকে দেবেন না ?

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৩৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক দ্রব্য বহন ও সেবনের অপরাধে ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল শনিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালান হয়। ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে কেজি ১৩০ গ্রাম গাঁজা, ৭০ পিস ইয়াবা, নয় গ্রাম হেরোইন ও ৪০০ মিলি দেশি মদ উদ্ধার করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে ১৩টি মামলা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় ফতুল্লার ভুইগড় এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে লাশটি শহরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ফতুল্লা মডেল থানার এসআই মোস্তফা কামাল খান জানান, নিহত ব্যক্তির বয়স ৪৫ থেকে ৪৮ হবে। তার পরনে রয়েছে লাল কালো চেক হাফ হাতা গেঞ্জি আর সাদা পায়জামা। ধারণা করা হচ্ছে কোনো গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কান দিয়ে রক্ত বের হতে দেখা গেছে। তারপরও মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সংস্কার প্রস্তাবনা প্রস্তুত করেছে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশ সংস্কার প্রস্তাবনা প্রস্তুত করেছে বিএনপি। দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান। গতকাল শনিবার শায়রুল জানান, পুলিশ সংস্কার বিষয়ক বিএনপির গঠিত কমিটি তাদের প্রস্তাবনা দলের কাছে জমা দিয়েছে। তিনি বলেন, কমিটি প্রস্তাবনা ১৬ নভেম্বর জমা দেওয়ার কথা থাকলেও একদিন আগে গত ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারপার্সন অফিসে জমা দিয়েছেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ৬ সদস্যের পুলিশ সংস্কার কমিটি গঠন করেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, মো. আশরাফুল হুদা, সাবেক আইজিপি এস এম জহরুল ইসলাম, সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব মো. আব্দুল কাইয়ুম, সাবেক আইজিপি আনসার উদ্দিন খান পাঠান, সাবেক এসপি খান সাঈদ হাসান পিপিএম, সাবেক ডিআইজি সদস্য-সচিব।

দৌলতখানের হাজিপুর চরে বিএনপির সভা

দৌলতখান, ভোলা প্রতিনিধি : ভোলার দৌলতখানে মেঘনার বুক চিরে জেগে ওঠা হাজীপুর ইউনিয়নে ইউনিয়ন বিএনপির এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার গতকাল শনিবার দৌলতখানের মূল ভূখণ্ড থেকে বিছিন্ন চর পশ্চিম হাজীপুর মাছ ঘাটে অনুষ্ঠিত বিএনপি ও সকল অঙ্গসংগঠনের মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেছেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি, হাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও হাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন তালুকদার। অনুষ্ঠিত সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম টপি, উপজেলা বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক জুয়েল তালুকদার, দৌলতখান প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক মানবজমিন প্রতিনিধি জাকির আলম, সিনিয়র সহসভাপতি ও দৈনিক আমার দেশ প্রতিনিধি এমএ খায়ের, সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ইনকিলাবের উপজেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান, উপজেলা বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক সুমন খান, দৌলতখান মধ্য বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ফিরোজ আলম, হাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুস সহিদ মেম্বার, উপজেলা যুবদলের সোহাগ খন্দকার, হাজিপুর সেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন প্রমূখ। সভায় বক্তারা বলেন, হাজীপুর ইউনিয়নের মানুষ বিক্ষুব্ধ মেঘনার উত্তাল তরঙ্গ ও বৈরী আবহাওয়ার সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে আসছেন। তেমনি তারা ফ্যাসিস্ট সরকারের অন্যায় অবিচারের সাথে ও যুদ্ধ করে হাজিপুর ইউনিয়নের মানুষের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাবেক এমপি আলহাজ্ব হাফিজ ইব্রাহিম এর নির্দেশে ধানের শীষের বিজয়ের পক্ষে কাজ করে যাবেন।

সম্পাদকীয়

শিক্ষাব্যবস্থা হোক রাজনীতির প্রভাবমুক্ত

একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনীতি ও রাজনীতির শিক্ষা- দুটোই অঙ্গাঙ্গি জড়িত বলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কখনোই রাষ্ট্রীয় ও দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত নয়। কিন্তু জাতীয় ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্যে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ হলো গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। বিগত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণের অপ্রয়াসের মাশুল নানাভাবে শিক্ষাখাতকে দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানউত্তর রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের প্রথম ধাপেই এ দুরবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে সামষ্টিক কল্যাণ ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান প্রবণতা যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, সেখান থেকে সংস্কারের মাধ্যমে বেরিয়ে আসা খুব একটা সহজ কাজ হবে বলে মনে হয় না। দুর্বৃত্তায়নের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশে দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চার অভাব ও বিভিন্ন দলের কিছু নেতাকর্মীর বর্তমান আচার-আচরণের আলামত দেখে প্রচলিত রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি থেকে অতি সহজে বেরিয়ে আসা যাবে ভাবাটা হবে আমাদের অবাস্তব প্রত্যাশা। কিন্তু তাই বলে আমাদের আশা ছেড়ে দিলে চলবে না; অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হবে শিক্ষাকে দলীয় রাজনীতির প্রভাব মুক্ত করতে। সাম্প্রতিক শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপকমাত্রায় দলীয়করণ শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ডকে দুর্বল করে ফেলেছে অনেকাংশে। দলীয় লোকজনকে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিবর্তে রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগ-বাণিজ্যের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা শিক্ষাদানের পরিবর্তে সরকারি দলের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করেছে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর দলীয় মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে রাষ্ট্র সংস্কারের ও দেশগঠনের যে সুযোগ এসেছে সেটা হাতছাড়া হয়ে গেলে আমরা যে তিমিরে আছি, সে তিমিরেই থেকে যাবো। তাই শিক্ষা সংস্কারের প্রথম ধাপেই শিক্ষা প্রশাসনে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ সেগুলোকে দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যেখানে কোনো দল বা ব্যক্তির রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে দলীয় রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত করে আমাদের একটি সুষ্ঠু, উন্নত এবং সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি 'বৈষম্যহীন ও স্বৈরাচারমুক্ত' রাষ্ট্রব্যবস্থা ও কাঠামো উপহার দেবে।

নিয়োগ-বাণিজ্যের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা শিক্ষাদানের পরিবর্তে সরকারি দলের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করেছে এবং শিক্ষার্থীদের ওপর দলীয় মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে রাষ্ট্র সংস্কারের ও দেশগঠনের যে সুযোগ এসেছে সেটা হাতছাড়া হয়ে গেলে আমরা যে তিমিরে আছি, সে তিমিরেই থেকে যাবো। তাই শিক্ষা সংস্কারের প্রথম ধাপেই শিক্ষা প্রশাসনে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ সেগুলোকে দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া জরুরি

সুষম খাদ্য নিশ্চিত করা জরুরি

সুস্বাস্থ্যের জন্য সুষম খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। যে সব খাদ্য মানুষের প্রয়োজনীয় সার্বিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে তাদেরকে সুষম খাদ্য বলা হয়। সুষম খাদ্য বলতে আমরা বুঝি শর্করা, আমিষ, স্নেহ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি- সবকিছুর সম্মিলন। সুস্থ ও নীরোগ থাকার জন্য আমাদের নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ দরকার। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, মানুষের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা এবং প্রতিদিনের কাজ-কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিতে সক্ষম সুষম খাদ্য। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ পুষ্টি এবং ক্যালরি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। সুষম খাদ্য আমাদের সেই প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে। এজন্য প্রতিদিন সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই দৈনন্দিন পুষ্টি এবং ক্যালরির চাহিদাকে সঠিকভাবে পূরণ করে রাখার মাধ্যমে দেহকে সুস্থ রাখতে পারি এবং একই সাথে নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ-সমস্যা থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারি। শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাকে বজায় রাখতে নিয়মিত প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং ক্যালরির চাহিদাকে পূরণ করতে গ্রহণ করা খাবারের মাঝে একটি সুষম বণ্টন থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে খাবারের সাথে সাথে শারীরিক পুষ্টির মাঝে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবার সুযোগ বেড়ে যাবে। যা থেকে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে, যা চূড়ান্তভাবে শরীরে নানা প্রকার রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেবে এবং অন্যান্য রোগে শরীরকে আক্রান্ত করে তুলতে পারে। কিন্তু এই সুষম খাদ্যের ব্যাপক সংকট রয়েছে আমাদের দেশে। আমাদের দেশে বর্তমানে কাউকে ক্ষুধার্ত না থাকতে হলেও পুষ্টির ক্ষুধা মিটছে না কোনোভাবে। দেশের সাধারণ মানুষ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, কলা, আঙুর, আপেল ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় রাখতে পারছে না বা পরিমাণে কম গ্রহণ করছে। প্রতি বছর দেশে প্রায় চার কোটি টন চাল উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু খাদ্য হিসেবে আমাদের শুধু কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা খেলে চলবে না, প্রয়োজন সুষম খাদ্য। বাংলাদেশে মাথাপিছু চালের ভাত গ্রহণ হার হিসেবে মোটামুটি দৈনিক যে পরিমাণে পুষ্টি আমরা চাল বা ভাত থেকে পাই, তা কোনোভাবেই আমাদের চাহিদার সমান নয়। এ কারণে খাদ্যের চাহিদা মিটলেও পুষ্টির চাহিদায় পূরণে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর প্রায় দু-তৃতীয়াংশই কোনো না কোনো মাত্রার অপুষ্টিতে ভুগছে। এর মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ শিশু ভুগছে মারাত্মক অপুষ্টিতে। এর কারণ পুষ্টি সচেতনতার অভাব অথবা পুষ্টিকর খাবার ক্রয় করার অসামর্থ্য।

দেশের সাধারণ মানুষ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, কলা, আঙুর, আপেল ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় রাখতে পারছে না বা পরিমাণে কম গ্রহণ করছে। প্রতি বছর দেশে প্রায় চার কোটি টন চাল উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু খাদ্য হিসেবে আমাদের শুধু কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা খেলে চলবে না, প্রয়োজন সুষম খাদ্য। বাংলাদেশে মাথাপিছু চালের ভাত গ্রহণ হার হিসেবে মোটামুটি দৈনিক যে পরিমাণে পুষ্টি আমরা চাল বা ভাত থেকে পাই, তা কোনোভাবেই আমাদের চাহিদার সমান নয়

ফাঁকা মাঠে ডেঙ্গুর হ্যাচারি

মোস্তফা কামাল

নানা সেক্টরের দাবি-দাওয়া, রাজনৈতিক যন্ত্রণা, সংস্কার, দ্রুততম সময়ে নির্বাচন ইত্যাদি আলোচনার মাঝে ডেঙ্গুর ভয়াবতা নিয়ে যেন ভাবার সময় নেই। যে ডেঙ্গুতে ভুগছে সে-ই টের পাচ্ছে, তার কাছেই এটি খবর। স্বাস্য অধিদফতরের কাছে কতোজন মরেছে, আক্রান্তের সংখ্যা জানানো রুটিন দায়িত্ব। আসল যাতনা-বেদনা কেবল আক্রান্ত ব্যক্তির আর তার স্বজনদের। গত ক'দিন দেশে জোড়া, হালি এমন কি ডজনে ডজনেও মানুষ মরছে এই ভাইরাসজনিত রোগে। হাসপাতালগুলোতে ঠাঁই দেয়ার অবস্থা নেই। কিন্তু, এ যেন তেমন ঘটনা নয়। নিয়তি বা আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে ভাবনার মধ্যে বিষয় শেষ। লক্ষণীয় ব্যাপার গণমাধ্যমেও এসব মৃত্যু বড় দাগের খবর নয়। এর চেয়ে বড় বড় বা গরম কতো খবর পড়ে আছে! রাজনৈতিক ব্যতিব্যস্ততা ও নানান দফারফার তোড়ে মাঠি এখন ডেঙ্গুর করদরাজ্য। জন্মাতে, বেড়ে উঠতে, মানুষকে কামড়িয়ে রোগী বানাতে তেমন বাধা নেই। সময়ই বা কই? টানা আন্দোলন, সরকার পতন, নতুন সরকার গঠন । ড. ইউনূস সরকার দায়িত্ব নিতে না নিতেই কয়েক এলাকায় বন্যা। নিত্যপণ্যের বাজারে আগুনের তীব্রতা। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দেশের সব সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মেয়রদের অপসারণ। এর ছয় সপ্তাহের মাথায় সরিয়ে দেওয়া হয় কাউন্সিলরদেরও।

আগস্টের শুরুতে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আত্মগোপনে ও দপ্তরে অনুপস্থিত থাকায় ১২টি সিটি করপোরেশনের মেয়র, ৩৩০ জন পৌর মেয়র ও প্রশাসক ও প্রায় সব জেলা-উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে অপসারণ করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৮০ শতাংশ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৭৫ শতাংশ কাউন্সিলর এখনো অনুপস্থিত। মশক নিধন অভিযানে স্থবিরতা। পুরো সময়টা মশাদের অনুকূলে। প্রশাসক নিয়োগ হয়েছে। নাগরিক সেবা সচল রাখতে ১৭ সদস্যের কমিটি মাঠে থাকলেও ডেঙ্গুবাহী মশাদের জন্য তা সুযোগ। ফাঁকা মাঠে অ্যাকশন তাদের। দিনে দিনে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব এখন যে পর্যায়ে চলে গেছে তা রোখা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। এবার এমনিতেই পিকটাইমে মশা মারার ওষুধ ছিটানো হয়নি প্রথমে আন্দোলনের কারণে, পরে সিটি করপোরেশনের মেয়র-কাউন্সিলরদের বাদ দেওয়ার কারণে। এছাড়া, দেশের স্বাস্থ্যনীতি ক্রমেই অভিমুখ পাল্টেছে। মশা দমনে সরকার কিংবা সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের ভূমিকা মোটেও আশাপ্রদ নয়। মানবদেহে ডেঙ্গুর সংক্রমণ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। মশাকে প্রতিষেধক দিয়ে প্রি-প্রোগ্রামও করা যায় না বা ওষুধ দিয়ে রি-ফিক্সও করা যায় না। জনস্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, ডেঙ্গুর অন্যতম কারণ হলো অপরিকল্পিত নগরায়ণ। মশক নিধনে ক্রমাগত ব্যর্থতা, ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়ন। অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতাও ডেঙ্গু বিস্তারে ভূমিকা পালন করছে। এলাকা বা মহল্লাভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা অভিযান জোরদার করা, বাসার ছাদ, বাড়ির আশপাশ, দুই বাড়ির সীমানায় নোংরা জায়গাগুলো পরিষ্কার করার কাজ থমকে গেছে। বাংলাদেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হলেও এর বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। ডেঙ্গু মশা সাধারণত পরিষ্কার পানিতে ডিম পাড়ে, যা খুব সহজেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় জমা হওয়া বৃষ্টির পানি বা বাড়ির আশপাশের অযত্নে পড়ে থাকা পাত্রে জমে থাকা পানিতে হতে পারে।

শহরাঞ্চলের অপরিকল্পিত অবকাঠামো ও যথেষ্ট নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব ডেঙ্গুর বিস্তারকে আরও জটিল করে তুলছে। বছর কয়েক ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার পাশাপাশি বাংলাদেশেও ডেঙ্গু একটি মারাত্মক রোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০০০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে ২০১৯ সালে এই রোগের প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়। মৃত্যুও অনেক। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রকোপ আরও বাড়তে থাকে। আক্রান্ত দেশগুলোতে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি নজরদারি। সেখানে এখন বিশাল শূন্যতা। এর জেরে এবার মধ্য আগস্ট থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী অবিরাম বাড়ছে। রোগ হিসেবে ডেঙ্গু বেশ প্রাচীন। এ রোগের প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেছে চীনের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্রে। সেখান থেকে জানা যায়, চীনে এই রোগটি ৯৯২ খৃষ্টাব্দে শনাক্ত করা হয়। কোন কোন গবেষক অবশ্য দাবি করেন, চীনে জিন রাজতন্ত্রের সময়কার (২৬৫-৪২০ খৃস্টপূর্ব) নথিপত্রে এই রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়

এডিস মশা দিনের বেলায় কামড়ায় এ ধারণা পালটে গেছে। দেখা যাচ্ছে, এডিস মশা এখন দিনরাত যেকোনো সময় সমানে মানুষকে কামড়ায়। শহরাঞ্চলের অপরিকল্পিত অবকাঠামো ও যথেষ্ট নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব ডেঙ্গুর বিস্তারকে আরও জটিল করে তুলছে। বছর কয়েক ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার পাশাপাশি বাংলাদেশেও ডেঙ্গু একটি মারাত্মক রোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০০০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে ২০১৯ সালে এই রোগের প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়। মৃত্যুও অনেক। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রকোপ আরও বাড়তে থাকে। আক্রান্ত দেশগুলোতে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি নজরদারি। সেখানে এখন বিশাল শূন্যতা। এর জেরে এবার মধ্য আগস্ট থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী অবিরাম বাড়ছে। রোগ হিসেবে ডেঙ্গু বেশ প্রাচীন। এ রোগের প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেছে চীনের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্রে। সেখান থেকে জানা যায়, চীনে এই রোগটি ৯৯২ খৃষ্টাব্দে শনাক্ত করা হয়। কোন কোন গবেষক অবশ্য দাবি করেন, চীনে জিন রাজতন্ত্রের সময়কার (২৬৫-৪২০ খৃস্টপূর্ব) নথিপত্রে এই রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে অবশ্য একে উড়ন্ত পোকামাকড়ের কারণে 'বিষাক্ত পানির' রোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্বরকে শনাক্ত এবং ডেঙ্গু জ্বর বলে নামকরণ করা হয় ১৭৭৯ সালে। এরপরের বছর প্রায় একই সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকায় ব্যাপকভাবে দেখা যায়। শরীরে ব্যথার কারণে তখন একে 'হাড়ভাঙ্গা জ্বর' বলেও ডাকা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুব দ্রুত নগর-বন্দরগুলো তৈরি হতে শুরু করে, যা এই রোগের বিস্তার বাড়িয়ে দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মহামারী আকারে প্রথম ডেঙ্গু শনাক্ত হয় ১৯৫০ সালের দিকে ফিলিপিন্স এবং থাইল্যান্ডে। ১৯৭০ সালের আগে মাত্র নয়টি দেশে ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে একশোটির বেশি দেশে ডেঙ্গু জ্বর হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে প্রথম ডেঙ্গু জ্বর শনাক্ত হয় ২০০০ সালে শনাক্ত হলেও প্রথমে অবশ্য এই জ্বরটি ঢাকায় একসঙ্গে অনেকে হয়েছিল বলে এর নাম হয়ে যায় 'ঢাকা ফিভার'। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এটি ডেঙ্গু জ্বর বলে শনাক্ত করেন। তথ্য, যুক্তি-তর্ক-বৈজ্ঞানিক যে ব্যাখ্যাই থাক, কঠিন এক বাস্তবতায় ডেঙ্গুর বিষয়ে ভাবনার ফুসরত কারো নেই। নিজে বা কোনো স্বজন আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ডেঙ্গু কোনো বিষয় নয়। এটি আউট অব সিলেবাস। ভুক্তভোগীদের কেউ কেউ বলছেন, করোনার চেয়ে ডেঙ্গু কম ভয়ংকর নয়। তারওপর করোনা এখনও ভয়, ডেঙ্গু মূর্তিমান আতঙ্ক। করোনা গুড বাই দিয়েছে, এমন ঘোষণা বা তথ্য নেই। মাঝেমধ্যে করোনায় দুয়েকজনের মৃত্যু সংবাদও দেখতে হয়, শুনতে হয়।

লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট; ডেপুটি হেড অব নিউজ বাংলাভিশন।

প্রশ্নগুলো দেশের নাট্যাঙ্গন এবং শিল্পকলা একাডেমি ঘিরে

আনিসুর রহমান

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত বাস্তবতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুলোর মধ্যেও রদবদল এবং নতুন মেরুকরণ দৃশ্যমান হতে থাকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলা একাডেমি এবং শিল্পকলা একাডেমির মতো বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন নির্বাহী প্রধান বেছে নেওয়া হয়েছে এবং নতুন এই সব নিয়োগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদের নিয়োগও প্রশংসিত হয়েছিল নানা তরফ থেকে। তবে নাটকের নিবেদিত এই মানুষটিকে নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল কেউ কেউ। নাটকের চর্চা, পাঠদান এবং গবেষণায় দেশ-বিদেশে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমাদৃত হয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। ইংরেজি সাহিত্য এবং নাট্যকলা নিয়ে দেশে এবং বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। দেশের ভেতরে নাট্যনির্দেশনাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করার জন্য দু-একজনের নাম নিতে হলে তার নাম গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারণ করবার প্রয়োজন রয়েছে। ওই রকম একজন মেধাবী মানুষ শিল্পকলা একাডেমির দায়িত্ব নিয়েছেন, যিনি কথায় না শুনিয়ে কাজ দেখিয়ে প্রমাণ করবেন, তিনি পেরেছেনড় এমনটাই আমার মতো অনেক অভাজনের পর্যবেক্ষণ। তিনি এমন এক সময়ে দায়িত্ব নিলেন, তার আগে লিয়াকত আলী লাকী ছিলেন এই দায়িত্বে। যিনি নানা বিতর্ক আর বিরক্তির জন্ম দিয়ে গেছেন। আমি এখানে ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ সামনে আনতে চাই। আদতে এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কতটুকু এখতিয়ার বা সুযোগ আছে দেশের সাংস্কৃতিক অচলাবস্থা থেকে উত্তরণের? কেবল একজন যোগ্য মানুষ হলেই কি, তিনি তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারবেন? বেশি দূরে যেতে হবে না। লিয়াকত আলী লাকীর পূর্বে এই পদে ছিলেন কামাল লোহানী। শিল্পকলা একাডেমির ইতিহাসে এরকম যোগ্য, দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণাসমৃদ্ধ মানুষ এবং পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মহাপরিচালককে বেশিদিন কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। অসহযোগিতা শুরু হয়েছিল সংস্কৃতি অঙ্গনের মোড়লদের তরফ থেকেই। এরপর ভদ্রলোক লাকী এলেন। তিনি ছিলেন একাধারে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সভাপতিও। নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী তার জন্য সঙ্গত ছিল সভাপতির পদ ছেড়ে দেওয়া। তিনি তা না করে সভাপতির পদটিও আঁকড়ে ধরেছিলেন। এর মধ্যে পরিবর্তিত বাস্তবতায় গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন থেকে তাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন সভাপতি হিসেবে লাকী ইনাম দায়িত্ব নিয়েছেন। একইসঙ্গে ফেডারেশনের পুনর্গঠন বা সংস্কারের জন্যে নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক মামুনুর রশীদকে প্রধান করে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে শিল্পকলা একাডেমির নবনিযুক্ত মহাপরিচালক একাডেমির আইনকে যুগপোযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছেন। দুটো উদ্যোগের পেছনেই ইতিবাচক কারণ আছে বলেই কতগুলো প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসতে চাই। শুরুর প্রশ্নগুলো গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনকে ঘিরে। ১৯৮০ সালে যাত্রা শুরু করা এই সংগঠন দেশের মঞ্চ নাট্যদলগুলোর সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দাবি করে আসছে। প্রায় সাড়ে চার দশকের ইতিহাসে দেশের নাটক চর্চাকে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে এবং নাট্যচর্চায় পেশাদারি উৎকর্ষ, বিকাশ এবং প্রসারের নিমিত্তে উল্লেখ করার মতো কোনো সাফল্য এই ফেডারেশনকে ঘিরে কি আমাদের সামনে আছে? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাট্যকলায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর করে একজন তরুণকে যদি অন্যবিধ পেশা বেছে নিয়ে রুটিরুজি চালাতে হয়, তাহলে নাট্যকলায় পড়ার মাজেজা কী? এই প্রশ্নটি নিয়ে থিয়েটার ফেডারেশন কার্যকর কোনো দাবিনামা যথাযথ জায়গায় উত্থাপন করেছিল কি বিগত সাড়ে চার দশকে? আদতে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনসহ দেশের গোটা সাংস্কৃতিক অঙ্গন নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল প্রায় এক ডজন করপোরেট ঠিকাদারি মোড়লের হাতে। সরকার বদলেছে, রাজনৈতিক হাওয়া বদলেছে, কিন্তু এদের নড়চড় হয়নি। বিগত সাড়ে চার দশকে সবথেকে উপেক্ষিত হয়েছে তরুণ সমাজ। এই সময়ে দুটি প্রজন্ম বের হয়ে আসবার কথা। খোদ রাজধানী ঢাকা প্রায় দুই কোটি মানুষের জনপদ। অথচ এর বিপরীতে উল্লেখ করার মতো মঞ্চনাটকের জায়গা কেবল মহিলা সমিতি এবং শিল্পকলা একাডেমি। দরকার ছিল গোটা নগর সংস্থার প্রতিটি ওয়ার্ডে নাটক মঞ্চায়ন ও প্রদর্শনীর জন্যে নিজস্ব আয়োজন থাকা। দুর্ভাগ্যের হলেও আমাদের নগরে ওই বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। এই পর্যায়ে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে আধুনিক নাট্যচর্চায় পেশাদারি বিকাশ কীভাবে সাধিত হয় তার কয়েকটা নমুনা সামনে নিয়ে আসতে চাই। প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই আয়ারল্যান্ডের কথা। দেশটির রাজধানী ডাবলিনের কেন্দ্র এবং প্রান্তের শহরতলীর নাট্যশালাগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে বছর বছর নতুন নাট্যকার, নাট্যনির্দশক এবং অভিনেতা অভিনেত্রী তুলে ধরার মধ্যে। অন্যদিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসা রাষ্ট্র জর্জিয়ার বাটুমি নামক একটি শহরে প্রতিবছর দেশের নাট্যশালাগুলো নতুন নাট্যকারের প্রথম নাটক, নতুন নির্দেশকের প্রথম প্রযোজনা নিয়ে হাজির হয় নাট্যউৎসবে। এবার নজর ফেরাতে চাই পাশের দেশ ভারতের দিকে। ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিবন্ধিত নাট্যদল এবং নাটশালাগুলো নতুন নাটক প্রযোজনার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ পেয়ে থাকে। যা দিয়ে নির্দেশকসহ প্রায় পনেরোজন কলাকুশলীর রুটি-রুজির বড় একটা অংশের সংস্থান হয়ে যায়। এতে করে নাটকের পেশাদারি চর্চা ও বিকাশের পথ অবারিত থাকে। তাতে কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদ চাপিয়ে দেবার ব্যাপার ঘটে না। এখন আমার প্রশ্ন, আমাদের গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন বছর বছর মোড়ল তোষণ ছাড়া উল্লেখ করার মতো এমন কী করেছে যা আমরা জানি না? প্রায় পাঁচ দশকে আমাদের নাট্যঙ্গন কি পঞ্চাশজন নতুন নাট্যনির্দেশক, নাট্যকার তুলে ধরতে পেরেছে? না পেরে থাকলে এর পেছনের গলদের দায় কি এই ফেডারেশন এড়াতে পারে? গত আড়াই দশকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের খপ্পরে পড়ে দেশের যাত্রাশিল্প বিলুপ্তির পথে। অথচ এর পুনরুদ্ধার এবং বিকাশের জন্যে কার্যকর লাগসই কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এটিকে শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা বিভাগের 'লেজ' হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে। অথচ খোদ যাত্রাশিল্পের জন্যে দরকার একটি স্বতন্ত্র যাত্রা উন্নয়ন সংস্থা বা যাত্রা উন্নয়ন একাডেমি। এ ব্যাপারে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন কখনো কি কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে? এরপরের প্রশ্নগুলো শিল্পকলা একাডেমিকে ঘিরে। এখানে বলে নিতে চাই, কেবল একজন যোগ্য মানুষকে একাডেমির মহাপরিচালক পদে দেখলেই, প্রতিষ্ঠানটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে এমনটি মনে করার কারণ নেই। প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞের বড় বাস্তবতা প্রশাসনিক দিক এবং পরেরটা সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মের দেখভাল আর উপস্থাপন। যেসব দেশে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পেশাদারি মানদণ্ড বজায় রেখে ভূমিকা রাখতে পারে, ওইসব দেশে অ্যাডহক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে চুক্তিভিত্তিক বহিরাগত যোগ্য মানুষদের নিয়োগের পরিবর্তে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পেশাদারি আমলা গড়ে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। আমলাদের কাজ আমলাদের দিয়েই করানো সঙ্গত। আমাদের দেশে তথ্যের জন্য, ডাক বিভাগের জন্য, রাজস্বের জন্য যদি আলাদা ক্যাডার থাকতে পারে তাহলে সংস্কৃতির জন্যে কেন নয়? সংস্কৃতি অঙ্গনের প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্বশাসন বলবৎ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের যোগ্য মানুষদের নিয়ে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র পরিচালনা বোর্ড থাকতে পারে। সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পরিচালনা বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করবেন এবং বোর্ডের কাছে যাবতীয় কর্মযজ্ঞের জন্যে জবাবদিহি থাকবেন। এই বিষয়গুলো যুগোপযোগী আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। এখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত মন্ত্রী বা সচিব দেশের সংস্কৃতির জন্যে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে করণীয় বাতলে দিতে ভূমিকা রাখবেন। তবে শিল্পকলা একাডেমি বা অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবেন না। অথচ আমাদের দেশে হয়ে আসছে এর উল্টো। আমাদের এই একাডেমি নামে স্বায়ত্বশাসিত বাস্তবে এর সভাপতি মন্ত্রী এবং সহসভাপতি মন্ত্রণালয়ের সচিব। এরকম স্বায়ত্বশাসন অনেকটা কাগজের বাঘ ছাড়া আর কিছু নয়। বিদ্যমান বাস্তবতায় দায়িত্বের দিক থেকে আমাদের দেশের শিল্পকলা একাডেমি অন্যান্য কার্যকর গণতান্ত্রিক দেশের সংস্কৃতি অধিদফতর বা আর্টস কাউন্সিলের সমপর্যায়ের। কিন্তু আমাদের একাডেমির কাঠামোগত দুর্বলত, কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, লোকবল এবং এখতিয়ারের ঘাটতি রয়েছে ব্যাপকতর। এসব বিষয় নিয়ে অনাগত দিনের নির্বাচিত সরকার জাতীয় সংস্কৃতি নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশের সাংস্কৃতিক বলয়কে আশাপ্রদ পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমির অগ্রগতি সাধনের পাশাপাশি আলাদা সংস্কৃতি অধিদফতর প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনায় নিতে পারেন। এখানে উল্লেখ করতে চাই, দুনিয়ার জাতীয় সংস্কৃতি দফতর বা সংস্থার আন্তর্জাতিক সংগঠন ঞযব ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঋবফবৎধঃরড়হ ড়ভ অৎঃং ঈড়ঁহপরষং ধহফ ঈঁষঃঁৎব অমবহপরবং (ওঋঅঈঈঅ)-তে আফ্রিকা, এশিয়া ইউরোপসহ অন্যান্য মহাদেশের অনেক দেশ সদস্য হলেও, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এর সদস্যপদ পাবার জন্যে উদ্যোগী হয়নি। শিল্পকলা একাডেমির নবনিযুক্ত মহাপরিচালক বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারেন। এই পর্যায়ে ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া মন খারাপের খবরটি সামনে নিয়ে আসতে চাই। একটি নাটকের প্রদর্শনী চলার মাঝপথে এসে মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়েছেন, একইসঙ্গে তিনি দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। অজুহাত হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন একাডেমির বাইরে অজ্ঞাত কিছু লোক বিক্ষোভ করছে এবং নাটক বন্ধের দাবি জানিয়েছে। এই যদি হয় বাস্তবতা তাহলে দেশের সংস্কৃতি, নাট্যাঙ্গন আর শিল্পকলা একাডেমির ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকবে আমরা কি তা কল্পনা করতে পারছি? এহেন বাস্তবতায় অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ বরাবর আমার প্রশ্ন, শিল্পকলা একাডেমি এবং খোদ রাষ্ট্রের অবস্থা কি এতটাই নাজুক? রাজধানীর মধ্যে একটি জাতীয় একাডেমির নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্র ব্যর্থ নাকি অপারগ নাকি আন্তরিক নয়? নাকি একাডেমির তরফ থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার অনুরোধ জানানোই হয়নি?

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পেশাদারি মানদণ্ড বজায় রেখে ভূমিকা রাখতে পারে, ওইসব দেশে অ্যাডহক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে চুক্তিভিত্তিক বহিরাগত যোগ্য মানুষদের নিয়োগের পরিবর্তে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পেশাদারি আমলা গড়ে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। আমলাদের কাজ আমলাদের দিয়েই করানো সঙ্গত। আমাদের দেশে তথ্যের জন্য, ডাক বিভাগের জন্য, রাজস্বের জন্য যদি আলাদা ক্যাডার থাকতে পারে তাহলে সংস্কৃতির জন্যে কেন নয়? সংস্কৃতি অঙ্গনের প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্বশাসন বলবৎ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের যোগ্য মানুষদের নিয়ে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র পরিচালনা বোর্ড থাকতে পারে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী পরিচালনা বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করবেন এবং বোর্ডের কাছে যাবতীয় কর্মযজ্ঞের জন্যে জবাবদিহি থাকবেন। এই বিষয়গুলো যুগোপযোগী আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে। এখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত মন্ত্রী বা সচিব দেশের সংস্কৃতির জন্যে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে করণীয় বাতলে দিতে ভূমিকা রাখবেন। তবে শিল্পকলা একাডেমি বা অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবেন না। অথচ আমাদের দেশে হয়ে আসছে এর উল্টো। আমাদের এই একাডেমি নামে স্বায়ত্বশাসিত বাস্তবে এর সভাপতি মন্ত্রী এবং সহসভাপতি মন্ত্রণালয়ের সচিব। এরকম স্বায়ত্বশাসন অনেকটা কাগজের বাঘ ছাড়া আর কিছু নয়। বিদ্যমান বাস্তবতায় দায়িত্বের দিক থেকে আমাদের দেশের শিল্পকলা একাডেমি অন্যান্য কার্যকর গণতান্ত্রিক দেশের সংস্কৃতি অধিদফতর বা আর্টস কাউন্সিলের সমপর্যায়ের। কিন্তু আমাদের একাডেমির কাঠামোগত দুর্বলত, কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, লোকবল এবং এখতিয়ারের ঘাটতি রয়েছে ব্যাপকতর। এসব বিষয় নিয়ে অনাগত দিনের নির্বাচিত সরকার জাতীয় সংস্কৃতি নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশের সাংস্কৃতিক বলয়কে আশাপ্রদ পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমির অগ্রগতি সাধনের পাশাপাশি আলাদা সংস্কৃতি অধিদফতর প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনায় নিতে পারেন। এখানে উল্লেখ করতে চাই, দুনিয়ার জাতীয় সংস্কৃতি দফতর বা সংস্থার আন্তর্জাতিক সংগঠন ঞযব ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঋবফবৎধঃরড়হ ড়ভ অৎঃং ঈড়ঁহপরষং ধহফ ঈঁষঃঁৎব অমবহপরবং (ওঋঅঈঈঅ)-তে আফ্রিকা, এশিয়া ইউরোপসহ অন্যান্য মহাদেশের অনেক দেশ সদস্য হলেও, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এর সদস্যপদ পাবার জন্যে উদ্যোগী হয়নি। শিল্পকলা একাডেমির নবনিযুক্ত মহাপরিচালক বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারেন। এই পর্যায়ে ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া মন খারাপের খবরটি সামনে নিয়ে আসতে চাই

ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। উত্তর ইসরায়েলের আপার গ্যালিলি অঞ্চলের কফার ব্লাম বসতিতে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে হিজবুল্লাহ। এর আগেও ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থানে হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা হামলা চালিয়েছে। খবর আল জাজিরার। টেলিগ্রামে এক পোস্টে হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কিরায়াত শমোনা শহর থেকে ৬ কিলোমিটার (৪ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় বসতিতে রকেট হামলা চালানো হয়েছে। এদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে নতুন করে তাদের আরও চার সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। খবর আল জাজিরার। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, গত সোমবার উত্তর গাজা উপত্যকায় লড়াইয়ের সময় চার সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। গত বছরের অক্টোবরে স্থল অভিযান শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের ৩৭৬ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। এক বছরের বেশি সময় ধরে গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল। সেখানে স্কুল, আবাসিক ভবন, হাসপাতাল, মসজিদ এমন কোনো স্থান বাকি নেই যেখানে ইসরায়েলি বাহি-নী হামলা চালায়নি। এসব হামলায় গাজার বেশিরভাগ ভবনই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। অপরদিকে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার বিষয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলেছেন সৌদির ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। এক বিবৃতিতে তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় 'গণহত্যার' অভিযোগ করে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো এ বিষয়ে প্রকাশ্যে এমন কঠোর প্রতিক্রিয়া জানালো সৌদি আরব। মুসলিম ও আরব নেতাদের এক সম্মেলনে তিনি লেবানন ও ইরানে ইসরায়েলের হামলার সমালোচনা করেছেন। দুই আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াদ ও তেহরানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষণ প্রকাশ করে ইরানের মাটিতে হামলার বিষয়ে ইসরায়েলকে সতর্ক করেছেন সৌদি প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। তিনি অন্য নেতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন।

পার্লামেন্টে ক্ষমা চাইলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পার্লামেন্টে ক্ষমা চেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুকসন। গতকাল মঙ্গলবার তিনি ক্ষমা চেয়েছেন বলে জার্মান সংবাদ মাধ্যম ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্ট কানায় কানায় ভর্তি ছিল। গ্যালারিতে বসেছিলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। যাদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করেছেন, আশ্রয়হীন হয়ে অথবা মানসিক সহায়তার প্রয়োজনে রাষ্ট্র বা চার্চের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে তারা হেনস্থার শিকার হয়েছেন। তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের সরকার এই অভিযোগ নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেছিল। কমিশনের রিপোর্টে ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। বলা হয়েছে, প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন অত্যাচার বা হেনস্থার শিকার হয়েছেন। এরপরেই পার্লামেন্টে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুকসন নিজের এবং সাবেক সরকারের তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেছেন, এমন ঘটনা যাতে আর কখনো না ঘটে, সেই দিকে নজর দেওয়া হবে। যে ঘটনা ঘটেছে, তার তদন্ত হবে। ডয়চে ভেলে বলছে, যারা এই অভিযোগ করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই নিউজিল্যান্ডের জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করেছে কমিশন। তাতে বলা হয়েছে, অন্তত ছয় লাখ ৫০ হাজার মানুষ অত্যাচার এবং হেনস্থার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে প্রচুর শিশু আছে। মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে তাতে উপর অত্যাচার হয়েছে। বহু শিশু সরাসরি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, সরকারি এবং চার্চের প্রতিষ্ঠানে এই ঘটনা ঘটার ফলে তারা সরাসরি অভিযোগ জানাতেও পারেনি সব সময়। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, বহু শিশুকে সম্পূর্ণ অকারণে তাদের মায়েদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে জোর করে। শিশুদের অন্য লোকের কাছে দত্তক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। শিশু এবং নারীদের উপর যৌন নির্যাতনের পাশাপাশি ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, মূলত বর্ণবাদের কারণেই এই অত্যাচার চালানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের মাওরি জনজাতির মানুষ। দেশটির প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কমিশনের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ট্রাম্পের সঙ্গে কাজ করতে অস্বস্তিতে নেই নয়াদিল্লি, বলছে ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ের পরে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছেন। ভারত বলেছে, তার সঙ্গে কাজ করতে তারা অস্বস্তিতে নেই। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, অনেক দেশই (ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন) যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে উদ্বিগ্ন, কিন্তু 'ভারত তাদের মধ্যে নেই'। ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে নরেন্দ্র মোদির সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। তবে ভারত ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে একটি তিক্ত শুল্ক যুদ্ধের মুখোমুখি হয়, যা উভয় পক্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভাবিত করেছিল। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুই সালের সমর্থনই উপভোগ করেছে। বছরের পর বছর ধরে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট উভয় রাষ্ট্রপতির সাথেই ভালো কাজ করেছে তারা।

ওয়াশিংটনের বিভিন্ন প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে ভারতকে চীনকে মোকাবিলার সমমনা শক্তি হিসেবে নয়াদিল্লিকে বিবেচনা করে আসছে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে জয়শঙ্কর আরও বলেন, ট্রাম্পের অধীনে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক সমৃদ্ধ হবে না বলে দিল্লির উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার মনে হয়, ট্রাম্পের নেওয়া প্রথম তিনটি ফোনালাপের মধ্যে মোদি ছিলেন। তবে দুই দেশের মধ্যে শুল্ক যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে।

অক্টোবরে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট মোদিকে একজন 'মহান নেতা' বলে অভিহিত করলেও ভারতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের অভিযোগ করেছিলেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, নেতাদের মধ্যে সৌহার্দ্য দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য পার্থক্য দূর করতে সহায়তা করতে পারে কি না, তা এখন দেখতে হবে। ট্রাম্প ও মোদি অতীতে প্রায়ই একে অপরের প্রশংসা করেছেন। ২০১৯ সালে টেক্সাসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত 'হাউডি মোদী' নামে একটি ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে যৌথভাবে উপস্থিত হয়ে দুই নেতা একে অপরের প্রশংসা করেছিলেন। তথ্যসূত্র: বিবিসি

থমথমে মণিপুর কারফিউ জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরের জিরিবাম জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেছে সেখানকার প্রশাসন। খবর বিবিসি-সর। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সোমবার ওই জেলায় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর একটি শিবিরের ওপরে হামলা চালায় সন্দেহভাজন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা। এরপর পুলিশের পাল্টা গুলিতে অন্তত ১০ জন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্য নিহত হন বলে মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে। মণিপুর পুলিশ তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দাবি করেছে, গত সোমবার দুপুরে 'সশস্ত্র উগ্রপন্থী'রা জিরিবাম জেলার জাকুরাডোর এলাকার একটি সিআরপিএফ চৌকিতে হামলা করেছে। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে পাল্টা হামলা চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই ঘটনায় ১০ জন "সশস্ত্র উগ্রপন্থী"র মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এক্সে মণিপুর পুলিশ আরও লিখেছে, নিহতদের কাছ থেকে তিনটি 'একে', ৪টি এসএলআর, দুটি ইনসাস বন্দুক পাওয়া গেছে।

কুরস্ক অঞ্চলে ৫০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া : জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়া প্রায় ৫০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে তাদের কুরস্ক অঞ্চলে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গত সোমবার এ মন্তব্য করেছেন। কুরস্ক দক্ষিণ রাশিয়ার অঞ্চল, যেখানে কিয়েভ আশ্চর্যজনকভাবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছিল। জেলেনস্কি ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল অলেকজান্ডার সিরস্কির কাছ থেকে একটি ব্রিফিং পাওয়ার পর টেলিগ্রামে একটি পোস্টে বলেছেন, 'ইউক্রেনের সেনারা কুরস্কে প্রায় ৫০ হাজার শক্তিশালী শত্রুগোষ্ঠীকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।' একজন মার্কিন কর্মকর্তা গত রোববার সিএনএনকে বলেছেন, রাশিয়া কুরস্কে ইউক্রেনের অবস্থানে আক্রমণ চালানোর জন্য কোরিয়ার সেনাসহ বিশাল একটি বড় বাহিনী প্রস্তুত রেখেছে। তবে ক্রেমলিন তার ভূখণ্ডে উত্তর কোরিয়ার সেনা উপস্থিতির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। গত সপ্তাহে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে উত্তর কোরিয়ার সেনা মোতায়েনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে রাশিয়া। কিয়েভ গত আগস্টে রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে অনুপ্রবেশ শুরু করে, যা শুধু মস্কো নয় তার মিত্রদেরও অবাক করে দিয়েছিল। সে সময় বলা হয়, এই অভিযানের প্রয়োজন ছিল। কারণ রাশিয়া এই অঞ্চল থেকে ইউক্রেনে নতুন করে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল। ইউক্রেন আরো বলেছিল, তারা ভবিষ্যতে আন্তঃসীমান্ত আক্রমণ প্রতিরোধে একটি 'বাফার জোন' তৈরির লক্ষ্যে রয়েছে। কুরস্কে ইউক্রেনের আক্রমণটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিদেশি কোনো শক্তির রাশিয়ায় প্রথম স্থল আক্রমণ। মস্কোও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল তখন। ইউক্রেনীয় বাহিনী রাশিয়ার ভূখণ্ডের গভীরে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং তার পর থেকে রাশিয়ার ভূখণ্ডের শত শত বর্গমাইলের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। রাশিয়া অবশ্য কিছু বসতি পুনরুদ্ধার করেছে। কিছুদিন আগেই ইউক্রেন অভিযোগ করেছিল, রাশিয়ার সীমান্তে ইউক্রেনের সেনার সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার সেনার লড়াই হয়েছে। স্পষ্ট হয়ে গেছে যে উত্তর কোরিয়ার সেনা রাশিয়াকে সরাসরি সাহায্য করছে এবং ইউক্রেন যুদ্ধে তারা ফ্রন্ট লাইনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। এর আগে ইউক্রেন অভিযোগ করেছিল, উত্তর কোরিয়া মিসাইল এবং গোলাবারুদ দিয়ে রাশিয়াকে সাহায্য করছে। যা নিয়ে জাতিসংঘেও আলোচনা হয়েছিল। এরই মধ্যে উত্তর কোরিয়া এবং রাশিয়ার এই নতুন চুক্তি বিতর্ক আরো উসকে দেবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

রাশিয়ার সঙ্গে 'ঐতিহাসিক' চুক্তিতে সই করলেন কিম জং উন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ার সঙ্গে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি অনুমোদন করেছে উত্তর কোরিয়া। এই চুক্তিকে দুই দেশই 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করেছে। স্থানীয় সময় গত সোমবার মস্কোর সঙ্গে চুক্তি অনুমোদনের জন্য একটি ডিক্রিতে সই করেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। এর আগে গত শনিবার রুশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই চুক্তিটি অনুমোদনের পর প্রেসিডেন্ট পুতিন নথিতে সই করেন। গত জুনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পিয়ংইয়ং সফরের সময় দুই দেশের নেতাদের মধ্যে এই চুক্তি চূড়ান্ত হয়। উভয় পক্ষ যখন চুক্তি অনুমোদনের নথি বিনিময় করবে, তখন থেকেই চুক্তিটি কার্যকর হবে।

সিরিয়ায় দুই স্থানের ৯ লক্ষ্যবস্তুতে মার্কিন হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) নিশ্চিত করেছে, তাদের সেনাবাহিনী সিরিয়ার দুটি স্থানে ৯টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এই অঞ্চলে মার্কিন কর্মীদের ওপর একাধিক হামলার জবাবে ইরানের সঙ্গে যুক্ত গ্রুপগুলোকে লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়। সেন্টকম আরো যোগ করে বলেছে, মার্কিন ও কোয়ালিশন বাহিনী আইএসআইএস-বিরোধী অভিযানের জন্য সিরিয়ায় অবস্থান করছে। তাদের ওপর ভবিষ্যতের হামলা ঠেকানোর জন্য এবং ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোকে দমিয়ে রাখতে এই হামলা চালানো হয়েছে। সেন্টকম কমান্ডার জেনারেল মাইকেল এরিক কুরিলা বলেছেন, 'এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার জোটের অংশীদারদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের হামলা সহ্য করা হবে না। আমরা আমাদের কর্মীদের এবং জোটের অংশীদারদের রক্ষা করতে ও বেপরোয়া হামলার জবাব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে থাকব।'

বিনোদন

নকল পোস্টারে 'দরদ'-এর প্রচারণা

বিনোদন ডেস্ক : মুক্তি পেতে যাচ্ছে ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার খ্যাত শাকিব খানে বহুল আলোচিত সিনেমা 'দরদ'। বর্তমানে চলছে এর প্রচার-প্রচারণা। প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমার টিজার ও ফার্স্টলুক। মুক্তিকে সামনে রেখে গত রোববার প্রকাশ্যে আসে সিনেমার আরও একটি পোস্টার। আর তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে নেটদুনিয়ায়। অনন্য মামুন পরিচালিত 'দরদ'র পোস্টারটি নকল- এমনটাই বলছেন নেটিজেনরা। তাদের ভাষ্য, ২০১৪ সালে মুক্তি পাওয়া জুয়ানফার আন্দ্রেস ও এস্তেবান রোয়েল পরিচালিত স্প্যানিশ হরর থ্রিলার 'মুসারানাস' থেকে হুবহু নকল করা হয়েছে 'দরদ'র পোস্টারটি। যদিও এ নিয়ে নির্মাতা অনন্য মামুনের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে এতে শাকিব-ভক্তরা এতে হতাশা প্রকাশ করছেন। সিনেমা দুটির পোস্টার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দুটিতেই লাল-কালো আভা স্পষ্ট। এমনকি মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলার ডিজাইনও একই। চলচ্চিত্র সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান পোস্টারটির সমালোচনা করে ফেসবুকে লিখেছেন, 'শাকিব খান তার ফেসবুক পেজ থেকে দরদ ছ?বির এই পোস্টার?টি শেয়ার দিয়েছেন। এই পোস্টার?টি নকল। অনন?্য মামুন এর আগেও পোস্টার নকল করেছেন। "নবাব এলএল?বি" বলুন আর তার প্রথম ছ?বি "মোস্ট ওয়েলকাম" বলুন, তার এক?টি দু?টি ছাড়া সব ছ?বিই নকল।' উল্লেখ্য, আগামী শুক্রবার বিশ্বজুড়ে ৭০টি সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে 'দরদ'। বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। এতে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন বলিউডের সোনাল চৌহান। আরও আছেন পায়েল সরকার, রাহুল দেব, অলোক জৈন, রাজেশ শর্মা, সাফা মারুয়া, ইমতু রাতিশ প্রমুখ। 'দরদ'র প্রযোজনায় রয়েছে বাংলাদেশের অ্যাকশন কাট এন্টারটেইনমেন্ট ও কিবরিয়া ফিল্মস। তাদের সঙ্গে যুক্ত আছে ভারতের এসকে মুভিজ।

সংসার ভাঙ্গার কারণ জানালেন ইশা

বিনোদন ডেস্ক : ভালোবেসে ২০০৯ সালে স্বামী টিম্মি নারংকে বিয়ে করেন বলিউড অভিনেত্রী ইশা কোপিকর। তিন বছর সম্পর্কে থাকার পর সাতপাকে বাঁধা পড়েন তারা। তাদের সংসারে রিয়ানা নামের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। প্রায় ১৪ বছর দাম্পত্য জীবন বেশ ভালোই কাটে এই দম্পতির। এরপরেই তাদের সংসারে হানা দেয় বিচ্ছেদের সুর। তবে অভিনেত্রী নাকি সংসার ভাঙতেই চাননি। তবুও বিচ্ছেদ হয়েছিল ইশা-টিম্মির। জানা গেছে, মেয়ে রিয়ানাকে নিয়ে নাকি শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ইশা। এরপরেই বিচ্ছেদ হয় তাদের। যদিও সংসার ভাঙার পর কারণ নিয়ে সেভাবে কিছু জানাতে চাননি অভিনেত্রী। সেসময় ইশা বলেছিলেন, এত তাড়াতাড়ি আমার বলার কিছুই নেই। ব্যক্তিগত জীবন আড়ালেই রাখতে চাই। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। সম্প্রতি গণমাধ্যমে বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে ইশা বলেন, বিয়ে ভাঙতে চাইনি। পুরোটাই আমার স্বামীর হঠকারিতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই হয়েছে। আমি আসলে বুঝতেই পারেনি বিয়েটা কেন ভাঙল। বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত একেবারেই আমার স্বামীর ছিল। আমরা মানুষ হিসেবে একে অপরের থেকে অনেকটাই আলাদা। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পেরে উঠতে পারেনি। আজও বিয়ে ভাঙার কারণ খুঁজে বেড়াই আমি। তিনি আরও বলেন, আমি হয়তো ওর সঙ্গে বিয়েটা ভাঙতে নাই পারতাম। সেটাই বরং আমার জন্য সহজ হতো। কিন্তু সেটা আমার মূল্যবোধের সঙ্গে বিপরীতধর্মী। তাই আলাদা হয়ে যাওয়াটা সমীচীন। একসঙ্গে থেকে প্রতিনিয়ত ঝগড়া করা আসলে অর্থহীন। আক্ষেপের সুরে মেয়ে রিয়ানার বিষয়ে অভিনেত্রী বলেন, আমি চেয়েছিলাম ধীরে ধীরে মেয়েকে পুরোটা বোঝাতে। কিন্তু স্বামীর হঠকারিতা সেই সময়টাও আমাকে দেয়নি। প্রসঙ্গত, তেলুগু সিনেমার মাধ্যমে অভিনয় জগতে পা রাখেন ইশা। ২০০০ সালে মুক্তি পায় তার অভিনীত প্রথম হিন্দি সিনেমা 'ফিজা'। এরপর 'পিয়ার ইশক অর মহব্বাত', 'কোম্পানি', 'কেয়ামত', 'কাঁটে', 'দিল কা রিশতা', 'ডরনা মানা হ্যায়' 'কৃষ্ণা কটেজ'সহ একাধিক হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেন ইশা। 'কোম্পানি' সিনেমার 'খাল্লাস'গানে তার আবেদন এখনও দর্শকের মনে দাগ কেটে আছে। তবে বিয়ের পর থেকে সেভাবে হিন্দি সিনেমায় দেখা যায়নি তাকে।

'রঙিলা কিতাব' প্রসঙ্গে যা বললেন পরীমণি

বিনোদন ডেস্ক : ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমণি অভিনীত ওয়েব সিরিজ 'রঙিলা কিতাব'। সিরিজটিতে সুপ্তি ওরফে পরীমণি তার সেরা অভিনয়টাই করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দৃশ্য থেকে শুরু করে পুরো সিরিজে নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। চরিত্রের প্রয়োজনে কিছুটা ওজন বাড়িয়ে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীর চরিত্র ফুটিয়ে অনায়াসে সুপ্তি হয়ে উঠেছেন। মা হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তগুলোর অভিনয় ঠিকঠাক চেষ্টায় সফল হয়েছেন তিনি। স্বামী মারা যাওয়ার দুই বছর পর শেষ দৃশ্যে সন্তান নিয়ে ফেরারি জীবন শেষে যখন নিজের এলাকায় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকান, সেই দৃষ্টি অনেক প্রশ্ন ছুড়ে দেয় দর্শকদের মাঝে। সিরিজটি প্রসঙ্গে পরীমণি বলেন, 'এটা আমার প্রথম ওয়েব সিরিজ বলে নয়, এই কাজটি আমার প্রথম প্রেমের মতো স্মরণীয় একটি কাজ। অনেক গুণী মানুষদের সাথে কাজ করতে পেরেছি। চমৎকার একটি গল্পে সুন্দর নির্মাণ। আমার কাজের জার্নির মধ্যে এটা একটি সেরা জার্নি।' সিরিজটির গল্পে, ক্ষমতা, প্রতিশোধ ও এক অন্তহীন সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে একটি গভীর প্রেমের কাহিনিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। গল্পের শুরুতে দেখা যায়, নদীর তীরে মাথাবিহীন একটি লাশ পাওয়া যায়। যা নিয়ে পুরো এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। পরে একটি দোকানের পাশে ব্যাগের ভেতর থেকে মাথাটিও পাওয়া যায়। জানা যায়, মৃত ব্যক্তি এই এলাকারই ক্ষমতাসীন এমপি। লাশের পাশে পাওয়া মোবাইল ফোনটির সূত্র ধরে সন্দেহভাজন হিসেবে খোঁজা শুরু হয় প্রদীপকে। সঙ্গে খোঁজা হয় তার স্ত্রী সুপ্তিকেও। রঙিলা কিতাব সিরিজটি এমনই রহস্যঘেরা এক প্রেক্ষাপটে শুরু হয়। কখনো মনে হবে এটি প্রতারণা ও প্রতিশোধের গল্প। আবার কখনো মনে হবে এটি মাতৃত্বের মায়া ও রাজনৈতিক জটিলতার ভেতরে গড়ে ওঠা টানটান উত্তেজনাময় এক থ্রিলার। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রদীপ ও সুপ্তির সংসার। মফস্বলের সাধারণ জীবনে তাদের সুখ যেন চোখে পড়ার মতো। কিন্তু নতুন জীবন শুরুর আগেই এক মিথ্যা অভিযোগে তাদের সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। গর্ভবতী সুপ্তি প্রিয় স্বামীর সাথে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে ছুটতে থাকে। কিঙ্কর আহসানের উপন্যাস 'রঙিলা কিতাব' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সিরিজটি নির্মাণ করেছেন পরিচালক অনম বিশ্বাস। সুপ্তির চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন পরীমণি, প্রদীপের চরিত্রে মোস্তাফিজ নূর ইমরান এবং আরো অভিনয় করেছেন-ফজলুর রহমান বাবু, মনোজ প্রামাণিক, ইরেশ যাকের, তানভীন সুইটি প্রমুখ। ২০১৫ সালে 'ভালোবাসা সীমাহীন' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক হয় পরীমণির। প্রায় ২৫ টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। ভালো গল্পের চরিত্রে বেশি বেশি কাজ করে দর্শকের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান এই অভিনেত্রী।

শাহরুখকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে আটক ১

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড বাদশা শাহরুখ খানকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি হলেন ছত্তিশগড়ের সেই আইনজীবী, যার মোবাইল নম্বর থেকে শাহরুখকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। যদিও তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন। তবে পুলিশের ডাকে হাজির না হওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি'র প্রতিবেদনে থেকে জানা যায়, গ্রেপ্তার হওয়া ওই আইনজীবীর নাম মুহাম্মদ ফয়জান খান। তাকে ছত্তিশগড়ের রায়পুরের বাসা থেকে গতকাল মঙ্গলবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি পেশায় এক জন আইনজীবী। অবশ্য তার দাবি, গত ২ নভেম্বর তার ফোনটি চুরি হয়ে যায়। এর পর স্থানীয় থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলেন ফয়জান। মুম্বাই পুলিশের তদন্তকারী দলকেও সে কথা জানিয়েছিলেন তিনি। দাবি করেছিলেন, চুরি হয়ে যাওয়া ফোনটি ব্যবহার করে অন্য কেউ শাহরুখকে হুমকি দিয়েছেন। চলতি সপ্তাহেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বান্দ্রা থানায় গিয়ে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল ফয়জানের। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও হাজিরা দেননি তিনি। এর পরেই গতকাল মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ফয়জানের বয়ানে অসঙ্গতি রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদেও পুলিশকে সহায়তা করেননি ফয়জান। তাই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আরও একটি সুখবর দিলেন মেহজাবীন

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর অভিনীত প্রথম সিনেমা 'সাবা' দেশে এখনও মুক্তি না পেলেও ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়া ৪৯তম টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ডিসকভারি প্রোগ্রামে

নির্বাচিত হয়ে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয় সিনেমাটি। এখানেই শেষ হয় নয়, অক্টোবরে ২৯তম বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের 'অ্যা উইন্ডো অন এশিয়ান সিনেমা বিভাগে প্রদর্শীত হয়। এবার আরও একটি সুখবর দিলেন মেহজাবীন। 'সাবা' এবার সৌদি আরবের রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা করবে। সিনেমাটি পরিচালক মাকসুদ হোসাইন জানান, বেশ আগেই সুখবরটি পেয়েছিলেন, কিন্তু বলা বারণ ছিল। গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মাকসুদ বলেন, এটা আমাদের সিনেমার জন্য দারুণ সুখবর। কারণ, এশিয়ার মধ্যে এখন রেড সি চলচ্চিত্র উৎসব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আয়োজনও হয় অনেক বড় পরিসরে। সেখানে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে আমাদের 'সাবা'। এটা আমাদের জন্য সম্মানের। দর্শকদের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার অপেক্ষায় রয়েছি।' উৎসবে প্রতিযোগিতা বিভাগে মনোনয়ন পাওয়া সিনেমার মধ্যে রয়েছে ভারতের 'সুপারবয়েস অব মালেগাঁও', সুইজারল্যান্ডপর্তুগালের সিনেমা 'হানামি', অস্ট্রিয়ার সিনেমা 'মুন', মিসরের সিনেমা 'স্নো হোয়াইট', তিউনিসিয়ার সিনেমার 'রেড পাথ', ইরানের সিনেমা 'সিক্স ইন দ্য মর্নিং', সৌদি আরবের সিনেমা 'সাইফি', ইরাকের সিনেমা 'সংস অব আদম' ইত্যাদি। 'সাবা' ছবিটির দৈর্ঘ্য ৯০ মিনিটের। এর আগে টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ডিসকভারি প্রোগ্রামে নির্বাচিত হয় 'সাবা'। পরবর্তী সময়ে বুসান চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেয়। অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর প্রথম চলচ্চিত্র 'সাবা'। এতে নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। মেহজাবীন ফেসবুকে লিখেছেন, 'দারুণ একটা উৎসবে আমাদের সিনেমাটি প্রতিযোগিতা করছে। অভিনন্দন পুরো টিম।' দীর্ঘদিন ধরে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করছেন মাকসুদ হোসেন। নির্মাণের পাশাপাশি চিত্রনাট্যকার হিসেবেও তিনি পরিচিত। বর্তমানে 'বেবিমুন' নামে পরবর্তী সিনেমার চিত্রনাট্য করছেন মাকসুদ। তিনি জানান, আগামী ৬ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে উৎসবটি। এখানে ১৫টি সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে বাংলাদেশের 'সাবা'। উৎসবে তারা অংশগ্রহণ করবেন।

গ্রামের পথ ধরে গরু নিয়ে খেতে হালচাষ করতে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। রামচন্দ্রপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া,

রোপা-আমনে দ্বিগুণ স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন কৃষক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারে বিভিন্ন উপজেলার মাঠে মাঠে দুলছে সবুজ রোপা-আমন ধান। এই ধানগুলো এখনো পাকেনি। পাকতে আরও কিছুদিন বাকি। তিন-চার মাস আগে মৌলভীবাজারের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল কৃষকের স্বপ্ন। প্রথম চাষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় চাষে স্বপ্ন বুনছেন কৃষক। এই ক্ষতি এখন দ্বিগুণ উৎসাহে কাটিয়ে উঠেছেন তারা। কৃষকের উদ্যোগে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেতেই আমন ধানের চাষ হয়েছে। দ্বিতীয় চাষে কৃষকের স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আমন। কৃষকরা আশঙ্কা করছেন, দেরিতে চাষে ফসলের উৎপাদন লাভজনক হয় কি না? এ ধরনের প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর জমির আমন ধান পর্যবেক্ষণে রেখেছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ। তবে চলতি বছর বন্যার কারণে প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল লক্ষ্যমাত্রা। জেলার কৃষি বিভাগ জানায়, পানিতে কয়েকদিন তলিয়ে থাকার পরও আগাম জাতের বিনা-১৭ ও ৭, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান-৭৫সহ কিছু জাত টিকে থাকতে পারে। মৌলভীবাজারের সদর উপজেলার স্থানীয় কৃষক আমিন উল্লাহ বলেন, বন্যা আমাদের স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে। ক্ষেতে রোপণ করা হালিচারাগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। এসব জমিতে সম্পূর্ণ নতুনভাবে হালিচারা কিনে রোপণ করা হয়েছে। এতে খরচও দ্বিগুণ হয়েছে। বন্যার আগে এক কিয়ার (৩০ শতক) জমিতে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু বন্যার কারণে সেই জমিতে প্রায় আট হাজার টাকা খরচ পড়েছে।

কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, বন্যাপরবর্তী সময়ে কৃষকের পক্ষে নতুনভাবে বীজতলা তৈরিসহ আবার রোপণ কঠিন হয়ে পড়ে। এরপরও অনেক কৃষক আমনের চারা সংগ্রহ করে রোপণ করেছেন। এতে কৃষকদের বাড়তি টাকা খরচ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কৃষকেরা দেরিতে চাষে কতটুকু ফসল হবেন, তা বিবেচনা করেননি। তবে কাউয়াদীঘি হাওরাঞ্চলে এবার আমন চাষ ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একদিকে বৃষ্টি ও অন্যদিকে বন্যার পানি জমাট বেঁধে কাউয়াদীঘি হাওর পারে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। মনু নদ সেচ প্রকল্পের আওতায় কাউয়াদীঘি হাওরের বাড়তি পানি নিষ্কাশন করার জন্য স্থাপিত পাম্প হাউসের মাধ্যমে সেচ দেওয়া হয়েছে। এতে পানি কিছুটা কমলেও আমন ফসলের মাঠ চাষের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মৌলভীবাজারের উপপরিচালক কৃষিবিদ সামছুদ্দিন আহমেদ জানান, এবারের বন্যায় জেলার ১৫ হাজার ৫০০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।

এর মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে আবার চারা রোপণ করা হয়েছে। এ ছাড়া জলাবদ্ধতার কারণে কাউয়াদীঘি হাওরাঞ্চলে আমনের চাষাবাদ না হওয়ায় প্রায় ২ থেকে আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে রোপা-আমন চাষ হয়নি। এবার সারা জেলায় আমনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ১ হাজার হেক্টর। চাষাবাদ হয়েছে প্রায় ৯৮ হাজার হেক্টর। তিনি আরও বলেন, দেরিতে রোপণ করা ১৪ হাজার হেক্টর জমি আলাদাভাবে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। স্থানীয় কৃষকেরা পুনরায় দ্বিগুণ ধৈর্য ও মনোবলের সঙ্গে বীজ ও চারা সংগ্রহ করে জমি চাষ করেছেন। এখন অপেক্ষার পালা। এই ফসল পাকতে আরও দুই-তিন সপ্তাহ সময় লাগবে।

বরিশালে লম্পট বাবা গ্রেপ্তার

বরিশাল প্রতিবেদক : মেয়েকে ধর্ষনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় লম্পট বাবাকে গ্রেপ্তার করে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘটনাটি জেলার গৌরনদী উপজেলার নলচিড়া ইউনিয়নের বোরাদী গরঙ্গল গ্রামের। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গৌরনদী মডেল থানার এসআই মো. নজরুল ইসলাম তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গত সোমবার দিবাগত রাতে মাদরাসা পড়ুয়া নির্যাতিতা ছাত্রীর (৮) মা বাদি হয়ে লম্পট স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। তাৎক্ষনিক ওই রাতেই অভিযান চালিয়ে লম্পট রুবেল খলিফাকে (৩৮) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত রুবেল ওই গ্রামের মৃত সোবাহান খলিফার ছেলে। এজাহারের বরাত দিয়ে এসআই নজরুল ইসলাম আরো জানান, গত ৪ অক্টোবর ওই শিশুকে তার লম্পট বাবা জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। গ্রেপ্তারকৃত রুবেলকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ ও নির্যাতিতা মাদরাসা ছাত্রীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য বরিশাল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাঞ্ছারামপুরে রাসায়নিক সার, বীজ ও নগদ অর্থ বিতরণ

বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে ২৫৭০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার, বীজ ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে । ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী, পেঁয়াজ, মুসুর, খেসারী ও হাইব্রিড শীতকালীন সবজি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির সাম্প্রতিক বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও বীজ, নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষকদের হাতে প্রণোদনার বীজ ও সার তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মুহাঃ আবুল মনসুর এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ নজরুল ইসলাম। এসময় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ নাছির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ নাছির উদ্দিন জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের রবি মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ২ হাজার ৫শত ৭০জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে রবি ফসল ১৭৭০ জন ও হাইব্রিড সবজী ৮০০ জন সহ মোট ২৫৭০ জন।

পানিফল চাষে খরচ কম, লাভ বেশি

নাটোর প্রতিনিধি : একটা সময় নাটোরের গ্রামাঞ্চলের আনাচে কানাচে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকত কৃষি জমির পাশের জলমগ্ন জমি। বর্ষাকাল ছাড়াও বছরের অধিকাংশ সময় পানি জমে থাকায় সেখানে কোনো চাষ হতো না বললেই চলে। এখন সেই জলমগ্ন পতিত জমিতেই বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে পানিফল। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা। পাশাপাশি প্রাকৃতিকভাবেই ওই জমি থেকে পাওয়া যাচ্ছে দেশি প্রজাতির মাছ। আবার পানিফল চাষের সঙ্গে একই জমিতে মাছ চাষও করছেন কেউ কেউ। ফলে জলমগ্ন এসব পতিত জমি কৃষকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এক বড় উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষি বিভাগ থেকে সহযোগিতা দেওয়া হলে পানিফল চাষ আরও লাভজনক হবে বলে মনে করছেন চাষিরা। আর কৃষি বিভাগ বলছে, দেশের খাদ্য চাহিদা মেটানোসহ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে দেশের কোনো জমি আর পতিত রাখা যাবে না। জমিগুলোতে কৃষি কাজের জন্য সময়োপযোগী ফসল চাষের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তবেই কৃষি অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ হবে দেশ। এজন্য কৃষি বিভাগ থেকে পরামর্শসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে। নাটোর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, জেলায় এবার জলমগ্ন ১০ হেক্টর জমিতে পানি-ফল চাষ হয়েছে। তবে জেলার সদর উপজেলা, নলডাঙ্গা, সিংড়া ও গুরদাসপুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি পানিফল চাষ হয়েছে। অন্যান্য উপজেলায় একটু কম চাষ হয়েছে। সূত্র জানায়, জলমগ্ন এসব জমিতে প্রায় সারা বছর পানি জমে থাকে।

এসব জমিতে জ্যৈষ্ঠ মাসে পানিফলের চারা রোপণ করা হয়। চার মাস পর থেকে ফল আসা শুরু হয় এবং আশ্বিন মাসের প্রথম দিকে ফল তুলে বিক্রি করা শুরু হয়।

চার বছরেও চালু হয়নি পানি শোধনাগার

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : হাজার টাকা খরচ করে ১৯০ ফুট পাইপ বসানোর পরও নলকুপের পানি আয়রন মুক্ত করতে পারিনি। অবশেষে আয়রনযুক্ত পানি ব্যবহার করতে হচ্ছে। ২০২০ সাল থেকে শুনে আসছি পৌর সভায় পানি শোধনাগার নিমার্ণ হচ্ছে। এটি চালু হয়ে গেলে সুপেয় পানির অভাব আর থাকবে না। কিন্তু দীর্ঘ চার বছরেরও চালু হয়নি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ পৌর পানি শোধনাগারটি। যার কারনে পৌরবাসি পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছে। কথাগুলো বলেন পৌর সভার ৮ নং ওয়ার্ডের আবু সাঈদ মিয়া। তার ভাষ্য ২১ বছর ধরে পৌরবাসি নাগরিক সেবা ময়লা আর্বজনা, লাইটিং, রাস্তাঘাট, ড্রেনেস ব্যবস্থাপনা এমনকি সুপেয় পানি সরবরাহ হতে বঞ্চিত রয়েছে। ২০০৩ সালে স্থাপিত হয় গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ পৌরসভা। নানাবিধ কারনে আজ পৌরসভাটি প্রথম শ্রেনিতে উন্নীত হতে পারেনি। সে কারনে পৌরবাসি নাগরিক সেবা হতে অনেকটা বঞ্চিত রয়েছে। পৌরবাসির কর ছাড়া পৌরসভা অচল। আবার পৌরসেবা প্রদান না করলে কর দিচ্ছে না পৌর নাগরিকগণ বলেন সাবেক কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান হাবিব। তার ভাষ্য দীর্ঘদিন পর আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে পৌরসভাটি। অল্প সময়ের মধ্যে সকল সমস্যা সমাধানের আশু সম্ভাবনা রয়েছে। পৌরসভার আরেক নাগরিক জাফর আলী সরকার যাদু অক্ষেপ করে বলেন, নামে মাত্র এটি পৌরসভা। পৌর নাগরিকদের একটি সেবা আজও নিশ্চিত হয়নি। বিগত ২১ বছরের পানীয় জলের সংকট দুর করতে পারেনি পৌরসভা। সে কারনে পৌরবাসি সুপেয় পানির অভাবে ভুগছে। পানি সরবরাহের অভাবে পাবলিক টয়েলেট, মসজিদ, মন্দির, হাট-বাজার, বাসষ্টান্ডে সুবিধাভোগি মানুষজন নানাবিধ কষ্ট করে আসছেন। উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালে পৌরসভার পূর্ব বাইপাস মোড়ে ৩৪ শতক জমির ওপর পৌর পানি শোধনাগারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে ৪ কোটি ৫৩ লাখ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মাণ হচ্ছে। ২০০ ঘন মিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন এই পানি শোধনাগারটি নির্মাণ করছেন মার্স কনসোটিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার লোকমান হোসেন বলেন, পানি শোধনাগারটি নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এখন পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে। আরেকটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাইপ বসানোর কাজ করছে। পাইপ বসানো শেষ হতে পানি সরবরাহ চালু করা হবে। আশা করা হচ্ছে ২০২৫ সালের শুরুতেই এটি চালু হবে।

আগামি এক বছর মার্স কনসোটিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড এটি তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মো. খোকন রানা বলেন, পৌর পানি শোধনাগারটি চালু হলে ৭০০ পরিবার সুপেয় পানি সুবিধাভোগ করবেন। শুরুতেই ৪০০ পরিবারের চাহিদা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এটি বাড়িয়ে ৭০০ পরিবারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন ৩০০ পরিবারের বাসায় পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে। অল্প সময়ের মধ্যে পানি সরবরাহ চালু করা হবে। শোধনাগারটি চালু হলে পৌরসভায় পানীয় জলের সংকট অনেকটা দুর হবে। সাবেক মেয়র মো. আব্দুর রশিদ রেজা সরকার ডাবলু বলেন রাজনৈতিক বৈষম্যের কারনে এই পৌরসভাটির নাগরিক সেবাসমুহ অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। নানাবিধ চড়াই উতরাই পেরিয়ে একটি বড় প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে পৌরবাসির সকল নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভাব হবে। পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নিবার্হী অফিসার মো. নাজির হোসেন বলেন, সবেমাত্র দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে। দেখা যাক কতটা নাগরিক সেবা প্রদান করা সম্ভাব হয়। অল্প সময়ের মধ্যে পৌর পানি শোধনাগারটি চালু করা হবে। পৌরকর আদায় ছাড়া পৌরসভার উন্নয়ন সম্ভাব নয়। সেক্ষেত্রে সেবা প্রদান নিশ্চিত না করলে কর আদায় হচ্ছে না।

কোটালীপাড়ায় ৩ পাখি শিকারীকে সাজা

কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় ৩ পাখি শিকারীকে কে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রতীক দত্ত এ সাজা প্রদান করেন। এ সময় বন ভবন ঢাকার বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের পরিদর্শক অসীম মল্লিক, আব্দুল্লাহ-আস-সাদিক উপস্থিত ছিলেন। প্রতীক দত্ত বলেন, বন ভবন ঢাকার বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের সহযোগিতায় উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের হাজরাবাড়ি গ্রামের বটতলায় অভিযান চালিয়ে ৪০ টি অতিথি পাখিসহ শিমুলবাড়ী গ্রামের মহেন্দ্র বল্লভের ছেলে সুনীল বল্লভ (৫৩), ঘাঘরকান্দা গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে মহিদুল ইসলাম (২৬) ও হাতেম আলী (২২) কে আটক করা হয়। এদের মধ্যে সুনীল বল্লভ কে ১ মাস ও মহিদুল ইসলাম এবং হাতেম আলীকে ১৫ দিন করে সাজা প্রদান করা হয়েছে। জব্দকৃত অতিথি পাখিগুলো হাজরাবাড়ির বিলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের পরিদর্শক অসীম মল্লিক। তিনি বলেন, দেশব্যাপী আমাদের এই ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

রাণীনগরে গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগর থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। গত সোমবার রাতে উপজেলার লোহাচুড়িয়া বিলপাড় এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদক মামলা রুজু করে গতকাল মঙ্গলবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারিকুল ইসলাম জানান,মাদক বিক্রি হচ্ছে,এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত সোমবার রাতে উপজেলার লোহাচুড়িয়া বিলপাড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

নাসিরনগরে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে নাসিরনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার দিনব্যাপী স্থানীয় উপজেলা মডেল মসজিদ মিলনায়তনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার হাফেজে কোরআন ছাত্ররা তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। উপজেলা শাখার সভাপতি ও উপজেলা কমপ্লেক্স মসজিদের খতিব মূফতি মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা রেদোয়ান আহমেদের সঞ্চালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সিনিয়র সহ-সভাপতি হাফেজ মোশাররফ হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সেক্রেটারী হাফেজ মোবারক হোসাইন,হাফেজ হোসাইন আহমেদ,মূফতি আবুল খায়ের মিসবাহ, মূফতি জালাল আহমেদ, মূফতি আবদুল বারী, মাওলানা আবদুল আওয়াল, মাওলানা সাদেকুল ইসলাম, হাফেজ মাওলানা আতাউর রহমান, হাফেজ জসিম, এস এম শহীদুল্লাহ। প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৫ পারা, ১০ পারা,২০ পারা এবং ৩০ পারা গ্রুপে ১০৩ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আগত হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশনের বিচারকদের বিচার কার্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে এক দোয়ার মাধ্যমে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা সমাপ্তি হয়। হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় হুফফাজুল কুরআন ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিগন, ওলামায়ে কেরামগনসহ বিভিন্ন মাদ্রাসার হাফেজগণ উপস্থিত ছিলেন।

মান্দায় ইজারাকৃত বিলের মাছ হরিলুটের অভিযোগ

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় ইজারা নেওয়া একটি বিলের মাছ হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে। লুটকারীরা বিল থেকে অন্তত ৮ থেকে ৯ লাখ টাকার লুট করে মাছ নিয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার কুরকুচি বিলে মাছ লুটের এ ঘটনা ঘটে। বিল ইজারাদার পরিতোষ চন্দ্র হালদার বলেন, এক নম্বর খতিয়ানভুক্ত ৩৮ দশমিক ৯৪ একর আয়তনের কুরকুচি বিল বাংলা ১৪৩১ সন থেকে ১৪৩৩ সন পর্যন্ত ইজারা দেন জেলা জলমহাল ইজারা কমিটি। সর্বোচ্চ ১১ লাখ মূল্যে বিলটি ইজারা নেয় ঘোনা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। ইজারাদার পরিতোষ হালদার আরও বলেন, ইজারা নেওয়ার পর বিলটিতে খাবার, পরিচর্যা ও পাহারা বসিয়ে মাছ চাষ করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ করেই মান্দা উপজেলার শালদহ, ঘোনা, ভারশোঁ ও মশিদপুর এবং রাজশাহীর তানোর উপজেলার বিহারুল, মির্জাপুর ও মাদারিপুরসহ আশপাশ গ্রামের শতাধিক লোকজন নৌকা ও জাল নিয়ে বিলে প্রবেশ করে। এর পর তারা বিল থেকে অন্তত ৮ থেকে ৯ লাখ টাকার মাছ লুট করে নিয়ে যায়। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে তাৎক্ষনিক অবহিত করা হয়েছে। জানতে চাইলে মাছ লুটের নেতৃত্ব দেওয়া বিহারুল গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল মান্নান বলেন, এতদিন আওয়ামী লীগের লোকজন বিলটি দখলে রেখে মাছ লুটেপুটে খাচ্ছিল। এতে করে এলাকার মৎস্যজীবীরা মাছ শিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এখন সময় বদলে গেছে। তাই প্রকৃত মৎস্যজীবীরা ওই বিল থেকে মাছ শিকার করে নিয়ে গেছে। বিলটি ইজারা না দিয়ে পুনরায় উন্মুক্ত করার দাবী করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ আলম মিয়া বলেন, সংবাদ পেয়ে বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসি ল্যাণ্ডকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সীতাকুণ্ডে রূপবান শিমে বাড়তি আয় কৃষকের

সীতাকুণ্ড প্রতিনিধি : পাহাড়ি ভূমিতে যতদূর চোখ যায় ফুটে আছে রূপবান শিমের ফুল। কোথাও থোকা থোকা ঝুলছে বেগুনি রঙের শিম। আবার কোথাও থোকা থেকে সদ্য ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের কেউ কেউ বাজারে বিক্রির জন্য শিম তুলছেন। আবার কেউ শিমের লতা পরিচর্যায় ব্যস্ত। এমন চিত্র দেখা গেছে সীতাকুণ্ডের কুমিরা ইউনিয়নের বড় কুমিরা পাহাড়ে। রূপবান জাতের এ শিম গ্রীষ্মকালে লাগানো হয় বলে একে গ্রীষ্মকালীন শিম বলা হয়। জানা গেছে, পাহাড়ে শিম আবাদ করে সফলতা পেয়েছেন শত শত কৃষক। উপজেলার ছোটদারোগার হাট থেকে শুরু করে ছলিমপুর পর্যন্ত চার শতাধিক স্পটে পাহাড়জুড়ে এ শিম চাষ করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন বিভিন্ন জাতের শিমের উৎপাদন করে স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করছেন চাষিরা। ধর্মপুর এলাকার কৃষক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমরা পাহাড়ে নানা রকম কৃষি উৎপাদন শুরু করি। কাউকে খাজনা বা টাকা দেওয়া লাগে না। নেই কোনো সেচ দেওয়ার চিন্তা।’ সীতাকুণ্ড উপজেলা শিম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। সীতাকুণ্ডের শীতকালীন শিম বিশেষ করে ছুরি, লইট্টা, বাঁটা শিমের চাহিদা বেশি। কিন্তু গ্রীষ্মকালীন শিমও সুস্বাদু ও লাভজনক হওয়ায় দিন দিন এর চাষ বাড়ছে। উপজেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে সীতাকুণ্ড উপজেলায় গ্রীষ্মকালীন শিমের চাষ হয়েছিল ২৮ হেক্টর জমিতে। চলতি বছর তা বেড়ে ৩০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। কৃষক জাহাঙ্গীর আলম এবং দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমরা বিগত প্রায় ১০ বছর ধরে পাহাড়ে গ্রীষ্মকালীন শিম চাষ করে আসছি। এ শিম ওঠার শুরুতে প্রতি কেজি বিক্রি করেছি ১৬০-১৭০ টাকা। এখনো ১৪০ টাকা দরে শিম বিক্রি হচ্ছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের পাইকাররা এসে এ শিম নিয়ে যাচ্ছেন।’ স্থানীয়রা জানান, সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে শিম চাষ হয়। দুর্গম হওয়ায় উৎপাদন খরচ কিছুটা বেশি। বর্ষায় সমতলে অতিবৃষ্টিতে পানি জমে শিমের লতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পাহাড়ে পানি জমে থাকে না।

ফলে শিম গাছ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পাহাড়ে এ শিমের চাষ বাড়তে থাকায় অনাবাদি জমির পরিমাণও কমছে। রূপবান শিমের ফলন শীতকালীন শিমের চেয়েও দীর্ঘসময় ধরে পাওয়া যায়। ফলে এ শিমে লাভও বেশি। উপজেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, সীতাকুণ্ডে গ্রীষ্মকালীন রূপবান শিম চাষ করেছেন প্রায় ৩০০ কৃষক।

মঙ্গলপুর গ্রামে সব আছে নেই শুধু মানুষ!

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : কালীগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দুরে একটি গ্রামে কোন মানুষ বসবাস করে না। এভাবে পড়ে রয়েছে বছরের পর বছর। এদিকে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৪৬০ বর্গকিলো মিটারের দেশ যখন জনসংখ্যার চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন পুরো একটি গ্রাম শত শত বছর ধরে পড়ে আছে জনশূন্য। বাংলাদেশে এমন একটি গ্রাম রয়েছে যেই গ্রামে কোনো মানুষ বসবাস করে না। আছে ফসলি জমি, পুকুর ও সবুজ বৃক্ষ। নেই শুধু মানুষের কোলাহল। গ্রামটির নাম নাম মঙ্গলপুর। উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নে রয়েছে এই গ্রামটি। সরকারি নথিতে গ্রামটির সুস্পষ্ট অস্তিত্বও রয়েছে। জনশ্রুতি আছে, বহুবছর পূর্বে এই গ্রামের মানুষের মধ্যে ‘অমঙ্গল’ আতঙ্ক ভর করেছিলো। তখন গ্রাম ছেড়ে চলে যায় মানুষ। সেই থেকে গ্রামটি মানুষ শূন্য। এখনো গ্রামজুড়ে রয়েছে ধান, মসুরি, আঁখসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত এবং ফলের বাগান। রয়েছে বেশ কয়েকটি বসতভিটার ধ্বংসাবশেষ, বেশ কিছু পুকুরও। যা প্রমান করে এককালে এখানে মানুষের বাস ছিল খুব ভালোভাবেই। তবে কেন এখানে কেউ বাস করে না? এমন প্রশ্ন আপনার মনেও নিশ্চয় জেগে উঠছে বারবার। চলুন জেনে নেয়া যাক এর নেপথ্যের কাহিনী। এ ব্যাপারে এলাকার প্রবিন ব্যক্তিরা জানান, ১০০ বছর পূর্বে মঙ্গলপুর গ্রামে মহামারি আকারে কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এতে অনেক মানুষ মারা যান। আতঙ্কে অন্যরা আশপাশের গ্রামে আশ্রয় নেন। কিছু পরিবার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে যান। মঙ্গলপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিল। গ্রামে যখন কলেরা মহামারি আকার ধারণ করে তখন অনেক মানুষ মারা যান। ওই সময় গ্রামে একটা কথা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের খাল-বিল, পুকুর-কুয়ার পানি নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে থাকলে সবাইকে মরতে হবে। এই প্রচারের পর গ্রামের মানুষ দল বেঁধে ভারতে চলে যায়। কিছু মানুষ পাশের গ্রাম গুলোতে চলে গিয়েছিল, যারা পরে অন্যত্র চলে গেছেন।বর্তমানে যারা কৃষি ফসল চাষ করে তারা কেউ মাঠে একা যায় না। ক্ষেতের কাজ করার সময় সবাই দলবদ্ধ হয়ে একসাথে মাঠের কাজ করে থাকে। এসব অনেক অনেক বছর আগেকার কথা। তবে তারও অনেক পরে, আজ থেকে ৮০-৯০ বছর আগে হাজরা ঠাকুর, নিপিন ঠাকুররা কয়েক ঘর এখানে বসবাস করতেন। তারা মারা যাওয়ার পর সর্বশেষ তাদের পরিবারের নেটো ঠাকুর নামের একজন মঙ্গলপুরে থাকতেন, তিনি পরবর্তীতে খুন হলে গ্রামটি সম্পূণ´ভাবে মানুষ শূন্য হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলে মঙ্গল পাঠান নামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তার নামেই পরবর্তীতে গ্রামটির নামকরণ করা হয় মঙ্গলপুর। মঙ্গল পাঠানের তিন একর জমির উপর ছিল বিশাল এক বাড়ি। বাড়ির চারদিকে উঁচু করে ৩০ থেকে ৪০ ইঞ্চি চওড়া মাটির প্রাচীর ছিল। পাশের পুকুরের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়েও বাড়ির ভেতরের কাউকে দেখা যেত না। তার পরিবার ছিল খুবই পর্দাশীল। বাড়ির মেয়েরা কখনো বাইরে বের হতো না। এমনকি বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখাও দিতেন না। মঙ্গলপাঠান একসময় সেখানেই মারা যান। তার কবর এখনো রয়েছে এই গ্রামে। এক সময়ের কোলাহলপূর্ণ গ্রাম কী কারণে এমন মানবশূন্য হয়ে গেল তা ঠিক কেউই বলতে পারে না। আর সময়টাও অনেক বয়ে গেছে। তাই এই প্রজন্মের কেউ এই ব্যাপারে খোঁজও রাখেন না। তবে সবচেয়ে প্রচলিত কারণ হচ্ছে-এক সময় এখানে কলেরা এবং গুটি বসন্ত দেখা দিলে গ্রামের মানুষ মারা যেতে থাকে। এর মধ্যে বেশির ভাগই ছিল শিশু। ডাক্তার-কবিরাজ, ওঝা, ওষুধ-ঝাড়ফুঁক কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে কোনো দৈব শক্তির কারণে এমনটা হচ্ছে। এখানে থাকলে তারা কেউই বাঁচবে না। তাই সবাই সব রেখেই গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। পরবর্তীতে তাদের উত্তরসূরিরা এসে তাদের জমি পাশের গ্রামের মানুষের কাছে বিক্রি করে দিয়ে যেন ঝামেলা মুক্ত হয়। তারাই এখন এই সব জমিতে চাষাবাদ করছেন। তবে বসতি গড়েননি কেউ। এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের সূত্রে জানা যায়, এলাঙ্গী ইউনিয়নটি ১৬টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে মঙ্গলপুর একটি। কিন্তু সেখানে কেউ বসবাস করে না। বিশেষকরে কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও চৌগাছা উপজেলার সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম এই মঙ্গলপুর। এলাঙ্গী ভূমি অফিসের সূত্রানুসারে, মঙ্গলপুর গ্রামটি ৬৬ নম্বর মঙ্গলপুর মৌজায় অবস্থিত। এই মৌজায় একটিই গ্রাম রয়েছে। গ্রামে ২০৬ টি খতিয়ানভুক্ত জমি আছে। কিন্তু কোনো পরিবার নেই। এই মঙ্গলপুর গ্রামে সাধারনত কেউ ভয়ে যায় না যেহেতু কোন মানুষ এ গ্রামে বসবাস করে না।

সেতু মেরামতের আশায় বীরগঞ্জের ৬গ্রামের মানুষ

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার ৮নং ভোগনগর ইউনিয়নের সিংড়া শালবন জাতীয় উদ্যান এবং প্রায় ৬টি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তায় সেতু নির্মাণ করলেও তা কাজে আসছে না। নির্মানের কয়েক বছরের মধ্যে বন্যায় ভেঙ্গে যায় সেতু। দুই বছর অতিক্রম হওয়ার পরেও সেই ভেঙ্গে যাওয়া সেতুর মেরামতের আশায় দিন গুণছেন এলাকাবাসী। তবে, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেতুর মেরামত কার্যক্রম শুরু হয়নি। এ কারণে ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, শিক্ষার্থী সহ ৬ টি গ্রামের হাজারো মানুষ। স্থানীয়রা জানায়, অনিয়মের মধ্য দিয়ে সেতু তৈরীর ফলেই নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যেই বন্যায় ভেঙ্গে গেছে সেতুটি। এরপর থেকেই সেতুটি ব্যবহারের উপযোগী না হয়ে পড়ে, ফলে এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে যায়। এরপর বছরের পর বছর গেলেও সেতুটি সংস্কার বা পুনঃ নির্মানের ব্যবস্থা করেনি কেউ। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সেতুটির পাশে থাকা মাটি সরে গিয়ে মাঝ বরাবর গভীর গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে সেতুটির কাঠামো বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে যাতায়াতের জন্য সেতুটি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সেতুর মূল অংশে চলাচল করতে পারছেন না তারা, ফলে বাধ্য হয়ে আশপাশের বাড়ির উঠানের ভিতর দিয়ে বা জমির মাঝ দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে পুকুর বা খালের পাশ দিয়ে প্রায় বিপজ্জনকভাবে চলাচল করতে হয়। সেতুর এই অবস্থা এলাকার মানুষজনের জন্য খুবই অস্বস্তিকর এবং বিপদজনক হয়ে উঠেছে। চাউলিয়া গ্রামের মোহন্ত চন্দ্র রায় জানান, হাট-বাজার বা উপজেলা শহরে যাওয়ার জন্য বর্তমানে প্রায় ৪ কিলোমিটার অতিরিক্ত পথ ঘুরে চলাচল করতে হচ্ছে। এতে সময় এবং শক্তি দুটোই ব্যয় হচ্ছে, ফলে দৈনন্দিন কাজকর্মে বিশাল বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সিংড়া গ্রামের প্রমিলা রানী বলেন, এটা আমাদের জন্য সত্যিই খুব কষ্টকর। বর্ষায় গর্তে পানি জমে যাতায়াত আরো কঠিন হয়ে ওঠে, এমনকি ভারী বৃষ্টি হলে গর্তে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, ফলে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ধামইরহাটে পলিথিনের ব্যবহার রোধে বণিক সমিতির মতবিনিময়

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে পলিথিন এর ব্যবহার রোধে ধামইরহাট বাজার বণিক সমিতির সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। ধামইরহাট বাজারের ব্যবসায়ীগণ নিজ উদ্যোগে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে আসলে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় উপজেলা নির্বাহ অফিসারের সভাকক্ষে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ধামইরহাট বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মোঃ কোরবান আলী দেলোয়ার, সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সামু প্রসাদ সাহা, কাপড় ব্যবসায়ী আব্দুর রউফ, সজল হোসেন, পরিবহন ব্যবসায়ী মোঃ আশরাফ হোসেন চৌধুরী শিপন, দুলাল হোসেন, ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী সাখাওয়াত হোসেন, মুদি ব্যবসায়ী আসাদুল্লাহ, ফারুক হোসেন, আল আমিন, উপজেলা ক্যান্টিন ব্লক প্রতিনিধি আবু মুছা স্বপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বল্প সময়ে কোরআন হিফয সম্পন্নকারী দুই ক্ষুদে হাফেজকে সংবর্ধনা

পিরোজপুর প্রতিনিধি : স্বল্প সময়ে পবিত্র কোরআন মাজিদ হিফয সম্পন্ন করায় পিরোজপুরে দুই ক্ষুদে হাফেজকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে পিরোজপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সংবর্ধনার যৌথভাবে আয়োজন করে হ্যাবিট্যাট ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট (এইচডিটি) ও বাবুই নামের দুটি সামাজিক সংগঠন। সংবর্ধিত হাফেজ দু’জন হলেন নাফিউল ইসলাম নিয়াজ ও খান আহসান আহমেদ। নাফিউল পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার মশিউল আলমের পুত্র এবং আহসান পিরোজপুর সদর উপজেলার শংকরপাশা গ্রামের মোঃ জাকির হোসেন খান এর পুত্র। এরা দুজনই পিরোজপুরের তানজিমুল উম্মাহ মাদ্রাসার ছাত্র। হাফেজ নাফিউল ৮ মাসে ও আহসান ৯ মাসে পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন। এইচডিটি এর পরিচালক মেহেদী হাসান এর সভাপতিত্বে ও বাবুই সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হাছিবুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর পিরোজপুরের উপ-পরিচালক ইকবাল কবির এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিরোজপুর প্রেসক্লাব সভাপতি এস. এম. রেজাউল ইসলাম শামীম, সাধারণ সম্পাদক এস. এম. তানভীর আহমেদ ও তানজিমুল উম্মাহ হিফজ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুল হাদী। ওই দুই ক্ষুদে হাফেজকে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে ক্রেস্ট, বইসহ উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়।

গোমস্তাপুরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে টিফিন বক্স বিতরণ

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১৮৮ টি টিফিন বক্স বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা সভাকক্ষে এ উপলক্ষে বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পথের ধারে বিক্রি হচ্ছে পানিফল। রানীবাজার, কুমিল্লা,

আর্জেন্টিনার জার্সির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিলো প্যারাগুয়ে

স্পোর্টর্স ডেস্ক : পায়ের জাদুতে কোটি ভক্তের হৃদয় জিতেছেন লিওনেল মেসি। ফুটবলে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে চিরশত্রুকেও সমর্থক বানিয়ে ফেলতে পারেন এই আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। যে কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শত শত ভক্ত ইন্টার মিয়ামি তারকার। মেসির খেলা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন ফুটবলভক্ত; গুণতে থাকেন ক্ষণ। দূরদুরান্ত ছুটে আসেন প্রিয় তারকার খেলা দেখতে। এমনও দেখা যায়, পুরো গ্যালারিই ভরে গেছে মেসি আর আর্জেন্টিনার জার্সিতে। খেলা যে প্রতিপক্ষের মাঠে হচ্ছে, গ্যালারির এমন অবস্থা দেখে সেটাও নির্ণয় করার উপায় থাকে না। মেসির কারণেই বিশ্বজুড়ে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের সংখ্যাও বহু। আকাশী-সাদাদের খেলা দারুণভাবেই উপভোগ করেন তারা। কিছুক্ষণ পরপরই ধারাভাষ্যকারের মুখে উচ্চারিত 'মেসি-মেসি' শব্দ শুনতেই যেন আবেগতাড়িত হন তারা। আর্জেন্টিনার খেলা দেখতে দেখতে মানুষের ভালোবাসা জন্মেছে অ্যানহেল ডি মারিয়া, লাউতারো মার্টিনেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, হুলিয়ান আলভারেজ, এমিলিয়ানো মার্টিনেজদের প্রতিও। এসব তারকারা যেসব ক্লাবে খেলেন, সেসব ক্লাবের ভক্তও বাড়ছে দিনেদিনে। যে কারণে অনেককে এসব ক্লাবের জার্সি গায়েও খেলা দেখতে আসতে দেখা যায়। এবার মেসি ও আর্জেন্টিনার জার্সি নিয়ে অদ্ভুত এক নিয়ম করলো প্যারাগুয়ে ফুটবল ফেডারেশন।

সংস্থাটি জানায়, আগামী ১৫ নভেম্বর ভোরে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটিতে স্থানীয় কোনো দর্শক মেসি ও আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারবেন না। উল্লেখ্য, নভেম্বর উইন্ডোতে ২০২৬ বিশ্বকাপ লাতিন আমেরিকা বাছাইপর্বে দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ১৫ নভেম্বরের ম্যাচে মেসিদের আতিথেয়তা দেবে প্যারাগুয়ে। এই ম্যাচেই কার্যকর করা হবে অদ্ভুত এই নিয়ম। আলবিসেলেস্তাদের পরের ম্যাচ পেরুর বিপক্ষে নিজেদের ঘরের মাঠে ২০ নভেম্বর। মেসি ও আর্জেন্টিনার জার্সিতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্যারাগুয়ের ফুটবল ফেডারেশনের লাইসেন্সিং ম্যানেজার ফার্নান্দো ভিলাসবোয়া। তিনি বলেন, 'আমরা এরই মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কবার্তা দিয়েছি। আমরা প্যারাগুয়ে কিংবা নিরপেক্ষ জার্সি ছাড়া গ্যালারির স্বাগতিক সমর্থকদের অংশে প্রবেশের অনুমতি দেবো না। প্রতিপক্ষের জার্সি পরে যারা আসবেন, তারা থাকতে পারবেন না।' স্টেডিয়ামে খুব স্বাভাবিকভাবেই মেসিভক্তরা শোরগোল করেন বেশি। স্থানীয় কোনো দর্শক প্রতিপক্ষ দলের সমর্থন করবে, এটা মেনে নিতে পারছে না প্যারাগুয়ে। সে কারণেই মেসি ও আর্জেন্টিনার জার্সি নিষিদ্ধের উদ্যোগ নিয়ে দেশটি। এমনকি আর্জেন্টিনার কোনো ফুটবলারের ক্লাবের জার্সি পরিহিত কাউকেও গ্যালারিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে ভিলাসবোয়া বলেন, 'যেসব ক্লাবের জার্সিতে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নাম থাকবে, সেগুলোকেও আমরা অনুমতি দেবো না।' ভিলাসবোয়া জানান, বিশেষ কোনো খেলোয়াড়কে উদ্দেশ্য করে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফেডারেশনের লাইসেন্সিং ম্যানেজার বলেন, 'এটা নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড়ের বিপক্ষে অবস্থান নয়। ফুটবলারদের ক্যারিয়ারের প্রতি আমাদের সম্মান আছে। এটা শুধু আমাদের ঘরের মাঠে সুবিধা পাওয়ার জন্য জরুরিভাবে নেওয়া।' মেসিদের জার্সি গায়ে জড়ানোয় নিষেধাজ্ঞার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। আগেও এমনটা হয়েছিল। যদিও সেটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল না। নিষিদ্ধ হয়েছিল ইন্টার মিয়ামিতে মেসির '১০ নম্বর' জার্সি। গেল মার্চে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন কাপের ম্যাচে গ্যালারির নির্দিষ্ট কিছু অংশে প্রতিপক্ষের জার্সি নিষিদ্ধ করেছিল প্রতিপক্ষ ক্লাব ন্যাশভিলে।

বার্সার জয়রথ থামাল সোসিয়েদাদ

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি মৌসুমে প্রতিপক্ষকে নিয়ে ছেলেখেলা করাটা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে বার্সেলোনা। তাই কোনো ম্যাচে তাদের হেরে যাওয়া কিংবা গোলহীন থাকাটা এখন বিস্ময়করই বটে। তেমনই এক দুঃস্বপ্নের রাত রিয়াল সোসিয়েদাদের কাছ থেকে উপহার পেল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। টানা সাত ম্যাচে জয়রথের গতকাল রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে কাতালানরা। মৌসুমে এটি তাদের দ্বিতীয় হার। ৩৩ মিনিটে সোয়েসিয়েদাদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন শেরালদো বেকার। পুরো ম্যাচে বিবর্ণ বার্সেলোনা ১৩ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল? রবার্ট লেভানদোস্কির সেই গোল বাতিল হয় ভিএআরে। এর পরেই বাঁধে বিপত্তি। রেফারির এই সিদ্ধান্তকেই ভুল বলছেন বার্সা কোচ ফ্লিক। যদিও রিপ্লেতে দেখা যায় লেভানদোস্কির বুটের সামান্য অংশ ছিলো অফসাইডে। ম্যাচ শেষে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, 'আমি ছবিটি দেখেছি এবং সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। এটা বৈধ গোল ছিল। বাতিল করাটা পাগলামি হয়েছে। গোলটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তবে এটা আমাদের মেনে নিতে হবে। আমাদের রেফারিকে দোষ দেওয়া উচিত হবে না। আমরা সবাই মানুষ, আমাদের সবারই ভুল হয়। আজকের ভুলটা বড় ছিল।'

হারলেও শীর্ষস্থান ঠিকই ধরে রেখেছে বার্সা। ১৩ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তারা। ১২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল।

আর্জেন্টিনার শীর্ষ লিগে মাঠে নামলো ইউটিউবার

স্পোর্টর্স ডেস্ক : প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার স্বার্থে চাঞ্চল্যকর ও বিতর্কিত কৌশলের আশ্রয় নিতে দেখা যায় হর-হামেশা। কিন্তু তাই বলে আর্জেন্টিনার মতো ফুটবল-জনপ্রিয় দেশের শীর্ষ লিগে এমন কিছু ঘটতে পারে! এমনই অবাক করা এক ঘটনা ঘটেছে আর্জেন্টিনার ঘরোয়া ফুটবলের শীর্ষ লিগে। একজন তারকা ইউটিউবারকে ম্যাচ খেলানো নিয়ে দেশটিতে তুলকালাম চলছে। জানা গেছে, ক্লাবের প্রচারণার অংশ হিসেবে তাকে মাঠে নামানো হয়। যদিও ওই ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার মাঠে ছিলেন এক মিনিটেরও (মাত্র ৫০ সেকেন্ড) কম। ইভান বুয়াখেরুক ফার্নান্দেজ নামের (স্প্রিন নামেও পরিচিত) ওই ইউটিউবারকে রিয়েস্ত্রা ক্লাব মাঠে নামায় স্ট্রাইকার পজিশনে। যদিও তিনি একটি বলও স্পর্শ করতে পারেননি। যা নিয়ে দেশটির ফুটবলাঙ্গনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এমনকি আর্জেন্টিনা ফুটবল এসোসিয়েশনের (এএফএ) পরিচালক এথিক্স কোর্টের মাধ্যমে তদন্তেরও ঘোষণা দিয়েছেন। এমন ঘটনাকে 'অপ্রয়োজনীয়', 'নীতিবিরুদ্ধ', 'লজ্জাজনক' ও 'অপমানজনক' নানা মন্তব্যে বিশেষায়িত করছেন সাবেক ফুটবলাররাও। এএফএ এক বার্তায় জানিয়েছে, আর্জেন্টাইন ফুটবলের খ্যাতি ও বিশ্বস্ততায় আঘাত করে এমন যেকোনো ঘটনা অবৈধ, অনৈতিক ও নীতিমালা লঙ্ঘন করে। উল্লেখিত কাউকে দলে যুক্ত করা কোড অব এথিক্সের একটি কিংবা একাধিক নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

চোটের কারণে ছিটকে গেলেন হাসারাঙ্গা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে বড় ধাক্কা শ্রীলঙ্কার জন্য। হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন তারকা অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে বোলিং করার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন হাসারাঙ্গা। তিনি ইতোমধ্যেই কলম্বোতে ফিরে এসে হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে ইনজুরির পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। গত আগস্টেও হ্যামস্ট্রিংয়ে ব্যাথা অনুভব করায় ভারতের বিপক্ষে পুরো সিরিজ খেলতে পারেননি হাসারাঙ্গা। হাসরাঙ্গার জায়গায় দলে নেয়া হয়েছে ৩০ বছর বয়সী অলরাউন্ডার দুশান হেমন্থকে। এখন পর্যন্ত ৫টি আন্তর্জাতিক ওয়ানডে খেলেছেন হেমন্থ। যেখানে ৫ ম্যাচে তার রান ৩৯। এদিকে শ্রীলঙ্কার হাসারাঙ্গার মত ইনজুরির কারণে কিউই শিবির থেকেও ছিটকে গেছেন পেসার লকি ফার্গুসন। ফার্গুসনের বদলে দলে ডাক পেয়েছেন অ্যাডাম মিলনে। আজকে ডাম্বুলা এবং ১৭ ও ১৯ নভেম্বর পাল্লেকেলেতে ৩ ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড।

শিরোপার 'দাবিদার' লিভারপুল, আশা ছেড়ে দিলেন গার্দিওলা

স্পোর্টস ডেস্ক : একদিনে দুই রকম অভিজ্ঞতা হলো ম্যানচেস্টার সিটি ও লিভারপুলের। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন সিটি শিরোপার লড়াই থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়লো। আর জয়ের ধারায় থাকা লিভারপুল উঠে এলো শিরোপার দাবিদার হিসেবে। গত রাতে অ্যানফিল্ডে অ্যাস্টন ভিলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। অণ্য ম্যাচে ব্রাইটনের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেছে সিটি।

এই ফলাফল আর্নে স্লটের লিভারপুলকে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শীর্ষে তুলে দিল। অন্যদিকে সর্বশেষ হারের পর দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল পেপ গার্দিওলার সিটি। ইয়ুর্গেন ক্লপ বিদায় নেওয়ার পর নতুন কোচ স্লটের অধীনে লিগের ১১টি ম্যাচের ৯টিতেই জয় পেয়েছে লিভারপুল। সবমিলিয়ে ১৭ ম্যাচে জয়ের সংখ্যা ১৫টি।

মায়ামি ছাড়ার ইঙ্গিত দিলো মেসি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আর কত দিন ইন্টার মায়ামিতে খেলবেন লিয়োনেল মেসি? ২০২৫ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ক্লাবের। কিন্তু তত দিনও কি মেসিকে দেখা যাবে না আমেরিকার দলের হয়ে খেলতে? ক্লাব বিশ্বকাপে ইন্টার মায়ামিকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ফিফার বিরুদ্ধে। এই বিতর্কের মাঝে মেসির মায়ামি ছাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ২০২৫ সালের ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে মায়ামিকে। তবে তার জন্য তাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়নি। যে হেতু আমেরিকায় এই প্রতিযোগিতা হবে, তাই আয়োজক দেশের ক্লাব হিসাবে সরাসরি খেলার যোগ্যতা পেয়েছে মায়ামি। ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফার এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা শুরু হয়েছে। অভিযোগ, মেসিকে প্রতিযোগিতায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেসির মুখ ব্যবহার করে ব্যবসার জন্য ফিফা নিয়ম ভেঙে এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই বিতর্কের মাঝেই মেসির

ক্লাবে থাকা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মেসি নাকি জানিয়েছেন, বিতর্কের মধ্যে তিনি থাকতে চান না। সেই কারণে তিনি ক্লাব ছাড়তে চান। দলের কোচ তাতা মার্টিনো জোর গলায় বলতে পারছেন না যে মেসি ক্লাবেই থাকবেন। তিনি বলেন, 'আমি জানি না মেসি কত দিন থাকবে। মেসি মায়ামিতে আসার পরে এই দলের চেহারা বদলে গিয়েছে। গত বার আমরা ট্রফি জিতেছি। যে দল মেজর লিগ সকারে সকলের শেষে থাকত সেই দল প্লে-অফ খেলেছে। আগামী মরসুমেও এই ফর্ম ধরে রাখতে চাইব। তার জন্য মেসিকে প্রয়োজন। তবে ও নিজের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিজেই নেবে।' মেসি মায়ামিতে যাওয়ার পর থেকে কয়েক বার তাঁর ক্লাব ছাড়ার জল্পনা শোনা গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত তা সত্যি হয়নি। মেসির খেলা দেখেও মনে হয়নি তিনি মায়ামিতে কোনও সমস্যায় রয়েছেন। বিশেষ করে সুয়ারেস, আলবা ও বুস্কেৎসের সঙ্গে তাঁর জুটি সাফল্য এনেছে। ২০২৬ সালে আমেরিকায় ফুটবল বিশ্বকাপ।

স্বাস্থ্য

ত্বকের ক্যান্সারের ৫ নীরব লক্ষণ

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শেভিংয়ের সময় আপনার গাল থেকে রক্ত ঝরে? অথবা আপনার কি অস্বাভাবিক তিল আছে? অথবা কোনো ব্রণ কি দীর্ঘির্দন ধরে আছে? এসব কিন্তু স্কিনের অর্থাৎ ত্বকের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। এ প্রতিবেদনে ত্বকের ক্যান্সারের ৫টি নীরব লক্ষণ ও ৭টি ঝুঁকি আলোচনা করা হলো।

*** আঁচিল বা তিল**

যখন আপনি ত্বকের ক্যান্সারের কথা ভাববেন, আপনি বাদামি বা কালো আঁচিল বা তিলের ওপর লক্ষ্য করবেন। ত্বকের ক্যান্সারের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। প্রধান প্রধান ধরন হচ্ছে ব্যাসাল সেল, স্কোয়ামাস ও মেলানোমা। ব্যাসাল সেল হচ্ছে সবার্ধিক কমন ধরন। দ্বিতীয় হচ্ছে স্কোয়ামাস সেল, স্কিন ক্যান্সার ফাউন্ডেশন রিপোট ৴অনুসারে। মেলানোমা বিরল, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক। মেলানোমা নির্ণীর্ত হওয়া ১৯ জনের মধ্যে একজন মারা যায়, যেখানে ব্যাসাল সেল বা স্কোয়ামাস ক্যান্সারে আক্রান্ত ৩০০ জনের মধ্যে একজন মারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের একজন খ্যাতনামা সাজির্কল ও কসমেটিক ডামোর্টালজিস্ট অ্যাডেলে হেইমোভিক বলেন, 'সমস্যা শনাক্তকরণ গুরুত্বপূণ৴।' কিছু মেলানোমা তিল বা আঁচিল প্রকৃতপক্ষে ত্বকের বর্ণের মতো হতে পারে অথবা ফ্যাকাশে লাল– তারা অ্যামেলাটিক মেলানোমা নামে পরিচিত। এই টাইপের মেলানোমা শনাক্ত করা চ্যালেঞ্জিং, কারণ আমরা ধারণা করি যে এটি নিরীহ বাম্প। এ কারণে ডামোর্টালজিস্ট দ্বারা নিয়মিত ত্বক পরীক্ষা করা উচিত।

*** শেভিংয়ে সমস্যা**

যদি দেখেন যে শেভ করার পর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তাহলে এটি অবহেলা করার মতো বিষয় নয়। ডা. হেইমোভিক বলেন, 'ব্যাসাল সেল কাসির্নোমা এবং স্কোয়ামাস সেল কাসির্নোমার কারণে শেভিংয়ের পর রক্ত ঝরতে পারে অথবা অন্যান্য ছোট ট্রমা হতে পারে এবং কখনো কখনো কোনো উদ্দীপক ঘটনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূতর্ভাবে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এরকম হয়, কারণ ত্বকের ক্যান্সার ত্বককে সুস্থ ত্বকের তুলনায় অধিক ভঙ্গুর করে।'

*** পারিবারিক ইতিহাস**

মেলানোমা নির্ণীর্ত হওয়া প্রতি দশজনের মধ্যে একজনের মেলানোমার পারিবারিক ইতিহাস থাকে। ফ্যামিলিয়াল ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা পরিবারকে নিদের্শ করে, যেখানে দুই বা তার অধিক ফাস্ট-ডিগ্রি রিলেটিভের (যেমন- মা, বাবা, ভাই, বোন বা সন্তান) মেলানোমা থাকে। ফ্যামিলিয়াল ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা মেলানোমার ঝুঁকি ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করে।

*** চলে যাচ্ছে না এমন ফুসকুড়ি বা ব্রণ**

ডা. হেইমোভিক বলেন, 'ব্যাসালসেল কাসির্নোমা দেখতে সাদা বা ত্বকের মতো রঙের কিংবা ফ্যাকাশে লাল হতে পারে, যা নিজে নিজে চলে যায় না অথবা একই জায়গা আবার হয় না।' সাধারণত ফুসকুড়ি বা ব্রণ দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে নিজে নিজে চলে যায়, যদি কোনো ফুসকুড়ি বা ব্রণের বেশি সময় থাকে, তাহলে তা ডামোর্টালজিস্ট দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিত।

*** নখের ওপর কালো দাগ**

যদি আপনি হাতের আঙুল অথবা পায়ের আঙুলের ওপর কালো ভার্টিকের্ল দাগ দেখেন, তাহলে আপনি ভাবতে পারেন যে কোথাও আঘাত পেয়ে এমন হয়েছে। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করুন। ডা. ওয়াং হাবার্ল স্কিনকেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভেন ওয়াং বলেন, 'যদি নখের ওপর সৃষ্ট দাগটিতে বাদামি বা কালো বণের্র বিভিন্ন শেড থাকে, তাহলে তা উদ্বেগের বিষয়। এ ছাড়া দাগটির দৈঘ্র্য তিন মিলিমিটারের বেশি হবে, যা আরেকটি উদ্বেগীয় বৈশিষ্ট্য।'

*** একটি তিল অন্যগুলোর মতো নয়**

ডা. ওয়াং বলেন, 'অনেক তিলের মাঝে একটি লালচে বা হালকা বাদামি বণের্র তিল ত্বকের ক্যান্সারের একটি লক্ষণ হতে পারে। ত্বকের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সাধারণত একটি তিল অন্যান্যের থেকে আলাদা হবে। তিলের সাধারণ প্যাটানের্র মধ্যে কোনো তিল অস্বাভাবিক বা অপেক্ষাকৃত বড় হলে ডামোর্টালজিস্টের শরণাপন্ন হোন, তিনিই নির্ণয় করতে পারবেন এটি আসলেই ক্যান্সার কিনা।

এই শীতে ঠোঁটের যত্ন নিবেন যেভাবে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শীতের সময়ই ঠোঁটের যত্ন নেওয়াটা একটু বেশিই দরকার, কেননা শীতের আর্দ্রতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠোঁট। এই সময় ঠোঁট ফাটা থেকে শুরু করে ঠোঁটের নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। তাই আসছে শীতে আপনার ঠোঁটে চাই বাড়তি যত্ন। ঠোঁটের বাড়তি যত্নের কথা জানাচ্ছেন নওশীন শর্মিলী। শীত আসতে আর বেশি দেরি নেই। এখনই বইতে শুরু করেছে হিমেল হাওয়া। চারপাশে চলছে শীতকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি। তবে এত আয়োজনের মধ্যেও একটা ভয় সবার মনে থেকেই যায়, আর তা হলো শীতে ঠোঁট ফাটার ভয়। ঠোঁট ফাটলে কষ্ট তো হয়; দেখতেও খুব বাজে লাগে। এ ছাড়া ফাটা ঠোঁটে লিপস্টিক দিলে সেটা আরও বাজে দেখায়। তাই এখন থেকেই ঠোঁটের যত্ন নিতে হবে, যাতে প্রচণ্ড শীতে আপনার ঠোঁট থাকে সুস্থ। ঠোঁট ফাটার অন্যতম কারণ হলো রুক্ষতা। তাই যেভাবেই হোক ঠোঁটের রুক্ষতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এজন্য সবসময় ক্রিম বা ভ্যাসলিন ব্যবহার করুন। রাতে শুতে যাওয়ার আগেও ঠোঁটের পরিচর্যা করতে হবে।

পেশি শক্তিশালী করতে সাঁতার অপরিহার্য

স্বাস্থ্য ডেস্ক : সুস্থ থাকতে চাইলে প্রতিদিন খানিকক্ষণ ব্যায়াম প্রয়োজন আমাদের। দিনের জন্য বরাদ্দ নানা রকম ব্যায়ামের পরিবর্তে সাঁতার কাটলেই কিন্তু সহজ হয়ে যায় এই ব্যায়ামের কাজ। কারণ সাঁতারের মতো ভালো ব্যায়াম খুব কমই আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'মাথা থেকে পায়ের আঙুল'- সাঁতার গোটা শরীরের ব্যায়াম করিয়ে নেয়। এমনকি শুধু পানিতে ভেসে থাকাও শরীরের জন্য ভালো। জেনে নিন সাঁতারের উপকারিতা।

সাঁতার কাটলে হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস সুস্থ থাকে। যারা রোজ সাঁতার কাটেন, তাদের হার্টের সমস্যাও কমে অনেকখানি।

অতিরিক্ত ক্যালোরি বার্ন করতে চাইলে সাঁতারের বিকল্প নেই।

আর্থ্রাইটিসের সমস্যা কিংবা হাঁটু, পায়ের ব্যথা থাকলেও সাঁতার কাটতে পারেন। অনেক সময়ে এই ধরনের রোগে ব্যায়াম করতে সমস্যা হলেও সাঁতারে সাধারণত তা হয় না। অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের মতো রোগে অস্থিসন্ধির যন্ত্রণা, আড়ষ্ট ভাবও কমাতে সাহায্য করে সাঁতার। হতাশা দূর করতে সাঁতার খুবই কার্যকর। ডিমেনশিয়া জাতীয় নানা মানসিক সমস্যায় মস্তিষ্ক ও মন ভালো রাখার অন্যতম উপায় হিসেবে সাঁতারকে বেছে নেন বিশেষজ্ঞরা।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বার্ধক্যজনিত অনিদ্রাও দূর করে সাঁতার। ইনসমনিয়ার মতো সমস্যায় যারা ভোগেন, তারা নিয়মিত সাঁতার কাটলে ভালো থাকবেন। ঘুমও হবে ভালো।

পেশি শক্তিশালী করতে সাঁতার অপরিহার্য।

সতর্কতা হাঁপানির কিংবা সাইনাসের সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তারপর সাঁতার কাটবেন।

গর্ভবতী নারীরা চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। সাঁতার কাটতে গিয়ে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ত্বক। একই সুইমিং পুল একাধিক মানুষ ব্যবহার করার ফলে ত্বকে অ্যালার্জি, র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন অত্যধিক ক্লান্ত থাকলে, ঠাণ্ডা লাগলে কিংবা প্রচণ্ড গরম থেকে এসেই সঙ্গে সঙ্গে পানিতে নামবেন না।

টেস্টিস বা অন্ডকোষের সমস্যা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : টেস্টিস হচ্ছে পুরুষ প্রজনন অঙ্গ। এখানে স্পাম বা শুক্রাণু তৈরি হয় এবং এই স্পাম ৴বা শুক্রাণুর সঙ্গে মেয়েদের ডিম্বাণুর মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়। এই টেস্টিসের সংখ্যা দুটি। এর জন্ম পেটের ভেতর। টেস্টিসদ্বয় শিশুর মায়ের পেটে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিপের দিকে নামতে থাকে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূবের্ই অন্ডকোষ (স্ক্রটাম) থলিতে অবস্থান নেয়।

টেস্টিস বা অন্ডকোষের কী কী অসুখ হতে পারে :

১। টেস্টিস সঠিক স্থানে না আসা, টেস্টিস অন্ডকোষ থলিতে না এসে পেটে বা অন্য কোনো স্থানে নামার সময় আটকে যেতে পারে। এই ধরনের অসুখের ফলে টেস্টিসের বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এবং প্রজনন ক্ষতা নষ্ট হয়ে যায়। আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। সবোর্পরি টেস্টিসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

অতএব, পিতামাতার উচিত এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা এবং অতিসত্বর সাজের্নর শরণাপন্ন হওয়া। কারণ সময়মতো চিকিৎসা করলে টেস্টিসের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে ও ক্যান্সার হওয়া রোধ হয়।

চিকিৎসা

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে টেস্টিসের অবস্থান নির্ণয় করা অথার্ৎ টেস্টিস কোথায় আছে তা নিরূপণ করা এবং সঠিক স্থানে নামিয়ে আনাই হচ্ছে এর আসল চিকিৎসা।

২। টেস্টিসের জন্মের পর যদি সঠিক জায়গায় না থাকে ওই টেস্টিসের টিউমার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে টেস্টিসের টিউমার হতে পারে। টেস্টিসের টিউমার হলেই টেস্টিস হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে বড় হতে থাকে। বেশির ভাগ সময়ই কোনো ব্যথা হয় না। টেস্টিসের টিউমার সাধারণত ক্যান্সার হয়ে থাকে। সময়মতো চিকিৎসা না করলে অতি দ্রুত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং মৃত্যু অনিবার্য৴।

৩। হাইড্রোসিল

টেস্টিসের দুটি আবরণ থাকে। যদি এই দুই আবরণের মানে জমে তাকে হাইড্রোসিল বলে। বিভিন্ন কারণে টেস্টিসে পানি জমতে পারে।

ওজন কমবে শুকনো ফলে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : একবারে বেশি পরিমাণে না খেয়ে অল্প অল্প করে বারবার খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবারের মাঝে বেশ বড় একটা সময় থাকে। আবার বিকেলের নাস্তা ও রাতের খাবারের মাঝের সময়টুকুতেও স্বাস্থ্যকর কিছু খাবার রাখতে পারেন। সঙ্গে কিছু শুকনা ফল রাখুন এসব সময় খাওয়ার জন্য। এগুলো যেমন শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগাবে, তেমনি মেদ ঝরাতেও সাহায্য করবে। জেনে নিন কোন কোন শুকনা ফল রাখতে পারেন খাদ্য তালিকায়।

আমন্ড

হঠাৎ ক্ষুধাকে আমলে রাখতে হাতের কাছে রাখতে পারেন আমন্ড। আমন্ডের অন্যতম কাজ খারাপ কোলেস্টেরলকে ভালো কোলেস্টেরলে পরিবর্তিত করা। এ ছাড়া শরীরের মেটাবলিজমের রেট বাড়ায় এটি। প্রতিদিন ডায়েতে ৭-৮টি আমন্ড রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা।

খেজুর

উচ্চ ক্যালোরির ডায়েটে বিশেষ কাজে আসে খেজুর। এতে ক্যালোরি খুব বেশি ও সহজে পেট ভরে বলে ডায়েটে খেজুর রাখেন অনেকেই। অল্প কয়েকটি খেজুর অনেকক্ষণ ক্ষুধা কমিয়ে রাখতে পারে। আখরোট

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে আখরোট অতুলনীয়। এছাড়াও এতে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ও প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় শরীরের কোলেস্টেরলকে বাড়তে দেয় না। আখরোটে আরও রয়েছে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড বা 'এএলএ' যা হজমশক্তিকে মজবুত রেখে শরীরের মেদ ঠেকাতে বিশেষ কাজে আসে।

কাজু

প্রতিদিন ৪-৫টি কাজু রাখুন খাদ্য তালিকায়। শরীরের কাজে আসে এমন ফ্যাটে ঠাসা কাজুবাদাম। খারাপ কোলেস্টেরলকে ভালো কোলেস্টেরলে পরিবর্তিত করতে পারে এটি। এ ছাড়া শরীরের প্রয়োজনীয় তেলের জোগানও কিছুটা মিটিয়ে দিতে পারে কাজুবাদাম। কিসমিস মেদ কমাতে চাইলে প্রতিদিন কয়েকটি কিসমিস খান। এতে শক্তিশালী নিউরোট্রান্সমিটার রয়েছে যা ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। তথ্য: আনন্দবাজার